



ভাষাবোধ
(বাঙ্গালা-ব্যাকরণ)

শ্রী(নকুলেশ্বর) বিদ্যাভূষণ-প্রণীত ।

কলিকাতা,

৩/৪ নং গৌরমোহন মুখার্জির স্ট্রীট,

মেট্রিকাল প্রেসে মুদ্রিত ।

১৩১২



বিজ্ঞাপন ।

বর্তমান লিখিত বাঙ্গালার সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য থাকিলেও বাঙ্গালার ঠিক সংস্কৃতের ছাঁচে গঠিত নয় ; মাগধী ও পালির সহিত বাঙ্গালার গঠনসাদৃশ্য বরং অধিক ।

প্রাকৃত, সংস্কৃত, পারসি, আরবি, ইংরাজি প্রভৃতি নানা ভাষা হইতে গৃহীত শব্দে পৃষ্টকলেবর হইলেও বাঙ্গালা একটি স্বতন্ত্র ভাষা । সুতরাং সংস্কৃত-ব্যাকরণ বাঙ্গালা-ব্যাকরণ নহে । কিন্তু এখন যে সকল বাঙ্গালা ব্যাকরণ চলিত আছে, তাহাদের মূল-উদ্দেশ্য—বাঙ্গালার প্রচলিত সংস্কৃত শব্দসমূহ সাধিব্যবহার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া । তদতিরিক্ত যাহা কিছু ঐ সকল ব্যাকরণে আছে, তাহাও সংস্কৃত ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক কথা বা পরিশিষ্ট মাত্র ।

বাঙ্গালার আদি শিক্ষকগণ ভাষার প্রকৃতি বুঝিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই । এমন কি, তাঁহারা ং ও ঃ স্বরবর্ণ মধ্যে এবং ক্ষ স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া চালাইয়া ছিলেন ; তাঁহারা বাঞ্জনদ্বয়সংযোগের মধ্যে ‘কু’ ও ‘ক’ নির্দেশ করেন ; এবং কেবলমাত্র ‘হওয়া’ ও ‘করা’ ভিন্ন স্তম্ভ ক্রিয়াগুলি উপেক্ষা করেন নাই । কিন্তু তাহার পর বাঙ্গালা সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদের হস্তে পড়িয়া নিজের স্বভাৱ হারাইতে বসিল এবং একরূপ বিভক্তিহীন সংস্কৃত হইয়া উঠিল । আমাদের ব্যাকরণলেখকগণ সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ হইলেও ভাষার এই অবস্থায় বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতে বাসিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিলেন—বিচিত্র কি ?

বাঙ্গালা বর্ণমালা সম্বন্ধে বলিব্যবহার কথা অনেক আছে । এক অকারের উচ্চারণ অনেক প্রকার ; অর্থাৎ অকার অনেকপ্রকার ধ্বনি প্রকাশ ;

করে। ধরিতে গেলে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির জ্ঞাপক স্বতন্ত্র বর্ণ থাকা উচিত, অথবা সঙ্কেতভেদাদির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি বুঝাইবার উপায় করিতে হয়। বাঙ্গালার ঋ, ১ স্বরবর্ণ মধ্যে না ধরিলেও চলে। 'ঐকার' 'ও' 'ঐকার' ভিন্ন সংস্কৃতে অত্র যুক্তস্বর (Diphthong) নাই; বাঙ্গালার আছে। কিন্তু সংস্কৃত বর্ণমালাই বাঙ্গালার গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালার অজ্ঞাত যুক্তস্বর প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র বর্ণ নাই। পদের কোন একটি মাত্রার (Syllable) উপর জোর দিয়া বলিবার কোন সঙ্কেতও (accent) বাঙ্গালার নাই। পক্ষান্তরে 'ঙ' ও অমুস্বারের উচ্চারণ প্রায় একরূপ; 'ঞ' কোন স্থলে 'ঙ' এবং কোন স্থলে নকারের জায় উচ্চারিত হয়; ণ ও নকারের উচ্চারণগত প্রভেদ প্রায় দেখা যায় না। শ, ষ ও স—এই তিন বর্ণেরও উচ্চারণ বাঙ্গালার প্রায় একরূপ;—তবর্ণ এবং শুদ্ধ ষ বা র সংযুক্ত হইলে ইহাদের উচ্চারণ প্রায় ইংরাজি S অক্ষরের জায় হয়; তন্নিম্ন সর্গের Sh'র জায় হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালী বর্ণমালা হইতে এই অতিরিক্ত বর্ণগুলি উঠাইয়া দেওয়া দুঃকর। বৈদেশিক কথাগুলি লিখিবার জন্যও বাঙ্গালার একাধিক সকারের প্রয়োজন। যথা—টেক্সট বুক কমিটি, স্টুট ইত্যাদি। আবার বর্ণ-প্রকাশিত ধ্বনির দিকে লক্ষ্য করিলে ক্ষ, হ্রস্ব ও ঙ্র স্বতন্ত্র বর্ণ বলিলেও চলে। ঋ (ri) ও ১ (li) যদি স্বতন্ত্র বর্ণ হয়, তাহা হইলে ইহারাই বা হইতে পারবে না কেন? আবার ধরিতে গেলে বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণগুলি হ-সংযুক্ত (aspirated) প্রথমবর্ণ। কিন্তু বর্ণ বলিয়া ঐ গুলি বাঙ্গালার চলিতেছে।

অমুস্বারের উচ্চারণ প্রায় ঙকারের উচ্চারণের সমান এবং বিসর্গ পূর্ববর্তী স্বরকে হ-সংযুক্ত (aspirated) করে মাত্র।

বর্ণের উচ্চারণ দুই প্রকার; ধ্বনিমূলক ও ঐতিহাসিক; ক ও ষ 'যোগে উৎপন্ন হইলেও ক'র উচ্চারণ স্বতন্ত্র। ইহা ঐতিহাসিক

উচ্চারণ। এই সমস্ত বিষয়ের সকল কথা শিশুপাঠ্য ব্যাকরণে স্থান পাইবার যোগ্য নয় বলিয়া মূলগ্রন্থে আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছে।

• বাঙ্গালা লিখিতে শিখিবে বলিয়া বাঙ্গালিছাত্রের বাঙ্গালা ব্যাকরণ শিক্ষা নয়। তবে বাহা লিখিবে, তাহা অন্তত না হয়, অর্থাৎ বাহাতে ব্যবহৃত পদগুলির অর্থ বুঝিতে গোল না হয়, তাহাই শিক্ষা করা। এইরূপ ব্যাকরণ-পাঠের উদ্দেশ্য। এই পুস্তকে কারকাদি নির্ণয়ের যে পথ দেখান হইয়াছে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিলে আর ঐরূপ ভুল হইবে না।

বাঙ্গালার ধাতুগত না হইলেও সন্ধি ও সমাস বাঙ্গালার আছে। বতদূর আছে, তাহাই মূলগ্রন্থে নিবেশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার কতকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে একবারে সমাসনিষ্পন্ন বা প্রত্যয়ান্ত হইয়া আসিয়াছে। আবার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালার গৃহীত হইয়া বাঙ্গালা-প্রত্যয়ান্ত হইয়াছে; অথবা বাঙ্গালা সমাসের নিয়মে অল্পশব্দের সহিত মিলিত হইয়াছে। শেষোক্ত পদগুলি সাধাও বাঙ্গালা ব্যাকরণের অধিকারভুক্ত বলিয়া তৎসংশ্লিষ্ট নিয়মাদি মূলগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

সংস্কৃত শব্দের সন্ধি, সমাস ও প্রত্যয়াদি শিক্ষা দেওয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের অধিকারভুক্ত নয়। কিন্তু তাহা হইলেও ঐরূপ শব্দ গঠনের প্রণালী লিখিতে পারিলে প্রয়োজনমত নূতন শব্দ গঠিত করিয়া লইতে পুরা ক্ষম। সেই উদ্দেশ্যে যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালার চলিত আছে, তাহাদের গঠনসম্বন্ধে মোটামুটি কথাগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের শেষে দিয়াছি। এইরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আবার সংস্কৃত ভিন্ন অল্প ভাষা হইতে গৃহীত কথাগুলির সম্বন্ধেও বতদূর জ্ঞানপ্রাপ্তক, তাহাও ঐরূপে দেওয়া হইয়াছে।

অনেকে বলেন, ছাত্রদিগকে ইহার পর সংস্কৃত পাঠ করিতে হইবে। সুতরাং বাঙ্গালা পাঠকালে সংস্কৃত ব্যাকরণ বতদূর শিক্ষা হয়, ততই ভাল;

এবং সেই কারণে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলি লিখানই বাঙ্গালা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই কথাই যদি সঙ্গত হয়, তবে ‘উপক্রমণিকা’ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-নামধেয় কতকগুলি কঠিনতর গ্রন্থ পড়ান কেন? ঐ সকল গ্রন্থে এমন কথা অনেক থাকে, যাহা বি, এ, পরিকার্থী ছাত্রদিগেরও না শিখিলে চলে। আর সংস্কৃতাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে যে সকল শব্দ ও ব্যাক্যাংশ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে তাহাদের মূল গঠনপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া যদি বাঙ্গালা-ব্যাকরণের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের ন্যায় পারসি, প্রাকৃত, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণও কিয়ৎপরিমাণে বাঙ্গালা ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। কিন্তু বাগিচা, গালিচা, সতরঞ্চ, কোতোয়াল, হাড়হাভাতে, পাগড়ি, তুল-কালান, খানাতলাসি, সামিয়ানা, জরিমানা, গোলাব, গুলজার, তক্তাপোষ, ট্যাম্পবেগুর প্রভৃতি শব্দ সাধিবার সূত্র ত কোন বাঙ্গালা ব্যাকরণে নাই।

বাঙ্গালা ভাষার প্রসারের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত অনেক নূতন নূতন শব্দ এবং তন্মূলক অনেক যৌগিক শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিতেছে; এইরূপে অগ্নজান, জগজান প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে এবং দুগ্ধভাতা, দুগ্ধভগিনী প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা আইনের পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। আবার বৈমাত্রের শব্দাদীর অনুকরণে বৈগিত্রের প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল শব্দ এখনও সাধারণভাবে প্রচলিত এবং বাঙ্গালা ব্যাকরণের অধিকার ভুক্ত হয় নাই।

মেহেরবাণি, দোয়া (দুয়া), জারি, সমন, শিকার, এগ্জামিন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। ঐ সকল শব্দ তত্তৎ ভাষার ভাববিশেষ—হইলেও বাঙ্গালায় ভাববিশেষের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে। এইরূপ দয়া, কৃপা, প্রজ্ঞা, ভক্তি, স্বপ্ন প্রভৃতি অনেক গুণবোধক সংস্কৃত বিশেষ্যও বাঙ্গালায় ভাব বিশেষ্যের

জ্ঞান ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ভাষা ভাববিদের মতে এই সকল শব্দ
কল্প ধাতু সংযোগে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। যৌগিক ক্রিয়া স্বীকারে
সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষণ হয় না। বসিয়া মূলগ্রন্থে ঐ সকল শব্দ নিম্নপদ
ভাব বিশেষ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শিক্ষকমহাশয়েরা ভাব বিশেষ্য ও
যৌগিক ক্রিয়া সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিত কথাগুলি ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া
দিবেন। কথাগুলি একবার ভাল করিয়া বুঝিলে পদ পরিচয় দান অতি
সহজ হইবে।

বিভক্তিবোকে ও সমাসাদিতে শব্দ ও ধাতুর নানাপ্রকার রূপান্তর
ঘটে। আবার একপ্রকার শব্দেই বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন আকার হয়।
সেই সকল রূপান্তর দেখাইবার জন্য সূত্র প্রণয়ন এবং সেই সকল সূত্র
বালকদিগকে শিখান শক্তির অপব্যবহার মাত্র। কেবল উদাহরণ দ্বারা
ঐরূপ পরিবর্তন বুঝাইতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। এই কারণে যে যে সম্বন্ধে
যত প্রকার রূপান্তর হইতে পারে, যে যে রূপে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সংযোগ
হইতে পারে, তাহা উদাহরণ দ্বারা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। এবং
সেই কারণেই সকল প্রকার উদাহরণ দেখাইতে গিয়া পুস্তকের আকার
বড় হইয়াছে। কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হয় একরূপ বিষয় অধিক নাই ; সুতরাং
পুস্তকখানি আরও করিতে বালকদিগের অধিক দিন লাগিবে না।

পুস্তকপ্রণয়ন সম্বন্ধে প্রধান প্রধান সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ও ইংরাজি
ব্যাকরণের সাহায্য লইয়াছি। যন্ত্র ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। তবে
ঐরূপ গ্রন্থ প্রথম উদ্যমে সম্পূর্ণ বা নির্দোষ হইতে পারে না। সে উদ্দে-
শের সিদ্ধি শিক্ষকমহাশয়দিগের ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যের উপর নির্ভর
করে। আশা করি সে সাহায্যে আমি বঞ্চিত হইব না।

১০০৫ সাল।

শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

প্রথম প্রকাশের অল্পদিন পরেই ভাষাবোধ সেন্ট্রাল টেকস্ট-বুক কমিটি কর্তৃক বাঙ্গালা স্কুল সমূহের পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত হয়। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও পুস্তকখানি এন্ট্রান্স পরীক্ষার বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক বলিয়া নির্বাচিত করিয়াছেন। শুনিয়াছি—ভাষাবোধ মন্ডাল স্কুলেও পাঠ্য। তথাপি কিন্তু পুস্তক বিক্রয় হয় না। সাত বৎসরের পর এই পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার কারণ—আমি গ্রন্থভারগ্রস্ত গ্রন্থকর্তার জায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে শিখি নাই।

যাঁহাদের অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপর পাঠ্যগ্রন্থের ভাগ্য নির্ভর করে, তাঁহাদের অনেকের এই পুস্তকের উপর যেরূপ বিষদৃষ্টি, তাহাতে ইহার যে কখন দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইবে, সে আশা ছিল না। সেই কারণে ইহার পূর্ণতা সাধনের জন্ত চেষ্টাও করি নাই। কয়েক মাস মাত্র অতীত হইল, শুনিলাম—প্রকাশকদিগের নিকট একখানিও পুস্তক নাই; অথচ এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদিগের জন্ত সময়ে সময়ে দুই একখানি পুস্তকের প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং তাড়াতাড়ি করিয়া এই পুনর্মুদ্রণ করিতে হইল; ইচ্ছাক্রমে সংস্করণ ঘটিয়া উঠিল না। আমার জীবনে ভাষাবোধের তৃতীয় সংস্করণ দেখিতে পাইব, সে আশা নাই। সুতরাং আমার কাজ এইখানেই শেষ হইল।

১৩০১ সালে ভাষাবোধের প্রথম প্রকাশের পর অবধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ লইয়া বেশ আন্দোলন চলিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা সাহিত্য প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রসমূহে এতদ্বষ্যকে কয়েকটি প্রবন্ধে বাহির হইয়াছে। পরিষৎ বাঙ্গালাব্যাকরণ সম্বন্ধে কতকগুলি

এমন করিয়া তৎসবকে মীমাংসার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মত চাহিয়া পাঠান। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রবন্ধেই একরূপ মীমাংসা তৎপূর্বে ভাবাবোধে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিবশ্চ ঐ সকল মীমাংসার গুণদোষ-বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। বোধ হয় গবেষণার মৌলিকতা রক্ষার অনুরোধে ভাবাবোধের নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। নাম না করুন, বর্তমান আন্দোলনেই ভাবা-বোধের অন্য সার্থক হইয়াছে।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ এই পুস্তকখানিকে অপ-ভাবার ব্যাকরণ প্রভৃতি বিশেষণে সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও যে এই পুস্তকখানির প্রণয়নে কত অধ্যয়ন, কত শ্রম ও কত চিন্তার প্রয়োজন হইয়াছে, স্নেহিক লক্ষ্য করিলেন না, ইহাই বড় ক্ষোভের বিষয়। তবে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর বরপুত্র পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৃহস্পতিকর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অসামান্য বীশক্তি-সম্পন্ন মান্যবর ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নানাশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞপ্রবর পণ্ডিত শ্রীমাচরণ গাঙ্গুলি, প্রবন্ধের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রভৃতি মনস্বিবর্গ যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভাবাবোধের উপর সন্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়াছেন, তাহাতেই আমি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।

●বাঙ্গালার ধাতুমালা আজিও প্রস্তুত হয় নাই; সম্পূর্ণ ধাতুমালা প্রস্তুত করিবার সময়ও হয় নাই। কারণ যে সকল ক্রিয়াপদ কেবল কবিতাতেই স্থান পাইত, তাহারা ক্রমে পদ্যেও লক্ষপ্রবেশ হইতেছে। আবার যে সকল ক্রিয়াপদ অপভ্রাষা বা গ্রাম্যভাষাতেই ব্যবহৃত হইত, তাহাদেরও হই একটি সাধুব্যবহার-সম্মান পাইয়া সাধুভাষার স্থান লাভ করিতেছে। এইরূপে বাঙ্গালী ধাতুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। তবে বর্তমান সময়ে

যে সকল ক্রিয়াপদ বাঙ্গালার চলিতেছে, তাহাদের ধাতুসমূহের একটি সম্পূর্ণ তালিকা দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে ধাতুমালাটি যে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছি, তাহা মনে হয় না। *যে সকল ধাতুর ক্রিয়াপদ বাঙ্গালার চলে, কেবল তাহাদেরই নাম ধাতুমালায় প্রদত্ত হইল।

কালীঘাট, কলিকাতা।
সন ১৩১২।

}

শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ।

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
বর্ণ ...	১	বহুব্রীহি সমাস ...	৮২
৭ত্ব ও বহুব্রীহি ...	৪	উপপদ সমাস ...	৮৪
প্রকৃতি প্রত্যয় ও বিভক্তি ...	৫	বহু সমাস ...	৮৫
বাক্য ...	৮	অব্যয়ীভাব সমাস ...	৮৭
পদ ...	৩	দ্বিগু সমাস (সংস্কৃত) ...	৯০
লিঙ্গ ...	৯	পুনরাবৃত্তি ...	৯৩
স্তোত্রপ্রত্যয় ...	১০	তদ্ধিত প্রত্যয় ...	৩
বচন ...	১৫	ক্রিয়া ...	১০৭
শব্দ বিভক্তি ...	১৬	সমাপিকা ক্রিয়া ...	১১৪
কারক ...	১৮	ধাতু বিভক্তি ...	১১৫
কর্ত্তা ...	৩	ধাতুরূপ ...	১১৭
কৰ্ম্ম ...	২১	নাম ধাতু ...	১২৯
করণ ...	২৫	প্রযোজক-ক্রিয়া ...	১৩০
অপাদান ...	২৭	অসমাপিকা ক্রিয়া ...	১৩২
অধিকরণ ...	২৯	কৃত্য প্রত্যয় ...	১৩৫
সম্বন্ধ পদ ...	৩৩	পদ পরিচয় ...	১৪৭
সংযোগ পদ ...	৩৩	বাক্য প্রকরণ ...	১৫২
অর্থবিশেষে বিভক্তির প্রয়োগ	৩১	গদ্য ...	৩
সর্বনাম ...	৩৭	পদ্য ...	১৬২
শব্দরূপ ...	৪১		
বিশেষণ ...	৬১		
অব্যয় ...	৬৪		
সমাস ...	৭০		
সন্ধি ...	৩		
তৎপুরুষ সমাস ...	৭৬		
কৰ্ম্মধার সমাস ...	৭৯		
উপমিত ও রূপক সমাস	৮১		

পরিশিষ্ট ।

কাব্য ...	১৬৪
অলঙ্কার ...	৩
চিহ্ন ...	১৬৭
অস্বাভাব চিহ্ন ...	৩
বাক্য বিশ্লেষণ ...	৩
ধাতুমালা ...	১৭২

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২২	(ঈশ্বর)	(ঈশ্বর)
৪	২৩	যত্ববিধানের	ও যত্ববিধানের
৫	৩০	অন্ত্যস্থিত	অন্তস্থিত
১০	১৭	অধিনী	অধীনী
১৪	৫	রাজী	রাজ্যী
১৭	২১	এইরূপই	এইরূপ বাক্যই
২৫	৭	বাহার দ্বারা করা যায়	বাহ্য ক্রিয়ানিষ্পত্তির প্রধান সাধন
২৫	১৯	ঢাকিল	ঢাকা পড়িল
২৮	১	ধাক	ধেকে
৩৫	৪	উপরিউক্ত	উপরি-উক্তরূপ,
৩৭	২৫	বাক্যাংশের	বাক্যের
৫১	১৯	জোড়লার	জোড়লার
৫২	২০	যাওয়ার	যাওয়ার
৫৯	২৮	অর্থ এই	অর্থ—এই
৬০	৭	কচিং	কচিং
৬০	৮	ছে	দেব
৬১	১৭	তিনটা	তিনটি
৬১	২২	যোগসাজগে	যোগসাধোসে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	উদ্ধ
৬২	১৬:১৭	হিন্দুতানী	হিন্দুতানি
৬৪	১৯	সংস্কৃত শব্দ	সংস্কৃত বিশেষণ
৭৫	২২	তচ্ছবণ	তচ্ছবণ
৭৬	২০	(পুনর)	(পুনর)
৮৪	১৬	যাহ	যাহা
৮৯	১	ভাতিপুত্র	ভাতিপুত্র
১০৭	৮	সৌহার্দ	সৌহার্দ
১০৫	১০	রমে	রোম
১১২	১৪	অভ্যাবয়িক	আভ্যাবয়িক
১১৭	১২	তোমার	তোমরা
১২৪	২১	বলিলেন	বলিলে
১৩৭	১১	বাসা	বাস
১৪৮	১৬	পাকাল	পাকল
১৪৩	১২	কর্তৃবাচ্যে ত হয় ;	কর্তৃবাচ্যেও ত হয় ।
১৭৫ই	১ই	(গ)	(চ)
১৭৬	২:১০	সামন্বয়া	সামঞ্জস্য
১৭৬	২১	ভুবরান	ভুবড়ান
১৭৬	৩১	চুটা	চুটা

ভাষাবোধ বাঙ্গালা-ব্যাকরণ ।

১। যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে বলিতে ও লিখিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ ।

বর্ণ ।

২। আমরা যে সকল কথা বলি, সেইগুলি লিখিবার জন্য কতকগুলি সংকেত সৃষ্ট হইয়াছে; তাহাদের এক একটি সংকেতকে এক একটি বর্ণ বলে।

৩। বর্ণ দ্বিবিধ। স্বর ও ব্যঞ্জন ।

অন্ত বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে যে সকল বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তাহাদের নাম স্বরবর্ণ। আর যে সমস্ত বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদের নাম ব্যঞ্জন বর্ণ।

৪। বাঙ্গালা ভাষায় সর্বসম্মত আটচল্লিশটি বর্ণ আছে, তাহাদের মধ্যে ১৩টি স্বর ও ৩৫টি ব্যঞ্জন বর্ণ।

অ, আ, ঈ, ঐ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, (১) এ, ঐ, ও, ঔ—স্বরবর্ণ।

(১) বাঙ্গালা ভাষায় এমন কথা নাই, যাহার আধিত্ব^১ বা ২ আছে। সুতরাং এই দুই বর্ণ কেবল ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণে সহায় হয়। ঋকলা-যুক্ত কথাও বাঙ্গালার নাই; তবে ‘সংস্কৃত দ্বাভূ হইতে বিদীর্ণ হইয়াছে’ এইরূপ লিখিতে হইলে ঋকলার প্রয়োগ^২। সেই জন্য ‘ঋ’ বর্ণমালা মধ্যে ধরা হইল। ঋকলা যুক্ত ‘কুপ্ত’ কথাটি বাঙ্গালার চলে। ভারতচন্দ্রাবির গ্রন্থে ‘ঋকার’ ‘ঋতব’ এইরূপ কথা আছে। আধুনিক গ্রন্থে ঐ বর্ণ দেখা যায় না; আরও লাবিনির মতে ঋকার নাই; সুতরাং বর্ণমালার ঐ বর্ণ দেওয়া হইল না।

স্বর দুই প্রকার; হ্রস্ব ও দীর্ঘ; অ, ই, উ, ঋ, ২—হ্রস্ব স্বর।
আ, ঈ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ—দীর্ঘ স্বর। (১)

ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড (ড়), ঢ (ঢ়), ণ।
ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য (য়), র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ঃ
ব্যঞ্জন বর্ণ। (২)

পূর্বে বা পরে স্বরবর্ণ না থাকিলে ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ হয় না। ‘ক’
বলিলেই (ক+অ) অর্থাৎ কবর্ণে অকার সংযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে
হয়। পূর্বে স্বরবর্ণ সংযোগ যথা—অক্, আখ্। (৩)

শব্দের যে যে অংশ এক এক বারে উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে
‘শব্দমাত্রা’ বলে। ‘ভাষাবোধ’ শব্দে ‘ভা’, ‘ষা’ ও ‘ণোধ’—এই তিনটি

(১) হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণে অল্প সময় লাগে। দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে তদনুসারে
অধিক কাল লাগে। দূরাস্থান, গান, উপহাস ও রোদনে স্বর দীর্ঘতর হইলে তাহাকে
দ্রুত স্বর বলে।

দুই স্বর একত্র উচ্চারিত হইলে যুক্ত স্বর বলে। যথা—বিড়াল মিউ মিউ করে।
এইখানে ‘ইউ’ একত্র উচ্চারিত হইরাছে। এইরূপ ইউরোপ, টেট, হাইকোর্ট, মেও।
ঐকার ও ঔকারও যুক্ত স্বর।

কোন স্বরবর্ণের উল্লেখ করিতে হইলে অকার, আকার, ইকার—এইরূপ বলা
যায়। কখন কখন ব্যঞ্জনবর্ণও ঐরূপে লিখিত হইয়া থাকে।

(২) বাঙ্গালার অন্তঃস্থ ‘ব’ কেবল বর্ণমালায় আছে। সংস্কৃত হইতে গৃহীত
কথাতুলিতে অন্তঃস্থ ‘ব’ ও বর্ণা ‘ব’—উভয়েরই আকার একরূপ। উচ্চারণগত
কোন প্রভেদও নাই। কলার ‘ব’ (অন্তঃস্থ ব) উচ্চারিতই হয় না। কেবল সংযুক্ত
ব্যঞ্জন দ্বিত্বভাবে উচ্চারিত হয়। যথা—স্বর (স্তর), ঈষর (ঈশ্বর)। ঙ ও ঃ—
ঐ দুইয়ের উচ্চারণ প্রায় একরূপ। ঞ—কোন স্থলে ও কোন স্থলে নকারের ন্যায়।

ণ ও ন এই দুই বর্ণের উচ্চারণগত প্রভেদ বাঙ্গালার না থাকিলেও বর্ণের আকার-
গত প্রভেদ আছে। শ, ষ, স—এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণ বাঙ্গালার প্রায় একরূপ।
তবর্ণ এবং শুদ্ধ ও ওর সংযুক্ত হইলে ইহাদের উচ্চারণ ইংরাজী S অক্ষরের স্থায়
হয়। অন্যত্র প্রায়ই Shএর ন্যায় হইয়া থাকে।

(৩) কোন স্বরবর্ণ পরে না থাকিলে ব্যঞ্জন বর্ণের নীচে একটি বক্ররেখা ()
বিতে হয়। যথা ক্, প্, ইত্যাদি। এইরূপ শুদ্ধ ব্যঞ্জন বর্ণের নাম হসন্ত বর্ণ, এবং
ঐ রেখার নাম হসন্ত চিহ্ন।

শব্দমাত্রা আছে। ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ, ঙ, ঞ, ণ, ং এবং : ভিন্ন বর্ণের উপর যে সরল রেখা থাকে, তাহাকে বর্ণমাত্রা বা মাত্রা বলে।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ এই পাঁচটি বর্ণ কবর্ণ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ এই পাঁচটি বর্ণ চবর্ণ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ এই পাঁচটি বর্ণ টবর্ণ। ত, থ, দ, ধ, ন এই পাঁচটি বর্ণ তবর্ণ। প, ফ, ব, ভ, ম এই পাঁচটি বর্ণ পবর্ণ।

ক অবধি ম পর্যন্ত পাঁচটি বর্ণ্য বর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলে।

য, র, ল, ব এই চারিটিকে অন্তঃস্থ বর্ণ এবং শ, ষ, স ও হ এই চারিটিকে উষ্ম বর্ণ বলে।

ঙ, ঞ, ণ, ঞ ও ম এই পাঁচটি বর্ণ নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম অনুনাসিক। ঞ বর্ণকে অনুনাসিক করিতে হইলে তাহার উপর চন্দ্রবিন্দু (°) দিতে হয়।

৫। ‘অ’, ‘আ’ এবং ‘এ’ এই তিনটি স্বর উচ্চারণভেদে সহজ ও বিকৃত। অবশ্য, অগ্র প্রভৃতি শব্দে ‘অ’ সহজ; অতি, অক্ষর প্রভৃতি শব্দে বিকৃত (১)। আকার, আষাঢ় প্রভৃতি শব্দে ‘আ’ সহজ; কাল, আজ প্রভৃতি শব্দে বিকৃত। একার, এখানে প্রভৃতি পদে ‘এ’ সহজ। যেন, কেন, যেমন, মেও প্রভৃতি শব্দে বিকৃত। (২)

(১) ‘বড়’ এই শব্দে বকারের পরবর্তী অকার সহজ; ডকারের পরবর্তী অকার এসারিত। এসারিত অকারের উচ্চারণ আর সঙ্কুচিত ওকারের ন্যায়। চট্ করিয়া আসিবে—এখানে চট্ এই পদে চকারের পরবর্তী অকার সঙ্কুচিত। এইরূপে উচ্চারণ ভেদে অকারের উচ্চারণ সহজ, বিকৃত; এসারিত, সঙ্কুচিত। ইকার ও উকারের উচ্চারণও এইরূপ এসারিত ও সঙ্কুচিত হয়।

(২) কেহ কেহ বিকৃত ‘এ’ স্বর লিখিতে ব কলা ও আকার ব্যবহার করেন। বধা—ক্যান, ব্যাট। সংস্কৃত হইতে গৃহীত শব্দসমূহে ‘এ’ এসারিত; কিন্তু অন্যান্য ভাষা হইতে গৃহীত অনেক শব্দে এবং কোন কোন বাঙ্গালা শব্দেও ‘এ’ সঙ্কুচিত উচ্চারিত হয়। ‘কেশ’ শব্দে ‘এ’ এসারিত। বেধ, বেহাত, বে (বিবাহ) শব্দে ‘এ’ সঙ্কুচিত। ওকার সম্বন্ধেও এইরূপ।

৬। শব্দের মধ্যস্থিত অসংযুক্ত ‘য’ সময়ে সময়ে ‘য়’ হয়, সময়ে সময়ে হয় না। ‘য়’ যথা—প্রয়োগ, বিয়োগ, নিয়োগ। ‘য’ যথা—জ্যোগ, নিযুক্ত। শব্দের আদিতে ‘য়’ হয় না। যথা—যোগ, যিনি, যুগ।

ড ও ঢ শব্দের আদিতে থাকিলে ‘ড’ ও ‘ঢ’ ই থাকে, শব্দের মধ্যে থাকিলে প্রায়ই ‘ড়’ ও ‘ঢ়’ হইয়া যায়; সংযুক্ত বর্ণে হয় না।

৭। দুই বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বর বর্ণ না থাকিলে তাহারা যুক্ত হয়; এইরূপ যুক্ত বর্ণের নাম সংযুক্ত বর্ণ।

হ্রস্ব স্বর লঘু, দীর্ঘ স্বর গুরু। সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ববর্তী স্বরের উচ্চারণ গুরু হয়।

৮। রেফ্ যুক্ত হইলে চ, ছ, জ, ত, দ, ধ, ব, ম ও য বর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। যথা—কর্দম, কৰ্দম; গর্দিত, গদর্ভ।

৯। বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের দ্বিত্ব হইলে উহার পূর্ব বর্ণটি যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ হইয়া যায়। যথা—স্ফচ্ছ, মুচ্ছা, অন্তর্দান।

গত্ব ও যত্ব বিধান।

১০। বাঙ্গালা ভাষায় দুই চারি স্থানে মাত্র রকারের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্ত হয়। স্বরবর্ণ ব্যবধান থাকিলেও হয়। যথা—ঝরণা, (১) চৌধুরাণী, ঠাকুরাণী।

এতদ্ভিন্ন যত্নত্ব দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্ত হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় দন্ত্য স মূর্দ্ধন্ত হয় না।

সংস্কৃত ভাষায় দন্ত্য ন ও দন্ত্য স কোন কোন স্থলে মূর্দ্ধন্ত হয়। ঐরূপে পরিবর্তিত অনেক কথা বাঙ্গালা ভাষায় চলিত আছে। সেই নিমিত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের গত্ব-বিধান যত্ব-বিধানের মূলনিয়ম কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) একই পদে—ক, র অথবা বকারের পর দন্ত্য ন থাকিলে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—
স্বর্ণ, তুষ্ণা। স্বরবর্ণ, কবর্ণ, লবর্ণ, ঘ, ব, হ, ঙ বাবধান থাকিলেও হয়। যথা—স্রবণ,
বক্ষ্যমাণ। পদের অন্ত্যস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় না।

• (খ) অ আ ভিন্ন স্বর, ক বা র বর্ণের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—
ভষিষ্যৎ, চরণকম লম্বু।

সিৎ প্রত্যয়ের 'স' মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—অগ্নিসিৎ।

ইকারান্ত ও উকারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলি ধাতুর 'স' মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—
বিবাদ, অভিষেক। কতকগুলির হয় না। যথা—বিসর্গ, দুঃস্বপ্ন।

প্রকৃতি, প্রত্যয় ও বিভক্তি ।

১১। শব্দ ও ধাতুকে প্রকৃতি বলে।

(ক) বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য ; (খ) কর, দা, যা—সমস্তই প্রকৃতি।

(ক) প্রথম শ্রেণীর বর্ণসমষ্টিগুলি শব্দ বা নাম।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণসমষ্টিগুলি ধাতু।

১২। শব্দ ও ধাতু হইতে অত্র শব্দ বা অত্র ধাতু করিয়া লইবার
অত্র ঐ (মূল) শব্দ বা ধাতুর উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করা যায়,
তাহাদের নাম প্রত্যয়।

শব্দ হইতে শব্দ যথা—

শব্দ		প্রত্যয়		শব্দ
জমি	+	দার (ক)	=	জমিদার
ঘর	+	ময় (ক)	=	ঘরময়

(ক) এইরূপ প্রত্যয়ের নাম 'তদ্ধিত'।

ধাতু হইতে ধাতু যথা—

ধাতু		প্রত্যয়		ধাতু
কর		আ (খ)		করা
পড়		আ (খ)		পড়া

[উদাহরণ—কর—করিতেছে ; করা—করাইতেছে ।]

(খ) এই প্রত্যয়ের নাম 'আ প্রত্যয়' । (১)

শব্দ হইতে ধাতু যথা—

শব্দ	প্রত্যয়	ধাতু
জিজ্ঞাসা	কৃ (গ) (২)	জিজ্ঞাস্
ধোঁয়া	কৃ (গ)	ধোঁয়া

[উদাহরণ—জিজ্ঞাসিল, ধোঁয়াইতেছে ।]

(গ) এই প্রত্যয়ের নাম 'নামধাতু-প্রত্যয়' ।

ধাতু হইতে শব্দ যথা—

ধাতু	প্রত্যয়	শব্দ
চল্	অন (ঘ)	চলন
বস্	ত (ঘ)	বসত

(ঘ) এইরূপ প্রত্যয়ের নাম 'কৃৎ প্রত্যয়' ।

১৩। বাক্যে প্রয়োগের সময় শব্দ ও ধাতুর উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করা হয়, তাহাদের নাম বিভক্তি ।

১৪। বিভক্তিরূপে শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে ।

এদই বাক্যে ব্যবহৃত হয় ; শব্দ ও ধাতু হয় না । (৩)

১৫। পদ দুই প্রকার ; (ক) নাম-পদ এবং (খ) ক্রিয়া ।

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণে এই প্রত্যয়ের নাম পিচ বা ক্রি ; এবং এই প্রত্যয়ান্ত ধাতুর নাম পিচন্ত বা ক্র্যন্ত । করাইতেছে—'পিচন্ত বা ক্র্যন্ত ক্রিয়া' । বাঙ্গালার এইরূপ ক্রিয়ার নাম প্রয়োজকক্রিয়া । ক্রিয়াপ্রকরণ দেখ ।

(২) 'কৃ' ইং ব্যয় ।

(৩) শব্দ ও ধাতুর উত্তর প্রত্যয় বসিলে ঐ শব্দ ও ধাতুকে প্রত্যয়ান্ত বলে । তদুত্তর বিভক্তি-যোগ ব্যতীত তাহারা পদ হয় না ; এবং পদ না হইলে বাক্যে ব্যবহৃত হয় না ।

শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে নাম-পদ উৎপন্ন হয়। যথা—
মামুবেরা, জমিদারেরা, পৃথিবীহইতে।

• ধাতুর উত্তর বিভক্তি-যোগ করিলে ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হয়। যথা—
করিতেছি, করিয়াছিলাম, আসিল।

১৬। শব্দ ও ধাতুর অর্থ আছে ; কিন্তু বিভক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন অর্থ প্রকাশ করে না। কেবল ‘রাজা’ বা ‘কন্ন’ বলিলে কোন অর্থ বুঝাইবে না। কিন্তু (রাজা + এ =) রাজা, (কন্ন + ইলেন =) করিলেন—এই ‘এ’ ও ‘ইলেন’ বিভক্তি যথাক্রমে যোগ করিয়া রাজা শব্দ ও কন্ন ধাতু—উভয়েরই অর্থবোধ হইল।

প্রত্যয়েরও অর্থ আছে। কিন্তু শব্দ ও ধাতুর উত্তর যুক্ত না হইলে এবং তাহার পর বিভক্তি না বসিলে ঐ প্রত্যয় কোন অর্থই প্রকাশ করে না। সুতরাং প্রত্যয়েরও অর্থ-ব্যঞ্জকতা নাই।

শব্দ ও ধাতু বিভক্তিব্যুক্ত হইলে উহাদের অর্থ প্রকাশ হয়। সুতরাং বিভক্তি অর্থব্যঞ্জক। (১)

১৭। বিভক্তি দুই প্রকার ; (ক) শব্দবিভক্তি ও (খ) ধাতুবিভক্তি।

(ক) শব্দের উত্তর এ, রা, হইতে প্রভৃতি যে সকল বিভক্তি বসে, তাহাদের নাম শব্দবিভক্তি।

(খ) ধাতুর উত্তর ইয়া, ইতে, ইলাম প্রভৃতি যে সকল বিভক্তি বসে, তাহাদের নাম ধাতু বিভক্তি। (২)

(১) বিভক্তিরও অর্থ আছে। কিন্তু শব্দ ও ধাতুর উত্তর না বসিলে উহার অর্থ প্রকাশ হয় না।

(২) বাঙ্গালা ভাষায় অনেক স্থলে বিভক্তির লোপ হয়। যথা—একটি মন্দির পদ্ম দেখিয়া ললিত কহিল, মাধব তুমি শীঘ্র যা, একটা বাশ আন।

এই বাক্য—একটি, মন্দির, পদ্ম, ললিত, মাধব, শীঘ্র, যা, একটা, বাশ, আন—এই কয়টি পদের উত্তর বিভক্তি নাই, লোপ হইয়াছে। ইহাদের একটিও শব্দ বা ধাতুমান্ব নেহে ; সমস্তই পদ।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে শব্দ তিন প্রকার । (ক) রূঢ়, (খ) যোগরূঢ় ও (গ) বৌগিক । (ক) যে সকল শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থের অপেক্ষা না করিয়া কোন অর্থ বুঝায়, তাহারাই রূঢ় । যথা—জল, গাছ, আকাশ, গরু ।

(খ) যে সকল শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থসংশ্লিষ্ট কোন বিশেষ অর্থ বুঝায়, তাহারাই যোগরূঢ় । যথা—পঙ্কজ শব্দে (শবুক-শৈবালাদি না বুঝাইয়া) পদ্ম বুঝায় ।

(গ) যে সকল শব্দ ধাতুপ্রত্যয়যুক্ত অর্থই বুঝায়, তাহারাই বৌগিক ; যথা—যে রাখে—রাখুনি । যে করে—কর্তা ।

বাঙ্গালা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই অন্ততঃ বা হইতে গৃহীত । পরলা, পরমা, ইংরাজ, বনুক, কেদারা, পাইক প্রভৃতি শব্দ রূঢ়, যোগরূঢ় বা বৌগিক, ইহা নির্ণয় করা সহজ নয় । আবার ‘বাসর’ প্রভৃতি অনেক কথা সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে ; সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বাঙ্গালা শব্দের ঐরূপ শ্রেণী-বিভাগের প্রয়াস অনাবশ্যক ।

বাক্য ।

১৮ । দুই বা অধিক পদ একত্র পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিলে ঐ পদসমষ্টিকে বাক্য বলে ।

বাক্যের এক একটি অংশকে বাক্যাংশ বলে । বাক্যাংশও পদসমষ্টি । যথা—বালকদিগকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজকুমার বলিলেন, ঐ বানরটা ধরিয়া দাও । এই বাক্যে ‘বালকদিগকে কাঁদিতে’—বাক্যাংশ ।

এক একটি মাত্র পদকে বাক্যাংশ বলে না ।

পদ ।

১৯ । পদ পাঁচ প্রকার । (১) বিশেষ্য, (২) সর্বনাম, (৩) বিশেষণ, (৪) অব্যয়, (৫) ক্রিয়া ।

২০ । যে পদ দ্বারা কোন দ্রব্য, জাতি, সংজ্ঞা, গুণ বা কাৰ্য্য বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্য বলে । যথা—ভূমি, জল, পর্বত, হিমালয়, প্রাণী, মনুষ্য, আকবর, শক্তি, সাধুতা, ধাওয়া ।

বিশেষ্যের ত্রৈণী বিভাগ ।

১ম—প্রাণিবাচক । ২য়—অপ্রাণিবাচক ।

১ম । প্রাণিবাচক শব্দের উপবিভাগ ।

- (ক) জাতিবোধক ; যথা—প্রাণী, দেবতা, মনুষ্য, পশু, অশ্ব, পক্ষী, কাক, কীট ।
 (খ) সামান্য সংজ্ঞাবোধক ; যথা—বান্দালি, কাক্রি, ফরাসি, হিন্দু, মুসলমান ।
 (গ) বিশেষ সংজ্ঞাবোধক ; যথা—ইন্দ্র, নিউটন, আকবর, নালন্দা ।

২য় । অপ্রাণিবাচক শব্দের উপবিভাগ ।

- (ক) সংজ্ঞাবোধক ; যথা—হিমালয়, গঙ্গা, জাপান, পৃথিবী, সূর্য্য ।
 (খ) জাতিবোধক ; যথা—পর্বত, নদী, দেশ, গ্রহ, নক্ষত্র ।
 (গ) দ্রব্যবোধক ; যথা—ভূমি, জল, বায়ু ।
 (ঘ) শক্তি ও গুণবোধক ; যথা—পরাক্রম, বুদ্ধি, বল, সাধুতা ।
 (ঙ) কাৰ্য্যবোধক বা ভাববিশেষ্য ; যথা—দর্শন, ভোজন, বাণী, করা ।

২১ ! যে পদ অত্র পদের পরিবর্ত্তে বসে, তাহার নাম সৰ্ব্বনাম ।

যথা—আমি, তুমি, তাহা, উনি, ইহা ।

২২ । যে পদ অত্র পদের গুণ, অবস্থা, সংখ্যা প্রভৃতি বুঝায়, তাহার নাম বিশেষণ । যথা—বুদ্ধিমান (মনুষ্য), শীতল (জল), হাতকাটা (লোক), সতরটা (মহিষ) ।

এই সকল স্থলে বুদ্ধিমান ও শীতল—গুণ প্রকাশ করিতেছে ! হাতকাটা—অবস্থা প্রকাশ করিতেছে । সতরটা—সংখ্যা প্রকাশ করিতেছে । এই পদগুলি বিশেষণ ।

২৩ । বিভক্তি-যোগেও যে পদের রূপের পরিবর্ত্তন হয় না, তাহার নাম অব্যয় । যথা—এবং, কিন্তু, পুনরায় ও, অতএব ।

২৪ । ধাতুর উত্তর বিভক্তি যোগ করিয়া যে পদ হয়, তাহাকে ক্রিয়া বলে । যথা—করিয়া, দেখিলে, যাইলাম, দিব ।

লিঙ্গ ।

২৫ । লিঙ্গ দুই প্রকার ;—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ; স্ত্রীবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, তদ্ভিন্ন সমুদয় শব্দ পুংলিঙ্গ ।

সাধারণতঃ যে সকল শব্দে জীজ্ঞাতি বুঝায়, সেই সকল শব্দ জীলিঙ্গ। যথা—
 ভেবী, ব্রাহ্মণী, গাভী। (১)

স্ত্রী-প্রত্যয়।

২৬। কোন স্থলে জীজ্ঞাতি বুঝাইতে এবং কোন স্থলে পত্নী বুঝাইতে বাঙ্গালা পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর নী প্রত্যয় করিয়া পুংলিঙ্গ শব্দ জীলিঙ্গ করা হয়। (২) যথা—

	পত্নী বুঝাইতে	জীজ্ঞাতি বুঝাইতে
মালী	মালিনী	মালিনী
ঠাকুর	ঠাকুরাণী	ঠাকুরাণী
মোগল	মোগলানী	মোগলানী
গোয়াল, গম্বলা	গোয়ালিনী, গম্বলানী	গোয়ালিনী, গম্বলানী
চৌধুরী	চৌধুরাণী	চৌধুরাণী
চাকর		চাকরানী
বাঘ		বাঘিনী
পাগল, পাগুলা		পাগলিনী, পাগুলা

* ২৭। উপরিলিখিত অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'জী' প্রত্যয় হয়।
 যথা—

(১) গ্রন্থকার ও অন্য লোকে যে সকল শব্দে জীজ্ঞাতি বুঝাইয়াছেন বা করেন, সেই সকল শব্দ সময়ে সময়ে জীলিঙ্গবৎ ব্যবহৃত হইল। যথা—নদী, রাত্রি, বিদ্যাৎ, অঙ্গুরী, সেনা।

(২) 'নী' ও পরস্মৈকৈ কথিত 'জী' তদ্ধিত প্রত্যয়। সুবিধার জন্য এই স্থলে এই দুই প্রত্যয়ের কথা বলা হইল। এই দুই তদ্ধিত প্রত্যয়ের নাম—স্ত্রী প্রত্যয়। তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে শব্দের নান্যরূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে।

	পত্নী বুঝাইতে	জাতি বুঝাইতে
খুড়া	খুড়ী	
কাঁকা	কাকী (১)	
মামা	মামী	
বুড়া		বুড়ী
বামন	বামনী	বামনী
খোড়া		খোড়ানী
মুসলমান		মুসলমানী
ভেড়া		ভেড়ী
পাঁঠা		পাঁঠী
অমুক		অমুকী

২৮। স্ত্রীবাচকশব্দ পূর্বে বা পরে যোগ করিয়াও সময়ে সময়ে পুংলিঙ্গশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। যথা—মানুষ—মেয়ে মানুষ। গয়লা—গয়লা-বউ। কুকুর—মাদি কুকুর। উড়ে—উড়ে বউ। (২)

২৯। বাঙ্গালায় কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দের অনুরূপ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পত্নী-বোধক ; কতকগুলি স্ত্রীজাতি-বাচক ; কতকগুলি বা উভয়ার্থ-বাচক। নিম্নে কতকগুলি ঐরূপ শব্দ দেখুয়া গেল।

(১) জেঠা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে জেঠী ও জেঠাই হয় ; ‘জেঠাই’ অধিক প্রচলিত। গ্রাম্যভাষায় চাচা—চাচী। পূর্বাঞ্চলে ঠাকুরকাকা—ঠাকুরকাকী বলে। এইরূপ ঠাকুরখুড়া—ঠাকুরখুড়ী ইত্যাদি।

(২) এইরূপ স্থলে মেয়ে মানুষ—দুটি স্বতন্ত্র পদ বলিলেও চলে ; মেয়ে পদটি মানুষের বিশেষণ বলিয়া অব্যয় করিলেই হইল। এইরূপ ‘গয়লা’ এই পদটি ‘বউ’ এই পদের বিশেষণ।

পত্নী-অর্থে		স্ত্রীজাতি-অর্থে
দাদা		দিদি
কর্তা	} কর্ত্রী, গৃহিণী গিন্নী	} কর্ত্রী, গৃহিণী গিন্নী
পুত্র, ছেলে		কন্তা, মেয়ে
বর	বধূ, বৌ	কন্তা, কনে
পাত্র		পাত্রী, কন্তা
শুশ্রূষ	শাশুড়ী	
স্বামী	স্ত্রী, বৌ	স্বামিনী
ভ্রাতা	ভ্রাতৃবধূ	ভগিনী
ভাই	} ভাই-বৌ ভাইজ, ভাজ ভান্দর-বৌ	} ব'ন
পুরুষ		
মন্দ, মন্দা		
পৌত্র, নাতি	নাতিবৌ নাত-বৌ	পৌত্রী, নাতিনী
দৌহিত্র, নাতি	নাতি বৌ, নাত-বৌ	দৌহিত্রী, নাতিনী
রাজা	রাজ্ঞী ও রানী	রাজ্ঞী ও রানী
সাহেব, গোরা,	} মেম, বিবি সাহেবা	মেম, বিবি
ফিরিজি		সাহেবা
নবাব	} বেগম, বিবি, নবাবপত্নী	বেগম, বিবি
সাহজাদা, সাজাদা		সাহজাদি, সাজাদি
বাদসাহ	} সাহজাদি, সাজাদি বেগম	} সাহজাদি, সাজাদি বেগম

খানসামো		আয়া
নাবালক		নাবালিকা
ভৃত্য, দাস		দাসী
শ্রালক, শালা	শালাজ	শালী
দেবর, দেওর, ভাগুর	জা	ননদ, ননদী
পিতামহ	পিতামহী	পিতামহী
ঠাকুরদাদা	ঠাকুর মা	ঠাকুর মা
দাদা	ঠাকরণ দিদি	ঠাকরণ দিদি
দাদাভাই	ঠান্দিদি	ঠান্দিদি
মাতামহ, দাদা	মাতামহী	মাতামহী, ঠাকরণ-
	ঠাকরণদিদি	দিদি, ঠান্দিদি, আই,
	ঠান্দিদি, আই	
ভাগিনেয়, ভাগ্নে	ভাগ্নে-বো	ভাগিনেয়ী, ভাগ্নী

৩০ । কতকগুলি পুংলিঙ্গশব্দ স্ত্রীলিঙ্গশব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।
যথা—পিসী—পিষা ; মাসী—মেসো ; ননদ, ননদী—নন্দাই ।

মাতঙ্গ—মাতঙ্গিনী ; হেমঙ্গ—হেমঙ্গিনী ; বিহঙ্গ—বিহঙ্গিনী ; কুরঙ্গ—কুর-
ঙ্গিনী ; হংস—হংসিনী ; গৃধ্র—গৃধ্রিনী ; অধীন—অধিনী ; হুকেশ—হুকেশিনী ;
শূদ্র—শূদ্রাণী প্রভৃতি স্ত্রীপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালার চলিত আছে ;
বিকঙ্গে বিহঙ্গী, মাতঙ্গী, হেমঙ্গী, হংসী, অধীনী, হুকেশী, শূদ্রা প্রভৃতি পদ হয় ।

স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালার চলিত আছে উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে
কতকগুলি ঐরূপ শব্দ দেওয়া গেল ।

নর্ভক	নর্ভকী	যবন	যবনী	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
যুগ	যুগী	কত্রিয়	কত্রিয়া	কর্তা	কর্তা
বৈশ্য	বৈশ্যা	শূদ্র—শূদ্রী (জাতি অর্থে শূদ্র)	মাহুব	মাহুবী	

পাচক	পাচিকা	বৃষন্ (বাঙ্গালা বৃষা)	বৃষতী
গায়ক	গায়িকা	বিঘন্ (বিঘান্)	বিঘবী
রাক্ষস	রাক্ষসী	সধি (বাঙ্গালা সধা)	সধী
মুক্তকেশ	মুক্তকেশী	উপকারিন্ (উপকারী)	উপকারিণী
শ্রীমৎ (বাঙ্গালা শ্রীমান্)	শ্রীমতী	রাজন্ (রাজা)	রাজী
বুদ্ধিমৎ (বুদ্ধিমান্)	বুদ্ধিমতী	ব্রহ্মন্ (বাঙ্গালা ব্রহ্মা)	ব্রহ্মাণী
মহৎ	মহতী	ভব	ভবানী
ভাগ্যবৎ (ভাগ্যবান্)	ভাগ্যবতী	ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী
পরীক্ষন্ (পরীক্ষান্)	পরীক্ষসী	রুদ্র	রুদ্রাণী
বৈকব	বৈকবী		

ব্রহ্মাণী, ভবানী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী—ক্বেবল পত্নী অর্থে হয়। ব্রাহ্মণী ও বৈকবী—পত্নী ও জাতি উভয় অর্থেই হয়। অধিকাংশ সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আকারান্ত ও ঐকরাস্ত। যথা—বালিকা, কুমারী, দশভূজা, কিকরী, হিতকরী, হিতকারিণী, সহচরী, ধাত্রী, নারী, স্তম্বরী, কল্যাণী, আর্গা, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষাটশী, ষোড়শী, সপ্তমী।

গতি, ভতি, বিভক্তি প্রভৃতি 'তি' প্রত্যয়ান্ত কৃতকগুলি সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বাঙ্গালায় চলিত আছে। ধূলি, তনু, রেণু, চনু, তনু, ভূ, ক্র প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ।

দুই একটি স্ত্রীবোধক অকারান্ত সংস্কৃত শব্দও বাঙ্গালায় চলিত আছে। যথা—দ্বার, কলত্র। বাঙ্গালায় দ্বার কথাই চলিত। তবে দ্বার-পরিগ্রহ প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত সমাসনিপ্পন্ন কথাতে 'দ্বার' শব্দ দেখা যায়।

যে সকল শব্দ নদী, দিক্, রাজি, ভূমি, লতা, বিদ্যাৎ, শ্রেণী, শোভা, তিথি, মনের শক্তি বা বৃত্তি বুঝে, এই সকল শব্দ সংস্কৃতে প্রায় স্ত্রীলিঙ্গ। বাঙ্গালা লেখকেরা সময়ে সময়ে এই সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গব্যবহার করেন অর্থাৎ সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ইহাদের সহিত যোগ করেন।

স্ত্রীবাচক বাস্তবিক অর্থাৎ শব্দের লিঙ্গ ব্যবহার অনুসারে নির্ণয় করিতে হয়। হিম—হিমাবতী, অরণ্য—অরণ্যানী—এই দুটি সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গশব্দ যথাক্রমে হিমসংহতি ও সন্ধ্যারূপ বুঝায়। যবনালি এই অর্থে যবনানী স্ত্রীলিঙ্গ। বাঙ্গালা লেখকেরা সময়ে সময়ে এই সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গব্যবহার করেন।

বচন ।

৩১। বাঙ্গালার দুই বচন—একবচন ও বহুবচন ।

ঐ বালক স্কুলে যাইতেছে—এখানে বালক-পদে একটি বালক বুঝাইতেছে । ‘বালক’—একবচন । বালকেরা খেলিতেছে—এখানে অনেক বালক বুঝাইতেছে বলিয়া ‘বালকেরা’ বহুবচন ।

৩২। কখন বিভক্তি, কখন প্রত্যয়, কখন বা বহুত্ববোধক বিশেষ্য বা বিশেষণের সাহায্যে পদকে বহুবচন বলিয়া জানা যায় ।

(ক) ‘রা’ বিভক্তিয়ুক্ত পদ বহুবচন ; যথা—বালকেরা ।

(খ) গুলি, গুল্য ও দিগর প্রত্যয় বহুত্ববোধক ; শব্দে এই সকল প্রত্যয়যোগের পর বিভক্তি বসিলে যে সকল পদ হয়, তাহা বহুবচন । যথা—শিশুগুলি, শিশুগুলিকে, শিশুগুলির ।

(গ) যে সকল সমাসান্ত শব্দের অন্তে গণ, বর্গ, সমূহ, শ্রেণী, মালা, কুল, রাশি প্রভৃতি বহুত্ববোধক বিশেষ্য থাকে, সেই সকল শব্দে বিভক্তি যোগ হইলে যে সমস্ত পদ হয়, তাহা বহুবচন । যথা—বালকগণ, কুসুম-রাশি, নক্ষত্রমালা, আমলাগণ । (১)

(ঘ) যে সকল পদের বহুত্ববোধক বিশেষণ আছে, তাহা বহুবচন । যথা—অনেক মানুষ ; সকল লোক (২) ; বিস্তর গাছ ; দশটা হাতী ; দুজন লোক ; কত সাহেব । (৩)

(১) এইকপ পদ সমাসান্ত শব্দ হইতে উৎপন্ন । ব্যবহার অনুসারে এইরূপ সমাস করিতে হয় । গাভীবর্গ, গোয়াকুল ইত্যাদি-রূপ পদ হয় না ।

(২) ‘সকল’ শব্দ যখন বিশেষ্যের পূর্বে থাকে, তখন বিশেষ্যের বহুত্ব বুঝাইয়া দেয়—আবার নিজের অর্থও বজায় রাখে । এই অবস্থায় ‘সকল’ স্বতন্ত্র পদ—বিশেষণ । আর বিশেষ্যের পরে বসিলে ‘সকল’ বিশেষ্যের সহিত মিলিয়া এক পদ হইয়া যায় । তখন কেবল বিশেষ্যের বহুত্ববোধক হয় ।

(৩) সময়ে সময়ে বহুত্ববোধক বিভক্তি প্রভৃতির লোপ হয় । যথা—দুর্ভিক্ষ দেশের (অনেক) লোক মরিয়া গেল ; তিন টাকা পাইলাম, তাহা(রা) খরচ হইল ।

শব্দ বিভক্তি ।

৩০। শব্দবিভক্তি ছয়টি ; যথা—এ, রা, কে, থেকে, হইতে (১) এবং র ।

কারকে এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই সকল বিভক্তি শব্দে যোগ হয় ।

(ক) অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির স্থানে সময়ে সময়ে 'তে' হয় । যখন 'তে' না হয়, তখন 'এ' পরে থাকিলে অকারান্ত শব্দের অন্তস্থিত অকারের লোপ হয় এবং 'এ' তৎপূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয় । (২) যথা—অর্থে ; লোকে, লোকেতে ।

আকারান্ত, একারান্ত এবং ওকারান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির স্থানে সময়ে সময়ে 'র' ও 'তে' হয় । যথা—গতায়, গতাতে ।

অন্তঃস্বরান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির স্থানে সময়ে সময়ে 'তে' হয় । যথা—গরুতে ।

(খ) 'কে' বিভক্তি স্থানে সময়ে সময়ে বিকল্পে 'রে' হয় । দিগন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর হয় না । যথা—যজ্জকে, যজুরে ।

(গ) 'রা' ও 'র' বিভক্তি পরে থাকিলে ছোট, বড়, মেজ, সেজ, ভাল, কাল (কৃষ্ণবর্ণ) প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ভিন্ন অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অন্তে (বিভক্তির পূর্বে) একটি 'এ' আগম হয় ; তখন শব্দের অন্তস্থিত অকারের লোপ হয় এবং 'এ' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় । যথা—
মানুষ + রা = মানুষ (+ এ) + রা = মানুষেবা । মৃত + রা = মৃত (+ এ) + রা = মৃতেরা মানুষ + র = মানুষ (+ এ) + র = মানুষের ।

(১) থেকে ও হইতে এখন বিভক্তি হইয়া ঝাড়াইয়াছে 'আদৌ' কেবল অসমাপিকা ক্রিয়া ছিল ।

(২) সন্ধিকরণ দেখ ।

‘তে’ পরে থাকিলেও ঐরূপ ‘এ’ বসে । যথা—বালকেতে ।

‘রে’ ও ‘থেকে’ পরে থাকিলে বিকল্পে ‘এ’ বসে । যথা—বালকরে, বালকেরে ; ঘর থেকে, ঘরে থেকে ।

(ঘ) বিভক্তি যোগ হইলে দিগর প্রত্যয়ান্ত শব্দের দিগর স্থানে বিকল্পে ‘দের’ হইয়া যায় । যথা—সাধুদিগের, সাধুদের ।

(ঙ) কে ভিন্ন বিভক্তি পরে থাকিলে ‘দিগর’ স্থানে ‘দিগের’ হয় । যথা—বালকদিগের হইতে ।

(চ) অপ্ৰাণিবাচক শব্দের উত্তর ‘রা’ বিভক্তির প্রায়ই লোপ হয় । তবে ঐরূপ শব্দে প্রাণিধর্ম আরোপ করিলে লোপ হয় না ।

বহুবচন পদকে আর বহুবচন করিতে হয় না । ‘সকল বালকগুলি’ এরূপ বলা যায় না । তবে বিশেষণ ‘সব’ শব্দ বহুবোধক হইলেও সময়ে সময়ে বহুবচন পদের উত্তর বসে । যথা—সৈন্যেরা সব চলিয়া গেল ।

কুটীহার, আপিসহার প্রজাহার প্রভৃতি ‘হার’ প্রত্যয়ান্ত পদ বহুবচন । ‘প্রজা-হারের’—এরূপ পদও সরকারি কাগজপত্রে দেখা যায় ।

কাগজাত, দলিলাত, সাহেবান্ বাবুয়ান্ প্রভৃতি আপিস-আদালত-প্রচলিত পদ বহুবচন । অর্থ—কাগজ সকল, দলিল সকল, সাহেব সকল, বাবু সকল । এই সকল বহুবচন পদ অন্য ভাষা হইতে বাঙ্গালার আসিয়াছে ।

ললিত, মোহিত প্রভৃতি বিশেষ-সংজ্ঞাবোধক বিশেষ্য এক একটি পদার্থমাত্র বুঝায় ; হুতরাং ইহার বহুবচন হয় না । সময়ে সময়ে ‘ললিতদের বাটী’ এইরূপ বাক্য দেখা যায় । ইহার অর্থ—ললিত ঐ বাটীর একজন অধিকারী, বা অধিকারীর স্বজন । ললিত বাটীর একাধিকারী হইলে ‘ললিতের বাটী’ এইরূপই প্রায় ব্যবহার হয় ।

জল, বায়ু, ভূমি প্রভৃতি দ্রব্য-বোধক বিশেষ্য প্রায়ই বহুবচন হয় না । কিন্তু যখন সমুচ্চর-অর্থে ব্যবহৃত না হয়, তখন বহুবচন হয় । যথা—‘জমিগুলি সব বিকায়ের গেল’ । এখানে জমিগুলির অর্থ—কতকগুলি ভূমি-খণ্ড ।

প্রাণী প্রভৃতি (জাতি) প্রাণি-বাচক বিশেষ্য সমস্ত প্রাণী বুঝায় । কিন্তু কতক-গুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর সমষ্টি বুঝাইলে এই সকল বিশেষ্য বহুবচন হয় ।

আশা প্রভৃতি গুণ ও শক্তি বাচক বিশেষ্য এবং ভাব-বিশেষ্য বহুবচন হয় না । তবে ভিন্নভিন্ন-পদার্থ-সম্বন্ধ আশা—এই রূপ বুঝাইলে ‘সকল আশার জলাঞ্জলি পড়িল’ এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে । এইরূপ ‘দিবসে দ্বিভোজন নিবিজ্ঞ’—এখানে দ্বিভোজন অর্থে দুই বার ভোজন ।

কারক ।

৩৪। ক্রিয়ার সহিত যাহার অঙ্গন বা সম্বন্ধ আছে, তাহাকে কারক বলে ।

৩৫। কারক পাঁচ প্রকার । যথা—কর্তা, কৰ্ম্ম, করণ, অপাদান ও অধিকরণ । (১)

কর্তা ।

৩৬। যে করে বা যাহা হয়, অথবা যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করার সেই কর্তা ।

সচরাচর ক্রিয়ার পূর্বে ‘কি’ বা ‘কে’ ধোগে প্রশ্ন করিলেই কর্তা নির্ণীত হয় । যথা (ক) বৃষ্টি হইতেছে—এই বাক্যে ‘হইতেছে’—ক্রিয়া । প্রশ্ন—কি হইতেছে ? উত্তর—বৃষ্টি ; ‘বৃষ্টি’ কর্তা ।

(খ) জীবন দেখিল—এই বাক্যে ‘দেখিল’—ক্রিয়া ।

প্রশ্ন—কে দেখিল ? উত্তর—জীবন ; ‘জীবন’ কর্তা ।

(গ) এই বিশ্ব-সংসার স্রষ্টার কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে । এখানে ‘হই-
য়াছে’—ক্রিয়া । প্রশ্ন—কি হইয়াছে ? উত্তর—বিশ্ব-সংসার ; ‘বিশ্ব-
সংসার’ কর্তা ।

(১) সংস্কৃতে এইগুলি ব্যতীত সম্প্রদান কারক আছে । নিজের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া অথবা যেখানে পুনরাধান না থাকে এরূপ হলে যাহাকে কিছু দেওয়া যায়, তাহাকে সম্প্রদানকারক বলে । সংস্কৃতে সম্প্রদান কারকের বিভক্তি ও আকার স্বতন্ত্র । বাঙ্গালার তাহা নাই । বাঙ্গালার ঐ সকল পদ কর্ম্মকারক । দুঃখীকে অন্ন দাও—এই বাক্যে ‘দুঃখীকে’ ও ‘অন্ন’—‘দাও’ ক্রিয়ার কর্ম্ম । ‘দুঃখীকে’ কাপড় দাও, এবং ‘যেবাক্যে’ কাপড় দাও—এই দুই বাক্যে সংস্কৃতে ভিন্ন ভিন্ন পদ হইবে । বাঙ্গালার একই রূপ পদ ; তবে প্রভেদ বুঝাইবার জন্য সময়ে সময়ে ‘যেবাক্যে কাপড় কাটিতে দাও’ ; ‘সেকরাকে গহনা গড়িতে সোণা দাও’ বা ‘সেকরাকে সোণা গড়িতে দাও’—এইরূপ বাক্য দেখা যায় । কলতঃ বাঙ্গালার সম্প্রদানকারক-বীকার গৌরববাহু । সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত ও পালি ভাষাতেও সম্প্রদান কারক নাই ।

(ঘ) এ কাজ আমার দ্বারা হয় নাই । এখানে ‘হয় নাই’ ক্রিয়া ।
প্রশ্ন—কি হয় নাই ? উত্তর—কাজ । ‘কাজ’ কর্তা ।

(ঙ) রাজার পরাজয় হইল । এখানে ‘হইল’ ক্রিয়া । প্রশ্ন—কি হইল ? উত্তর—পরাজয় । ‘পরাজয়’ কর্তা ।

(চ) এখান হইতে চন্দ্র ছোট দেখাইতেছে । এখানে—‘দেখাই-
তেছে’ ক্রিয়া । প্রশ্ন—কে দেখাইতেছে ? উত্তর—চন্দ্র । ‘চন্দ্র’ কর্তা ।

(ছ) প্রসন্নের জল খাওয়া হইয়াছে । এখানে ‘হইয়াছে’ ক্রিয়া ।
প্রশ্ন—কি হইয়াছে ? উত্তর—‘খাওয়া’ । ‘খাওয়া’ কর্তা । (১)

(জ) সূত্রটি মনে আসিতেছে না । এখানে ‘আসিতেছে না’
ক্রিয়া । প্রশ্ন—কি আসিতেছে না ? উত্তর—সূত্রটি । ‘সূত্রটি’ কর্তা ।

(ঝ) তুমি যে বড় রোগী দেখাইতেছ । এখানে ‘দেখাইতেছ’
ক্রিয়া । প্রশ্ন—কে দেখাইতেছে ? উত্তর—তুমি । ‘তুমি’ কর্তা ।

(ঞ) ইহা আমার জানা আছে । এখানে ‘আছে’ ক্রিয়া । প্রশ্ন—
কি আছে ? উত্তর—‘ইহা’ । ইহা—কর্তা । ‘জানা’—‘ইহা’ এই
পদের বিশেষণ ।

(ট) এ কাজ করা যাইতে পারে । এখানে ক্রিয়া—‘পারে’ ।

প্রশ্ন—কি পারে ? উত্তর—করা যাইতে । ‘করা যাইতে’ এই
বাক্যাংশ কর্তা ।

(১) অথবা ‘জল খাওয়া’ এই বাক্যাংশ—‘হইয়াছে’ ক্রিয়ার কর্তা বলিয়াও
অর্থ করা যায় । ললিতের ভোজন হইয়াছে—এই বাক্যে ভোজন—‘হইয়াছে’ ক্রিয়ার
কর্তা । ললিতের ভোজন করা হইয়াছে—এই বাক্যে ‘করা’ এই ভাববিশেষ্য
অথবা ‘ভোজন করা’ এই বাক্যাংশ ‘হইয়াছে’ ক্রিয়ার কর্তা ।

ভোবাদেয় যাইতে হইবে, ছেলেদের পড়িতে হইবে—ইত্যাদি স্থলে যাইতে ও
পড়িতে এই দুই ক্রিয়া পদ বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া ‘হইবে’ ক্রিয়ার কর্তা হইয়াছে ।
বিন্দুর নাওয়া হইয়াছে, শশীর গঙ্গান্নান হইয়াছে—এই দুই বাক্যে ‘নাওয়া’ ও ‘গঙ্গা-
ন্নান’ কর্তা ।

(৪) রামের না গেলে নয়। এখানে ক্রিয়া—‘নয়’ অর্থাৎ হয় না।
প্রশ্ন—কি নয় (হয় না)? উত্তর—না গেলে। ‘না গেলে’ এই বাক্যাংশ কর্তা।

৩৭। কর্তাকারকে (১) একবচনে ‘এ’ বিভক্তি ও বহুবচনে ‘রা’ বিভক্তি হয়। যথা—এই বাঘে মানুষ মারিয়াছে। কি সাপে কামড়াইয়াছে? সকলে গেল। বিদ্যার গৌরব বিদ্বানে বুঝে। বড় মানুষে সব করিতে পারে। বালকেরা দৌড়িতেছে।

৩৮। কর্তাকারকের একবচন-বিভক্তি অনেক স্থলে লোপ হয়। যথা—বশিষ্ঠ কহিলেন। কমল হাসিলেন। হরিণ ছুটিতেছে। মেঘ ডাকিতেছে। হরি অত্যন্ত পরিশ্রম করেন। পরিশ্রম সকল বাধা অতিক্রম করে।

কোন কোন স্থলে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—গরুতে বা গরু ধান খেয়ে গেল। মশায় বা মশা কামড়াইতেছে।

৩৯। ক্রিয়ার নিত্যতা বা সম্ভাবনা বুঝাইলে সময়ে সময়ে ‘এ’ বিভক্তির লোপ হয় না; সময়ে সময়ে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—মুর্খে বা মুর্খেতে কি না বলে; বালকে বা বালকেতে রোদন করে; গায়কে বা গায়কেতে গান করে। বিকল্পে লোপ যথা—ঘোড়ায়, ঘোড়াতে বা ঘোড়া ঘাস খায়। ছেলেয়, ছেলেতে বা ছেলে কাঁদিয়া থাকে।

এই সকল স্থলে ‘রোদন করিয়া থাকে,’ ‘গান করিয়া থাকে’—ইত্যাদিরূপ ক্রিয়ার নিত্যতা বা অভ্যাস বুঝাইতেছে। ‘বলে’ ক্রিয়া সম্ভাবনা বুঝাইতেছে। (২)

(১) ‘কর্তাকারক’ পদটি বাঙ্গালা-সমাস-নিপ্পন্ন। সংস্কৃত ‘কর্তৃ-কারক’ পদও বাঙ্গালার ব্যবহৃত হয়।

(২) মানুষ, বালক, শায়ক, বাঘ, ঘোড়া প্রভৃতি জাতিবোধক শব্দ কতকগুলি পদার্থের সমষ্টি বুঝায়। সুতরাং বহুবোধক হইলেও ইহাদের সচরাচর একবচনে প্রয়োগ হয়। তবে গর্গভেরা ভায় বহে, বালকেরা রোদন করে—ইত্যাদিরূপ প্রয়োগও দেখা যায়। তাহার দুই জনেই পীড়িত, বা দুইজনই পীড়িত; দশ জনে মরিয়া বলে, বা দশ জন ঘাহা বলে—এইরূপ স্থলে বহুবোধক বিশেষণ পূর্ব্বে আছে

বহুবচনে গুলি, গুলী ও দিগরপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর বিভক্তি বসে । (১)

গুলি, গুলী ও দিগর প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বহুত্ব বোধক । স্তত্রাং উহাদের উত্তর আর ‘রা’ বিভক্তি হয় না ; ‘এ’ বিভক্তি হয় । ঐ সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দ যথাক্রমে ইকারান্ত, আকারান্ত ও ব্যঞ্জনবর্ণান্ত ; স্তত্রাং তদনুরূপ বিভক্তির কার্য্য হয় । যথা—ছেলেগুলি চলিয়া গেল । হাঁসগুলি, হাঁসগুলিতে বা হাঁসগুলায় সব চাউল খাইয়া ফেলিল ।

টা, থানা ও ছড়া প্রত্যয়ান্ত শব্দ আকারান্ত ; টি ও থানি প্রত্যয়ান্ত শব্দ ইকারান্ত । উহাদের উত্তর তদনুরূপ বিভক্তির কার্য্য হয় ।

৪০। অস্ত্রোক্ত অর্থ বুঝাইলে, কখন প্রথমোক্ত কর্ত্তার বিভক্তি লোপ হয় ; কখন উভয় পদেবুই বিভক্তি লোপ হয় ; কখন উভয় পদেরই বিভক্তি থাকে । যথা—পিতা পুত্রে বা বাপ বেটার বচসা করিতেছে ; উকিল মোক্তারে বা উকিলে মোক্তারে পরামর্শ করিতেছে ; লোহিত ও মোহিত কাগজ দেখাদেখি করিতেছে । মূর্খে মূর্খে বিবাদ করিতেছে ।

পরস্পর শব্দ পরে থাকিলে কর্ত্তাপদগুলির বিভক্তি লোপ হয় । যথা—সনৎ ও শৈল পরস্পর বিবাদ করিতেছে ।

কর্ম্ম ।

৪১। বাহা করে, খায়, দেখে, শুনে, বুঝে, দেয়, লয়, বলে—ইত্যাদি তাহাকে কর্ম্মকারক বলে ।

সচরাচর ক্রিয়ার পূর্বে কি, কাহাকে ইত্যাদি পদযোগে প্রশ্ন করিয়া কর্ম্ম নির্ণয় করিতে হয় । বিধু টাকা আনিয়াছেন—এখানে ক্রিয়া—

বলিয়া বিশেষ্যের উত্তর বহুবচন-বিভক্তি বসে নাই ; একবচন-বিভক্তি “এ” বসিয়াছে এবং বিকল্পে লোপ হইয়াছে ।

(১) দিগর-প্রত্যয়ান্ত পদ কর্ত্তাকারকে প্রায়ই ব্যবহার হয় না । তবে “ভান-টান তিরদিগর খানায় আসিয়া একাহার করিল”—ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ সরকারি কাগজ পত্রে দেখা যায় । অন্যত্র এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না ।

‘আনিয়াছেন’। প্রশ্ন—কি আনিয়াছেন? উত্তর—টাকা; ‘টাকা’
কৰ্ম্মকারক।

নবীন বই পড়িতেছেন। এখানে ক্রিয়া—‘পড়িতেছেন’। প্রশ্ন—
কি পড়িতেছেন? উত্তর—বই। ‘বই’ কৰ্ম্মকারক। (১)

৪২। কৰ্ম্ম-কারকে ‘কে’ বিভক্তি হয় যথা—যত্নকে ডাক। বহুবচনে
গুলি, গুলি ও দিগর প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর এই বিভক্তি হয়। যথা—
পাখীগুলিকে খাওয়াও।

‘দিগর’ স্থানে ‘দের’ হইলে তাহার উত্তর ‘কে’ বিভক্তির লোপ হয়।
যথা—ছেলেদের ডাক। ‘কে’ বিভক্তি পরে থাকিলে দিগরের ‘র’ লোপ
হয়। যথা—ছেলেদিগকে ডাক।

৪৩। কৰ্ম্মকারকের বিভক্তি সময়ে সময়ে লোপ হয়। এই লোপের
কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। যেখানে যেক্রপ ভাল শুনায, সেখানে সেইক্রপ
(বিভক্তিব্যুৎ বা বিভক্তিহীন) পদ প্রয়োগ হইয়া থাকে। (২) যথা—

(ক) এমন ছেলে কখন দেখি নাই।

(খ) কেমন করে এমন ছেলে মা হয়ে বনে দিরাছে।

(গ) তোমার ছেলেকে বল দেখি।

৭(ঘ) কামার ডাকিয়া সিন্ধুক খোলাও।

(ঙ) ঐ কামারকে ডাক।

(চ) ঐ গাইটাকে ধর বা ঐ গাইটা ধর।

(১) সকল ক্রিয়ার কৰ্ম্ম নাই। বাহ্যদের কৰ্ম্ম আছে, তাহাদেরই সম্বন্ধে
এইক্রপ প্রশ্ন করিয়া কৰ্ম্মপদ নির্ণয় করিতে হয়।

যে সকল ক্রিয়ার কৰ্ম্ম আছে, তাহাদের নাম সৰ্ব্বক ক্রিয়া; যে সকল সৰ্ব্বক
ক্রিয়ার দুটি কৰ্ম্ম থাকে, তাহাদিগকে দ্বিকৰ্ম্মক ক্রিয়া বলে। (ক্রিয়া প্রকরণ দেখ)

(২) গণ, বর্গ লভ্যুতি শব্দের সহিত সমাসনিপ্পন্ন শব্দের উত্তর ‘কে’ বিভক্তি
প্রায়ই লোপ হয় না। যথা—তিনি সমবেত সৈন্যগণকে সঙ্কেত করিলেন।

- (ছ) মেয়েটিকে ডাক ।
- (জ) মানুষকে রুচু কথা বলিতে নাই ।
- (ঝ) ছেলে দাঙ ।
- (ঞ) ছেলে বা ছেলেকে কোলে লও ।
- (ট) হাঁসগুলিকে ঘরে তোলা ।
- (ঠ) ছড়িঙলা লইয়া যাও ।
- (ড) তিনটে ছেলেকেই ডাক ।
- (ঢ) একজন অন্ধ পথে দেখিলাম ।
- (ণ) টাকা লও ।
- (ত) আমি দশ হাজার ইট চ্যুই ।
- (থ) কলমটা আন । ১)
- (দ) আব্বাস আসিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখি নাই ।
- (ধ) বহু করিলে টাকা ও সম্মান পাওয়া যায়, কিন্তু আমি তাহা চাহি না ।
- (ন) ককির তামাকে সোণা করিতে পারেন ।
- (প) ঈশ্বরকে জানাও ।
- (ফ) জগন্নাথ দেখ ।

৪৪। কোন কোন স্থলে কৰ্ম্মকারকে ‘এ’ বিভক্তি হয়। যথা—দীনে দয়া কর। ‘নিজ গুণে পাপিগণে যদি না তারিবে।’ ‘আমায় ধর।’

৪৫। দ্বিকৰ্ম্মক ক্রিয়া (২) একটি কৰ্ম্ম মুখ্য, অপৰুট গৌণ। বাহা বলা যায়, দেওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করা যায়, খাওয়ান যায়, পরান যায়

(১) অপ্ৰাণিবাচক শব্দের উত্তর কৰ্ম্মবিভক্তির প্রায়ই লোপ হয়। ঐ রূপ শব্দের পরিবর্তে যে সৰ্ব্বনাম যসে তাহাদের উত্তরও লোপ হয়।

(২) বচনার্থ, দানার্থ ও সন্ধিকথাতু হইতে নিম্ন প্রয়োজক ক্রিয়া সকল দ্বিকৰ্ম্মক। (ক্রিয়া প্রকরণ দেখ)।



ইত্যাদি—তাহার নাম মুখ্য কর্ম ; বাহাকে বলা যায়, দেওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করা যায়, খাওয়ান যায়, পরান যায় ইত্যাদি—তাহাকে গৌণকর্ম বলে । মুখ্য কর্মের উত্তর বিভক্তির লোপ হয় ; গৌণ কর্মের উত্তর বিভক্তি থাকে । যথা—

- (ক) অমরকে সকল কথা বলিয়াছি ।
- (খ) আমাকে একটি আশ দাও ।
- (গ) সৎপাত্রের কত্তা দান কর ।
- (ঘ) বইখানি তোমাকে দিলাম ।
- (ঙ) বইখানি তোমাকে দিতেছি, পড়া হইলে ফিরাইয়া দিও ।
- (চ) মেহেরকে আরবি পড়াও ।

৪৬। ক্রিয়ার জ্ঞান ভাববিশেষেরও কর্ম থাকে । (১) যথা—
‘সৎপাত্রের কত্তা দান কর’ এই বাক্যে সৎপাত্রের ও কত্তা—‘দান’ এই ভাব-বিশেষের কর্ম । (‘দান’ পদটি ‘কর’ ক্রিয়ার কর্ম) । এইরূপ ‘পিতা-মাতাকে’ প্রত্যক্ষ দেবতা বোধ করিবে । এখানে পিতামাতাকে ‘এই’ পদটি ‘বোধ’ এই ভাববিশেষের কর্ম ।

৪৭। যেখানে ক্রিয়া দ্বিকর্মক নহে, অথচ দুটি কর্ম থাকে, সেখানে একটি কর্ম উদ্দেশ্য, অপরটি বিধেয় । উদ্দেশ্য কর্মে বিভক্তি থাকে ; বিধেয় কর্মের উত্তর বিভক্তির লোপ হয় । যথা—সে দিনকে রাজি করিতে পারে । দুধকে দই করিতেছে । (২) ‘... অর্জুনকে বৃহন্নলা... সাজাইয়া যুধিষ্ঠির বিরাটপুরে প্রবেশ করিলেন ।’

(১) সর্কর্মক-ধাতু-নিম্ন ভাববিশেষেরই কর্ম থাকে ।

(২) পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিবে, ইত্যাদি স্থলে পিতামাতাকে—কর্মপদ, প্রত্যক্ষ দেবতা বিধেয়বিশেষণ বলিয়াও অবয়ব করা যায় । এইরূপ পক্ষভূতই (বা পক্ষ ভূতকেই) পরীরের উপাধান জানিবে ; তাহাকেই সকল অনর্থের মূল বলিয়া জানিও । কর্মকারকের স্থল ভিন্ন অন্যত্র যথা—পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা ।

সময়ে সময়ে ব্যাপিরা, ধরিয়া ও তদর্থক অসমাপিকা ক্রিয়া উক্ত থাকে ; কিন্তু তাহাদের কর্তৃপদ গুলি ঐ সকল উহ্য ক্রিয়ার কর্তৃ বলিয়া অম্বয় করিতে হয়। যথা—
ইহার পরে দশ কোশ (ব্যাপিরা) বন আছে। সমস্ত রাত্রি (ধরিয়া) লিখিতেছি।
সাতদিন সাত রাত্রি (ধরিয়া) বৃষ্টি হইতেছে। সমস্ত দিন (ধরিয়া) চলিতেছি।

করণ।

৪৮। কর্ত্তা যাহার দ্বারা কর্ম সম্পন্ন করে, তাহাকে করণ কারক বলে।

যাহার দ্বারা করা যায়, তাহার নাম করণ। সে ছুরিতে হাত কাটিল—
এই বাক্যে কাটা অর্থাৎ ছেদন করা ‘ছুরিতে’ অর্থাৎ ছুরির দ্বারা
সম্পন্ন হইল। ‘ছুরিতে’ করণ কারক। হাতে মাথা কাটিল—এই
বাক্যে ‘হাতে’ অর্থাৎ হাত দিয়া মাথা কাটা বুঝাইতেছে। ‘হাতে’
করণ কারক।

ক্রিয়ার পূর্বে ‘কিসে’ বা ‘কিসের দ্বারা’ বা ‘কি দিয়া’ যোগে প্রশ্ন
করিলেই করণ কারকের পদ পাওয়া যায়। এ কলমে (বা কলমের
দ্বারা বা কলম দিয়া) বেশ লেখা যায়—এই বাক্যে প্রশ্ন—কিসে (বা
কিসের দ্বারা বা কি দিয়া) লেখা যায় ? উত্তর—কলমে (বা কলমের
দ্বারা বা কলম দিয়া) কলমে (বা কলমের দ্বারা বা কলম দিয়া)—
করণ কারক।

৪৯। করণ কারকে ‘এ’ বিভক্তি হয়। যথা—মেঘে বা মেঘেতে
আকাশ ঢাকিল। টাকায় বা টাকাতে কি না হয় ? সোণায় বা সোণাতে
উপকার হয়। লাঠিগুলি এই লতায় বা লতাতে বাঁধ। পীড়ায় বা
পীড়াতে লোক ছুঁকল হইয়া পড়ে। স্বচক্ষে দেখিলাম। (১) ঝড়ে গাছ
পড়িয়া গিয়াছে। জলে দেশ ডুবায়া দাও। আমি নৌকায় আসিলাম।
বৃষ্টিতে পুকুরিগীর জল বাড়িয়াছে। অজয়ের জলে গঙ্গা লাল হইয়াছে।

(১) ‘এ’ বিভক্তি পরে থাকিলে করণ ও অধিকরণ কারকে চক্ষু শব্দের অন্ত-
স্থিত উকারের বিকল্পে লোপ হয়।

বহুবচনে গুলি ও গুলা প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ‘এ’ বিভক্তি হয়।
যথা—এ মাছগুলিতে (বা মাছগুলার) কি হইবে? (১) ছেলের
চেয়ে বড় মেয়ের (বা মেয়েতে বা মেয়ের দ্বারা) বেশি উপকার হয়।

৫০। ‘দ্বারা’ ও ‘বাড়ি’ এই দুই অব্যয় করণার্থ প্রকাশ করে।
সুতরাং এই দুই অব্যয়যুক্ত পদ বা বাক্যাংশ করণকারক হয়। (২)

দ্বারা ও বাড়ি শব্দের সোণে ‘র’ বিভক্তি হয়। কোন কোন স্থলে ঐ
বিভক্তির লোপ হয়। (৩) যথা—বেত্র দ্বারা বা বেতের দ্বারা বা বেতের
বাড়ি মারিতেছে। এই বাক্যে ‘বেত্র দ্বারা’, ‘বেতের দ্বারা’ এবং
‘বেতের বাড়ি’ এই বাক্যাংশগুলি—করণ কারক।

৫১। ‘দিয়া’ এই অসমাপিকা ক্রিয়া সময়ে সময়ে করণার্থ প্রকাশ
করে। তখন এই ক্রিয়া-যুক্ত বাক্যাংশ করণকারক হয়। যথা—লাঠি
দিয়া মারিতেছে। “তবে তোমারে দিয়া আমার কাজ হইবে না।” মুটে
(বা মুটেকে) দিয়া খাট খানা বাহির কর। এই সকল বাক্যে লাঠি
দিয়া, (১) তোমারে দিয়া, মুটে (বা মুটেকে) দিয়া,—এই বাক্যাংশ-
গুলি করণকারক। (৪)

(১) এতগুলি মাছে কি হইবে? এখানে এতগুলো—বিশেষণ। বিশেষ্যের
উত্তর বিভক্তি বসিয়াছে।

(২) ‘বাড়ি’ কেবল মারা ক্রিয়ার সহিত ব্যবহার হয়। পূর্বে ইহাতে আঘাত
বুঝাইত; এখনও দুই এক স্থলে সেই অর্থে ব্যবহার হয়। যথা—দাঁতের বাড়ি খাইয়া
রোগা হইয়া বাইতেছে। এখন “বাড়ি” করণার্থ-অব্যয়রূপেই ব্যবহার হইতেছে।

(৩) ‘দ্বারা’ সংস্কৃত করণকারকের পদ। বাঙ্গালায় অব্যয়শব্দ। বাঙ্গালার
পঠনপ্রণালী দেখিয়া বোধ হয় ‘দ্বারা’ ক্রমে বিভক্তি হইয়া দাঁড়াইবে।

(৪) অপর ক্রিয়ার সময় লাঠি দিয়া এই বাক্যাংশ করণ কারক বলিয়া
ভ্রমণে “দিয়া” অসমাপিকা ক্রিয়া, “লাঠি” উহার কর্ম, এইরূপ পদ-পরিচয় দিতে
হইবে।

গুলি ও গুলা প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর বিভক্তি-বোলে, হারা ও বাড়ি অব্যয় বোলে এবং দিয়া এই অসমাপিকা ক্রিয়া বোলে—করণের পদ হয়। হারা অব্যয় বোলে এবং ‘দিয়া’ বোলে দিগর-প্রত্যয়ান্ত শব্দের করণের পদ হইয়া থাকে।

৫২। হওয়া, যাওয়া ও তদর্থক-ধাতুনিপন্ন ক্রিয়ার পূর্বে করণ-কারকে সময়ে সময়ে বিকল্পে ‘হইতে’ ও ‘থেকে’ বিভক্তি হয়। যথা—
তাঁহা হইতে (অথবা তাঁহা দ্বারা) যে এত হইবে, তাঁহা কে জানিত ?
এ সন্তান হইতে বা থেকে (অথবা সন্তানের দ্বারা) আবার দুঃখ ঘুচিবে ?

৫৩। কোন কোন স্থলে বিকল্পে করণবিভক্তির লোপ হয়।
হাত তুলিয়া (অথবা হাতে তুলিয়া বা হাতে করিয়া) দাও। বালক
দিগকে বেত (অথবা বেত দিয়া) মারিও না।

আমি কলিকাতা দিয়া আসিলাম ; মন দিয়া লেখা পড়া শিখিবে—ইত্যাদি স্থলে “কলিকাতা দিয়া” ও ‘মন দিয়া’ করণকারক নহে ; কারণ এই বাক্যাংশগুলি করণার্থ প্রকাশ করে না। ইহাদের অর্থ—কলিকাতার গিয়া তাহার পরে ; এবং মন নিবেশ করিয়া। এই দুই বাক্যে “দিয়া” এই ক্রিয়া প্রসিদ্ধ অর্থ হইতে স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করিতেছে মাত্র। (ক্রিয়া প্রকরণ দেখ)।

অপাদান কারক ।

৫৪। বাহা হইতে কোন পদার্থ চলিত, ভীত, উৎপন্ন, বিরত, গৃহীত, মুক্ত ইত্যাদি হয়, তাহাকে অপাদান কারক বলে।

৫৫। বাহা হইতে কিছু গুনা যায়, শিখা যায় ইত্যাদি তাহাও অপাদান।

ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইতেছে ; বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িতেছে ; পাপের কাজ থেকে নিবৃত্ত হও ; মৌলবি সাহেবের মুখে শুনিয়াছি মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ।—এই সকল বাক্যে ‘ব্যাঘ্র হইতে’, ‘বৃক্ষ হইতে’, ‘কাজ থেকে’ এবং ‘মুখে’ অপাদান কারক।

কি হইতে, কাহা হইতে, কিসে থেকে—ইত্যাদিরূপ বাক্যাংশযুক্ত প্রশ্নের উত্তরে অপাদান কারক নির্ণীত হয়। মেঘ হইতে (বা থেকে)

বৃষ্টি হয়? এই বাক্যে প্রশ্ন—কি হইতে (বা কিসে থাক) বৃষ্টি হয়? উত্তর—মেঘ হইতে (বা মেঘ থেকে)। ‘মেঘ হইতে’ বা ‘মেঘ থেকে’ অপাদান কারক।

৬৬। অপাদান কারকে ‘হইতে’ ও ‘থেকে’ বিভক্তি হয়। (১) বহুবচনে শব্দের উত্তর গুলি, গুলি ও দিগর প্রত্যয় করিয়া তাহার উত্তর বিভক্তি বসাইতে হয়। যথা—বৃষ্টিতে পুকুরগুলি থেকে মাছ উঠিয়াছে।

‘দিগ’ যোগেও কখন কখন অপাদান কারক হয়। যথা—চক্ষু দিয়া অগ্নিস্কুলিঙ্গ বাহির হইল (বায়ীকির জর)। তাহার মুখ দিয়া কখনই এমন কথা বাহির হইবে না। (পক্ষে চক্ষু হইতে, মুখ হইতে)।

৬৭। কোন কোন স্থলে অপাদান কারকে ‘এ’ বিভক্তি হয়। যথা—পিতার মুখে এ কথা শুনিয়াছি; খনিতে সোণা পাওয়া যায়; মেঘে বৃষ্টি হয়; অর্থে অনর্থ বাধে; ‘নাসিকার অগ্নিস্কুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।’ কাজে ক্ষান্ত বা পড়ায় বিরত হইও না। পক্ষে ‘মুখ হইতে’ ‘খনি হইতে’ ইত্যাদি।

৬৮। নিকট প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের উত্তর অপাদান বিভক্তির বিকল্পে লোপ হয়। যথা—তিনি আমার নিকট (পক্ষে, আমার নিকট হইতে বা নিকটে) এক শত টাকা কর্জ করিয়াছেন। তাঁহার ঠাই (পক্ষে, ঠাই থেকে) অনেকই টাকা কর্জ লয়।

৬৯। অপাদান কারক কোন কোন স্থলে ‘আসিয়া,’ ‘বসিয়া,’ ‘দাঁড়াইয়া,’ ‘উঠিয়া’ প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে;

(১) সাধারণতঃ লিখিত ভাষায় ‘হইতে’ এবং চলিত কথায় ‘থেকে’ বিভক্ত্যন্ত পদের ব্যবহার দেখা যায়। সংস্কৃত শব্দের উত্তর আরই ‘হইতে’ বিভক্তি বসে। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। আবার চলিত কথায় আরই ‘হইতে’ স্থানে ‘হতে’ হইয়া যায়। ‘থেকে’ কখন কখন অসমাপিকা ক্রিয়ার ভাৱ ব্যবহৃত হয়। যথা—তিনি ঘরে থেকে (পক্ষে ঘর থেকে) বলিলেন। কলত: ‘থেকে’ অসমাপিকা ক্রিয়া;—ক্রমে বিভক্তি হইয়া উঠিতেছে।

অর্থাৎ ঐরূপ অর্থ বুঝাইবার ক্ষমতা সময়ে সময়ে অপাদান পদের প্রয়োগ হয়। যথা—দারজিলিঙ হইতে ধবলগিরি দেখা যায়; (দারজিলিঙ হইতে অর্থাৎ দারজিলিঙে থাকিয়া বা দাঁড়াইয়া)। আমি ঘর থেকে সমুদ্র দেখিতে পাই; (ঘর থেকে অর্থাৎ ঘবে থাকিয়া বা বসিয়া)। ছাদ থেকে ঘুঁড়ি উড়াইতেছে; (ছাদ থেকে অর্থাৎ ছাদে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া)।

৬০। স্থানের ও সময়ের দূরতা বুঝাইতে কোন কোন স্থলে অপাদানের পদ প্রয়োগ হয়। যথা—কলিকাতা হইতে (বা থেকে) কালী অনেক দূর। দোসরা পোষ থেকে সমস্ত বৎসরই অকাল।

সময়ের দূরতা বুঝাইতে ‘অবধি’ ও ‘পর্যন্ত’ই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

* অধিকরণ।

৬১। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে। নদীতে মৎস্ত আছে; গৃহে বসিয়া লোকে কথা কহিতেছে। এই দুই বাক্যে নদীতে ও গৃহে—যথাক্রমে ‘আছে’ ও ‘বসিয়া’ ক্রিয়ার আধার। ‘নদীতে’ ও ‘গৃহে’ অধিকরণ কারক।

‘কিসে’, ‘কোথায়’, ‘কখন’, ‘কবে’ প্রভৃতি পদযুক্ত প্রশ্ন করিয়া অধিকরণ কারক নির্ণয় করিতে হয়। ‘নদীতে মৎস্ত আছে’ এই বাক্যে প্রশ্ন—কোথায় মৎস্ত আছে? উত্তর—নদীতে। নদীতে অধিকরণ কারক।

৬২। অধিকরণ কারকে শব্দের উত্তর ‘এ’ বিভক্তি হয়। যথা—বনে বাঘ আছে; পাতায় বা পাতাতে শিশির পড়িয়াছে।

৬৩। অধিকরণ তিন প্রকার। (ক) আধারাধিকরণ; (খ) কালাধিকরণ; (গ) ভাবাধিকরণ।

(ক) শব্দের শয়ন করিতেছে—এই বাক্যে ‘শয্যায়’ এই পদটি আধার অর্থাৎ শয়নের স্থান বুঝাইতেছে বলিয়া আধারাধিকরণ।

(খ) প্রভাতে সূর্যোদয় হয়—এই বাক্যে ‘প্রভাতে’ এই পদটি কাল অর্থাৎ সময় বুঝাইতেছে বলিয়া কাল্যাধিকরণ।

(গ) চন্দ্রোদয়ে অঙ্ককার সরিয়া গেল—এই বাক্যে চন্দ্রোদয় হইলে পর—এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। ‘চন্দ্রোদয়ে’—ভাবাধিকরণ। (১)

আধারাধিকরণ চারি প্রকার। (ক) গঙ্গাসাগরে একাশ মেলা হয়—এই বাক্যে ‘গঙ্গাসাগরে’ এই পদে গঙ্গাসাগরের ভীয়ে বা সমীপে বুঝাইতেছে। এইরূপ স্থলে সামীপ্য-আধার। (খ) উড়িষ্যার চিকানায়ে হ্রদ আছে; অর্থাৎ উড়িষ্যার একস্থলে বা একদেশে চিহ্না হ্রদ আছে। এখানে একদেশ-আধার। (গ) সমুদ্রজলে লবণ আছে; অর্থাৎ সমুদ্রজলের সর্বত্র বা সমুদ্রজল ব্যাপিয়া লবণ আছে। এখানে ব্যাপ্তি-আধার। (ঘ) ধর্মে ভক্তি আছে; অর্থাৎ ধর্মবিষয়ে ভক্তি আছে। এখানে বিষয়-আধার।

৬৪। কাল্যাধিকরণে সময়ে সময়ে বিকল্পে বিভক্তির লোপ হয়। যথা—আমি যে সময় বা যে সময়ে তাঁহাফে দেখিতে বাই, তখন তিনি বাটীতে ছিলেন না। আমি শনিবার বা শনিবারে বাইব।

আজি (বা আজ্) ও কালি (বা কাল্) শব্দের উত্তর অধিকরণ বিভক্তির নিত্য লোপ হয়। যথা—আজি বাইব না। (২)

৬৫। আধারাধিকরণের বিভক্তি কোন কোন স্থলে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—আমি সোমবার বাটী (পক্ষে বাটীতে) বাইব। কেদার হুগলি (পক্ষে হুগলিতে) গিয়াছেন।

(১) কাল্যাধিকরণ ও ভাবাধিকরণে সময়ে সময়ে গোলযোগ হইতে পারে। ভাব=ধাত্বর্থ; ভাবাধিকরণে ধাত্বর্থজ্ঞান প্রধান; কাল্যাধিকরণে সময়জ্ঞান প্রধান। চন্দ্রোদয়ে অঙ্ককার সরিয়া গেল—এখানে চন্দ্রোদয় হইবার পর অঙ্ককার সরিয়া গেল—এইরূপ বুঝাইতেছে বলিয়া চন্দ্রোদয়ে ভাবাধিকরণ। রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হইল—এখানে রাত্রিতে এই পদ দ্বারা প্রধানতঃ সময়ের জ্ঞান হইতেছে বলিয়া ঐ পদ কাল্যাধিকরণ। এইরূপ—রাজা সূর্যোদয়ে (কাল্যাধিকরণ) উঠিলেন। সূর্যোদয়ে (ভাবাধিকরণ) করে অনেক লোক আসিয়া কুটিল।

(২) ক-প্রত্যয়ান্ত হইলে লোপ হয় না। যথা—আজকে আমি বাব না, কালকে বাব।

৬৬। অধিকরণ পদের দ্বিকৃতি-স্থলে—প্রথম পদটি অপাদানের অর্থ প্রকাশ করে। যথা—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে; অর্থাৎ এক দ্বার হইতে অল্প দ্বারে। এইরূপ ডালে ডালে; হাতে হাতে; কোণে কোণে।

সম্বন্ধ পদ।

৬৭। সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি হয়। যথা—লতিফের পুস্তক।

বহুবচনে গুলি, গুলি ও দিগর প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর এই বিভক্তি বসে। যথা—ব্যাধ পাখীগুলির পা ভাঙ্গিয়া দিল।

দিগর প্রত্যয়ের পর 'র' বিভক্তির লোপ হয়। যথা—সন্ন্যাসীদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইল।* ছেলেদের পড়িবার স্কুল।

৬৮। সম্বন্ধ অনেক প্রকার।

(ক) আমার গণিতশাস্ত্র পড়া হয় নাই; তিনি সকলের পূজিত; ইহা আমার প্রার্থনা; হাফেজের কর্তৃক এ কাজ হবে না। ইত্যাদি স্থলে আমি গণিতশাস্ত্র পড়ি নাই; সকলে তাঁহাকে পূজা করে; আমি ইহা প্রার্থনা করি; হাফেজ এ কাজ পারিবে না—ইত্যাদিরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। এই সকল স্থলে কর্তা-সম্বন্ধ।

(খ) বিদ্যার আলোচনায় অনেক ফল; ঈশ্বরের উপাসনায় মন পবিত্র ও উন্নত হয়। এই সকল স্থলে কর্ম-সম্বন্ধ।

(গ) লাঠির দ্বারা (বা বাড়ি) মারিয়াছে। এ ছেলের দিয়া কোন কাজ হইবে না—ইত্যাদি স্থলে করণ-সম্বন্ধ। (১)

(ঘ) সাপের ভয়, বাঘের ভয়, কলিকাতার এক ক্রোশ দূরে কালী-ঘাট—ইত্যাদি স্থলে অপাদান সম্বন্ধ।

(১) 'লাঠির দ্বারা'—এই বাক্যাংশটি করণকারক বলিয়া উৎপত্তি 'লাঠির' সম্বন্ধ পদ, 'দ্বারা' এই অব্যয়ের সহিত সম্বন্ধ—এইরূপ পদপরিচয় দিতে হইবে।

(ঙ) নদীর মাছ, দেশের লোক, মটকির ঘৃত—ইত্যাদি স্থলে অধিকরণ-সম্বন্ধ।

(চ) শুণের ভাই, স্থতের প্রদীপ, বিদ্যার সাগর, নীলরঙের চশমা; বিশ নম্বরের বাটী, এরূপ নামের লোক এখানে নাই, পাঁচের (পঞ্চম) প্রতিজ্ঞা, দুধের ছেলে, ষিহুধের শরীর—ইত্যাদি স্থলে বিশেষণ-সম্বন্ধ।

এতদ্ভিন্ন অস্ত্রান্ত্র নানারূপ সম্বন্ধ আছে। যথা—হাতীর দাঁত, সিধুর হস্ত—ইত্যাদি স্থলে অঙ্গ-সম্বন্ধ। বৃক্ষের ফল, ফলের গাছ, মাখবের পুত্র, নিধুর পিতা—ইত্যাদি স্থলে জ্ঞাত-জনক-সম্বন্ধ। সোণার বালা, কঞ্চির কলম—ইত্যাদি স্থলে উপাদান-সম্বন্ধ। এক মাসের পথ, দুই সপ্তাহের অবকাশ—ইত্যাদি স্থলে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ। খাইবার মত, ভোজনের উপযুক্ত, ইহা বিজ্ঞের কাজ, মানের বেলা, খাবার জল—ইত্যাদি স্থলে যোগ্যতা-সম্বন্ধ। টাকার শোক, পরের হুখে কাতর, বালদানের বাদ্য, জপের মালা, ভোজনের ঘণ্টা, পড়িবার ঘর—ইত্যাদি স্থলে নিমিত্ত-সম্বন্ধ। কলের জাহাজ, রেলের গাড়ি, ঘোড়ার ডাক—ইত্যাদি স্থলে গতি-সম্বন্ধ। বিদ্যার আলোক, দিনের বেলা—ইত্যাদি স্থলে অভেদ-সম্বন্ধ। শরীর ভাই, অমৃতের মামা—ইত্যাদি স্থলে সামান্ত-সম্বন্ধ। দ্রব্যের মূল্য, ভূমির পরিমাণ, মনুষ্যের কৌশল—ইত্যাদি স্থলে গুণ-সম্বন্ধ।

৬৯। 'ইতে'-বিভক্তি-নিম্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বিশেষাক্রমে প্রযুক্ত হইলে, তাহার যোগে সম্বন্ধ পদে বিকল্পে 'কে' ও 'এ' বিভক্তি হয়। যথা—মধুকে (বা মধুর) সেখানে বাইতে হইবে। আমায় বা আমাকে (বা আমার) দেশে বাইতে হইল। জৈশ্বের নামকীর্তন সকল-কেই (বা সকলেরই) করিতে আছে।

৭০। র-বিভক্ত্যন্ত নিম্নলিখিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

ক-প্রত্যয়ান্ত সব শব্দ—সবাকার; ক প্রত্যয়ান্ত আগ শব্দ—আগেকার;

ক-প্রত্যয়ান্ত পূর্বশব্দ—পূর্বকার, পূর্বেরকার । এইরূপ পিছেকার, প্রথমকার, যখনকার, তখনকার, এখনকার, কখনকার, যেখানকার, সেখানকার, এখানকার, ওখানকার, যথাকার, তথাকার, আজিকার, কালিকার, পরগুকার । যথোক্তনিয়ে সবার, আগের, পূর্বের, পিছের, প্রথমের—এই কয়টি পদও হয় ।

সম্বন্ধ বিবক্ষায় ‘র’ বিভক্তি হয় । যথা—তিনি একথা বলিয়াছেন, ‘তাহার’ সন্দেহ নাই । তাহার=সে বিষয়ে ।

৭১ । সহার্থ, তুল্যার্থ, নিকটার্থ, হেতু ও নিমিত্তার্থ, দিগ্বাচক প্রভৃতি শব্দ এবং এইরূপ অর্থবাচক অব্যয়ের যোগে ‘র’ বিভক্তি হয় । এই সকল র-বিভক্ত্যন্ত পদও সম্বন্ধ পদ । যথা—ওসমানের সহিত অনেক দিনের পরিচয় । কলিকাতার পশ্চিমে হাবড়া । কাপড়ের দ্রবণ ছয় টাকা পাওনা ।

উপর, নিম্ন, মধ্য প্রভৃতি শব্দ এবং তদর্থক অন্ত শব্দ যোগে ‘র’ বিভক্তি হয় । যথা—গুহার ভিতর এক ককির বসিয়া আছেন ।

অপেক্ষা, চেয়ে, কর্তৃক, প্রতি প্রভৃতি কয়েকটি অব্যয়ের যোগে ‘র’ বিভক্তি হয় । যথা—আজিমের চেয়ে সাধুলোক দেখা যায় না ।

৭২ । কোন কোন স্থলে ‘র’ বিভক্তির লোপ হয় । যথা—অধিক আনন্দ হেতু তিনি কথা কহিতে পারিলেন না । সিরাজ (বা সিরাজের) অপেক্ষা সেলিম ভাল ছেলে । খাজনা (বা খাজনার) বাবতে এই টাকা দিলাম । মহাশয় কর্তৃক এমন কাজ হইল । তোমা কর্তৃক (পক্ষে তোমার কর্তৃক) ।

সম্বোধন পদ ।

৭৩ । যাহাকে সম্বোধন অর্থাৎ আহ্বান করা যায়, তাহাকে সম্বোধন পদ বলে ।

সম্বোধনে ‘এ’ বিভক্তি হয় এবং বিভক্তির লোপ হয়। বহুবচনে কর্তৃকারকের ভায় পদ হয়। যথা—ভৈরব, ওহে অভয়, হাঁরে চুরাচার, সভাপতি মহাশয়, সভ্যগণ।

সম্বোধন পদের পূর্বে অনেক স্থলে—হে, ওহে, হাঁহে, হাঁলা, হাঁগা, হাঁগো, ও, ওগো, ওলো, লো, হাঁলো, রে, ওরে, আরে, হাঁরে প্রভৃতি এক একটি অব্যয় ব্যবহার হয়। যথা—হাঁগো ঠাকুর, ওহে বাপু, হাঁরে ছুঁই, হাঁলা সতী। (১)

৭৪। কোন কোন স্থলে সম্বোধনসূচক অব্যয়মাত্র থাকে, সম্বোধন পদ উহা থাকিয়া যায়। যথা—ওগো, কোথায় যাও। ওলো, শুনে যা।

৭৫। দূরস্থান, রোদন, স্পর্ধা ও ক্রোধাদি প্রদর্শন স্থলে বাক্যে সম্বোধন পদ থাকিলে, তাহার সহিত সম্বোধনসূচক অব্যয় প্রায়ই থাকে। যথা—‘শ্রাম রে’ দৌড়ে আর। এইরূপ স্থলে এবং পদ্যে সময়ে সময়ে একাধিক অব্যয় একপদের সহিত প্রযুক্ত হয়। যথা—বাবা গো, কোথায় গেলে গো। ‘আরে রে, অরে দক্ষ, দে রে সতীরে’। ‘ধর হে, রাখ হে, প্রভু হে, শিশুরে’।

সংস্কৃত-ব্যাকরণ অনুসারে সম্বোধন পদের অন্তর্ভুক্ত আ, ই, ঈ, উ, এবং ওকার সাধারণতঃ যথাক্রমে এ, এ, ই, ও, উ এবং : হয়। যথা—হর্গে, মহর্ঘ, সখে (পুলিঙ্গে), সখি (স্ত্রীলিঙ্গে), ওরো, মাতঃ।

অম্-ভাগান্ত (বাক্যলার আকারান্ত) শব্দের কোন পরিবর্তন হয় না। যথা—রাজন, মহারাজন।

বৎ-ভাগান্ত (বাক্যলার নকারান্ত) শব্দের ‘ৎ’ স্থানে ন্ হয়। যথা—গুণবন্।

(১) :গো, ওগো, হাঁগো ও হাঁগা একটু—সম্বোধনসূচক; হে, ওহে, হাঁহে—সম্বোধন বা অনসম্বোধন কিছুই বুঝায় না। রে, অরে, হাঁরে—অসম্বোধনসূচক। লো, ওলো, হাঁলো—স্ত্রী-সম্বোধনে স্ত্রীলোকে ব্যবহার করে; ইহাতে সম্বোধন বা অসম্বোধন বুঝায় না।

প্রাচীর লেখকদিগের গ্রন্থে ভো, অরি প্রভৃতি কয়েকটি সম্বোধনসূচক সংস্কৃত অব্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যথা—অরি শকুন্তলে; ভো নভোমণ্ডল, বল স্বরূপ। অব্যয়লেখকেরা ঐ সকল অব্যয় প্রায় ব্যবহার করেন না।

বন্-ভাগান্ত (বাঙ্গালার নকারান্ত) শব্দের 'স' স্থানে ন্ হয় । যথা—গিহন্ ।

ইন্-ভাগান্ত (বাঙ্গালার ঈকারান্ত) শব্দের কোন পরিবর্তন হয় না । যথা—শশিন্ ।

এইরূপ পদের প্রয়োগ এখন উত্তরি বাইতেছে ।

বাঙ্গালার উপরি উক্ত পরিবর্তন হয় না । যথা—রিদি শব্দের সম্বোধনে দিবে ভয় না । কেহ কেহ মাসী, মাসী প্রভৃতি শব্দের সম্বোধনে মাসি, মামি—প্রভৃতি পদ ব্যবহার করেন । এক্ষণ প্রয়োগ কম ।

অর্থ বিশেষে বিভক্তির প্রয়োগ ।

৭৬। কেবল মাত্র পদার্থ-নির্দেশ উদ্দিষ্ট হইলে শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয় । এইরূপ স্থলে বিভক্তির লোপ হয় । যথা—মানুষ, ভূমি, জীবগণ ।

৭৭। যেখানে ক্রিয়াপদ, কর্মপদ প্রভৃতি না থাকে, সেখানেও শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয় ; 'এবং ঐ বিভক্তির প্রায়ই লোপ হয় । যথা—এ কি অসম্ভব কথা ! এইরূপ পদকে নাম-পদ বলে ।

৭৮। যে পদের অর্থ স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত—ছাড়া, ব্যতীত, ব্যতিরিক্ত, ভিন্ন, বিনা ও তদর্থক অস্ত্র অব্যয় ব্যবহৃত হয়, ঐ পদ যে কারক—উক্ত অব্যয়বোগেও সেই কারক হইয়া থাকে । যথা—'ভূমি বিনা (১) কে আর দীন জনে তারে।' এই বাক্যে 'কে' কর্তা কারক । বিনা যোগে 'ভূমি'ও কর্তা কারক, অথবা 'কে' এই পদের সমপদ । রামকে ছাড়া আর কাহাকে একথা বলিব (কর্ম) । 'চাকু ছুরিতে ছাড়া আর কিসে কলম কাটিবে' (করণ) । 'ভাঁড়ার থেকে বই আর কোণা থেকে আনিব' । (অপাদান) । 'কলিকাতায় ছাড়া আর কোন্ স্থানে এমন সন্দেশ পাইবে ? (অধি) ।

এই সকল অব্যয় যখন সম্বন্ধ পদের অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য প্রযুক্ত হয়,

(১) সময়ে সময়ে এইরূপ স্থলে ভূমি ও আমি স্থানে 'তোমা' ও 'আমা' হয় । যথা—তোমা বিনা, তোমা ছাড়া, আমা ছাড়া ।

তখন ইহাদের যোগে সম্বন্ধ পদই হইয়া থাকে। যথা—‘স্বামের ছাড়া আর কাহার বই এখানে থাকিবে।’

এই সকল সমপদে সময়ে সময়ে বিভক্তির লোপ হয়। যথা—রাম ছাড়া আর কাহাকে একথা বলিব; চাকু ছুরি ছাড়া আর কিসে কলম কাটিবে। ফলতঃ যেখানে বিভক্তি না থাকিলে অর্থ বুঝিবার গোল হয় না, সেখানে প্রায়ই বিভক্তির লোপ হয়।

‘বিনা’ যখন শব্দের পূর্বে বসে, তখন তাহার যোগে যে ‘এ’ বিভক্তি হয়, তাহার প্রায়ই লোপ হয় না। যথা—‘বিনা শ্রমে বিদ্যা হয় না’। ‘বিনা স্তত্যঃ পৈশেছি হার’।

৭৯। প্রশ্নোত্তরে সমপদ হয়। যথা—

প্রশ্ন। কোথায় যাইতেছ? উত্তর। কলিকাতা। ‘কলিকাতা’—‘কোথায়’ এই পদের সমপদ; স্মৃতরাং অধিকরণ কারক।

৮০। দিক্ ও ধনুবাদ শব্দের যোগে ‘এ’ ও ‘কে’ বিভক্তি হয়। যথা—তোমারে, তোমায় বা তোমাকে দিক্। তাহাকে দিক্ থাকুক। তোমাকে বা তোমায় ধনুবাদ।

৮১। হেতুপদে (অর্থাৎ যে পদ হেতু-অর্থ বুঝায়, তাহার উত্তর) ‘এ’ বিভক্তি হয়। যথা—‘ব্রহ্মাদি সকলে কোপে কম্পাহিত-কলেবর হইয়া প্রস্থান করিলেন।’ (বাল্মীকির জয়)

হেতু, নিমিত্ত, কারণ ও তদর্থক কোন কোন শব্দের উত্তর ‘এ’ বিভক্তির বিকল্পে লোপ হয়। যথা—সেই হেতুই বা সেই হেতুতেই অথবা সেই কারণ বা সেই কারণে আমি যাইব না। বই-ভাগার বাবত বা বাবতে একশত টাকা দিয়াছি।

কোন কোন স্থলে ‘এ’ বিভক্তির স্থানে বিকল্পে ত (বা তঃ) হয়। যথা—দৈব-বশে, দৈববশত (বা দৈববশতঃ)। উপলক্ষণেও ‘এ’ বিভক্তি হয়।

৮২। নিমিত্তার্থে ‘এ’ বিভক্তি হয়। যথা—মামুদ আমেদের অনু-সন্ধান (অনুসন্ধানের নিমিত্ত) গিয়াছেন। আমি যুদ্ধে যাইব।

৮৩। সহার্থে সময়ে সময়ে ‘এ’ বিভক্তি হয়। যথা—‘শাদা চোখে আসিয়া বলিলেন’। ‘কোন সুখে তাঁহার কাছে যাব’। ‘রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।’

৮৪। অবধি ও পর্যন্ত—এই দুই অব্যয়ের যোগে ‘এ’ বিভক্তি হয়। বিভক্তির প্রায়ই লোপ হয়। যথা—বাল্যকাল অবধি বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত পড়িলাম।

৮৫। অন্তোগ্র অর্থ বুঝাইতে ‘এ’ বিভক্তি হয়। যথা—রাজার রাজায় যুদ্ধ হয়। ঘরে ঘরে বিবাদ করিতেছে। ছেলের ছেলের মারা-মারি করিতেছে। রামে শ্রামে বিরোধ বাধিয়াছে।

৮৬। তুলনা বুঝাইতে ‘এ’ বিভক্তি হয়। যথা—তোমার আমার অনেক প্রভেদ। মূর্খে ও বিদ্বানে তুলনাই হয় না। আবার তুলনার যে পদের অপকর্ষ দেখান হয়, তাহার উত্তর ‘হইতে’ বিভক্তি হয়। যথা—শিতা স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ।

৮৭। নির্দ্ধার অর্থে ‘র’ বিভক্তি হয়। যথা—সিংহ সকল পশুর শ্রেষ্ঠ।

সর্বনাম ।

‘আমিরকে বল,—সে যেন শানবারে আসে।’ এখানে আমির পদ-টির পুনরুল্লেখ না করিয়া ‘সে’ বলা হইয়াছে। ‘সে’ সর্বনাম। ‘কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—তিনি এখানে দুদিন থাকিবেন।’ এই বাক্যে ‘তিনি’ কবিরাজ মহাশয়ের পরিবর্তে বসিয়াছে। ‘তিনি’ সর্বনাম। (১) •

(১) একটি নাম বা শব্দ বারংবার বলিলে ভাল শুনায় না; সেই জন্য কোন শব্দ একবার প্রয়োগ করিয়া তাহার পুনরুল্লেখ আবশ্যক হইলে সর্বনামের দ্বারা বলিতে হয়। এইরূপে এক বা অধিক পদের, বা বাক্যাংশের পরিবর্তে বসিয়া সর্বনাম বাক্যের সংক্ষেপসাধন করে। যথা—‘নবীন, গোপাল ও জাফর শিকার করিতে মধুপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন; সন্ধ্যাকালে তাঁহারা পথ হারাইলেন।’ ‘তিনি অকাতরে দান করিতেছেন, প্রতিদিন অনেক লোক খাওয়াইতেছেন; কিন্তু তাঁহা কেবল লোক-দেখান।’ প্রথম বাক্যে সর্বনাম তিনটি বিশেষ্যর এবং দ্বিতীয় বাক্যে দুটি বাক্যাংশের পরিবর্তে বসিয়াছে। সর্বনাম ব্যবহার না করিলে ঐ বিশেষ্য ও

৮৮। আমি, তুমি, আপনি, যাহা, তাহা, ইহা, উহা, কি—এই কয়টি সর্বনাম।

আমি, তুমি ও আপনি। ‘আমি’ বলিলে বক্তাকে বুঝায় অর্থাৎ বক্তার নিজের নামের পরিবর্তে ‘আমি’ বসে। এইরূপ যাহাকে বলা যায়, তাহার নামের পরিবর্তে ‘তুমি’ ও ‘আপনি’ ব্যবহৃত হয়। যথা—শরৎ বসন্তকে বলিল—আমি যাইব না, তুমি যাও। এখানে ‘আমি’ শরতের এবং ‘তুমি’ বসন্তের পরিবর্তে বসিয়াছে। কিন্তু এইরূপ স্থলে সর্বনামের পরিবর্তে বিশেষ্য বসাইলে, ক্রিয়ার রূপ বদলাইয়া যায়। যথা—শরৎ যাইবে না, বসন্ত যাউক।

‘আমি’, ‘তুমি’ ও ‘আপনি’ প্রায় বিশেষ্যের স্থায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমরা, তোমরা, আপনারা, আমাদের, তোমাদের, আপনারাদের—এই সকল পদের ব্যবহার অধিকাংশ স্থলেই সর্বনামের স্থায়। যথা—‘আজিজ, আবুল, আবু ও আমি নৌকায় চলিলাম; আমাদের সঙ্গে তিন দিনের উপযুক্ত আহারীয় ছিল।’ এখানে সর্বনাম পদটি চারিটি বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বসিয়াছে।

৮৯। ব্যাকরণ শাস্ত্রে ‘আমি’ উত্তম পুরুষ; ‘তুমি’ মধ্যম পুরুষ; অল্প সমস্ত সর্বনাম প্রথম পুরুষ। (১)

৯০। মনুষ্যবাচক পদের পরিবর্তে বসিলে ‘যাহা’ স্থানে ‘যিনি’ ও ‘যে’; ‘তাহা’ স্থানে ‘তিনি’ ও ‘সে’; ‘ইহা’ স্থানে ‘ইনি’ ও ‘এ’; উহা

বাক্যাংশগুলির পুনরুৎপন্ন করিতে হইত এবং বাক্যের কলেবর বাড়িয়া যাইত। বলতঃ লেখা ও কথাবার্তার সংক্ষেপ সাধনার্থ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতই সর্বনামের সৃষ্টি।

(১) সমস্ত বিদেশ্য প্রথমপুরুষ; অর্থাৎ সকল বিশেষ্যেরই প্রথমপুরুষের ক্রিয়া হয়।

স্থানে 'উনি' ও 'ও' এবং 'কি' স্থানে 'কে' হয়। সমস্ত বুঝাইতে যিনি, তিনি, ইনি ও উনি প্রযুক্ত হয়।

বাহা ও তাহা সংক্ষেপে 'বা' ও 'তা' বলিয়া উচ্চারিত ও লিখিত হয়।

৯১। সব, সকল, উত্তর, অমুক, এক, অত্র, আর, পর, অপর, স্ব, নিজ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ অনেক স্থলে সর্বনাম রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—সুরেশ ও নগেন অনেক ক্রণ পরামর্শ করিলেন। তাহার পর উভয়ে বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। (১)

৯২। যে পদের পরিবর্তে সর্বনামের প্রয়োগ হয়, সেই পদের যে লিঙ্গ ও যে বচন, সর্বনামেরও সেই লিঙ্গ ও সেই বচন। লিঙ্গভেদে সর্বনামের রূপভেদ হয় না। (২)

৯৩। আমি, তুমি ও আপনি ভিন্ন অত্র সর্বনামগুলিকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে; কারণ, উহাদের অর্থ বুঝিতে অত্র পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে। আমি, তুমি ও আপনি নিরপেক্ষ সর্বনাম। (৩)

(১) ইতব, একতর, একতম, অত্রতর ও অত্রতম কোন কোন স্থলে সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়। সমুদায়বোধক হইলে চলিত কথায় 'সব' স্থানে কখন কখন 'সবা' হয়। সব, সকল প্রভৃতি শব্দ কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণ, কখন বা সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—'একগ কথা সকলেই (বা সবাই) বলে।' 'অনেক কাজ পড়িয়া আছে; সবই আমি করিব।'।

নিজ ও বোধ শব্দ এবং অনেক বিশেষ্যও সময়ে সময়ে সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়।

নিজ, বোধ ও অমুক এবং সব, সকল, উত্তর প্রভৃতি সময়ে সময়ে বিশেষণবৎ প্রযুক্ত হয়।

(২) বহুবোধক শব্দ একবচন হইলেও বহু পদার্থ বুঝায়। সুতরাং উহাদের পরিবর্তে যে সর্বনাম বসে, তাহা বহুবচন। যথা—'সমুদায় প্রথমে জঙ্গলে, তরুকেটরে, ভূগর্ভে, গর্ভগগনস্থরে বাস করিত; তখন তাহারা বাসগৃহ নির্মাণ করিতে জানিত না।'।

(৩) হ'ব বিশেষ্যে অর্থাৎ দলিল-পত্র-প্রভৃতিতে 'আমি' এই পদের পরে বক্তার নাম

আকবর দিল্লীর সম্রাট; তিনি মোগলবংশীয় ছিলেন ।—এখানে আকবর কথাটি ব্যতীত ‘তিনি’ এই পদের অর্থ বুঝা যাইবে না । সুতরাং ‘তিনি’ সাপেক্ষ সর্জনাম । (১)

১৪। নিকটস্থ বা সম্মুখস্থ পদার্থের পরিবর্তে ‘ইহা’; তদপেক্ষা দূর-বর্তী পদার্থের পরিবর্তে ‘উহা’ এবং তদপেক্ষা দূরবর্তী পদার্থের পরিবর্তে ‘তাহা’ ব্যবহার হয় । কচিং এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায় । (২)

১৫। ‘কি’ প্রশ্ন-সূচক সর্জনাম; অর্থাৎ অস্ত্র শব্দের পরিবর্তে বসিলেও প্রশ্ন বুঝাইয়া দেয় । যথা—সে কি বলিল ? যখন প্রশ্ন না বুঝায় এবং কোন অজ্ঞাত লোকের পরিবর্তে বসে, তখন ‘কি’ স্থানে ‘কেহ’ হয় ।

১৬। যে, সে, এ, ও, এই, ঐ, অই, ওই, কোন্ (এবং কোন) এবং স্ব এই কয়েকটি সর্জনাম-বিশেষণ । (৩)

১৭। কারক ও বিভক্তি-প্রয়োগ-সম্বন্ধে যে সকল কথা বিশেষ্য-প্রকরণে বলা হইয়াছে, সেই সকল কথা সর্জনামেও যথাসম্ভব প্রযোজ্য ।

ব্যবহার হয়; তখন ‘আমি’ সাপেক্ষ সর্জনাম । যথা—আমি, শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু, এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে—ইত্যাদি ।

(১) কোন কোন স্থলে অপেক্ষিত পদ অপ্রকাশিত থাকে; বর্ণনা-অনুসারে নির্ণয় করিতে হয় । যথা—‘মন খুলিয়া তাঁহাকে ডাক,—তিনি জগতের পিতা, বিপদে কাণ্ডারী ।’ এখানে ইহর পদটি অপ্রকাশিত আছে; বর্ণনার পাণ্ডর্য যাইতেছে ।

(২) ‘যে’স্থানে পদার্থের দূরতা বুঝান অভিপ্রেত নয়, সেখানে বাহার কথা সর্জনামেই হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে ‘ইহা’, বাহার কথা তাহার পূর্বে হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে ‘উহা’ এবং বাহার কথা তাহারও পূর্বে হইয়াছে তাহার পরিবর্তে ‘তাহা’ ব্যবহৃত হয় ।

(৩) আপনিও কখন কখন বিশেষণবৎ প্রযুক্ত হয় ।

‘যে’—বাহ্য শব্দ হইতে; ‘সে’—তাহা শব্দ হইতে; ‘এ’, ‘এই’—ইহা শব্দ হইতে; ‘ও’, ‘ঐ’, ‘অই’—উহা শব্দ হইতে এবং ‘কোন্’—কি শব্দ হইতে উৎপন্ন ।

৯৮। সর্বনামের উত্তর কর্তাকারকের 'এ' বিভক্তির লোপ হয়।
যথা—আমি করিব।

৯৯। বিভক্তি পরে থাকিলে কর্তাকারকের একবচন ভিন্ন অত্ৰ সর্বনামের নিম্নলিখিতরূপ আকার-পরিবর্তন হয়।

আমি		আমা	উহা	{	উনি	উঁহা, ওঁ
তুমি		তোমা		{	ও	উহা, ও
তাহা	{	তিনি	তাহা	{	কি	কাহা, কা
	{	সে	তাহা	{	কে	কাহা, কা
ইহা	{	ইনি	ইহা, এঁ	{	যিনি	যাহা, যা
	{	এ	ইহা, এ	{	যে	যাহা, যা
			আপনি			আপনা

এই সকল রূপান্তরিত শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ হইয়া যথাসম্ভব কার্য্য হয়। যাগ, তাহা, ইহা, উহা—এই গুলির যখন কোন রূপান্তর না হয়, তখনও ঐরূপ বিভক্তির কার্য্য হইয়া থাকে। সব, সকল প্রভৃতি শব্দের কোন রূপান্তর হয় না।

নিজের, নিজ হইতে, নিজে—এইরূপ পদ হয়; কিন্তু যেহ, স্ব হইতে, স্বে—এরূপ পদ হয় না। সুতরাং 'স্ব' শব্দ সর্বনাম-বিশেষণরূপেই অধিক প্রযুক্ত হয়। যথা—আপনার ধন—স্বধন; এইরূপ স্বজন, স্বজনী। আপনাদের ধন=স্ব স্ব ধন; এখানে কহচেনের অর্থ বুঝাইতে 'স্ব' পদটির পুনরুক্তি হইয়াছে। অত্ৰও কখন কখন এইরূপ হয়। যথা—নিজেরদের টাকা—নিজের নিজের টাকা। আপনাদের ধন = আপন আপন ধন।

শব্দরূপ ।

১০০। বিভক্তি পরে থাকিলে শব্দের যে রূপান্তর হয়, তদনুসারে শব্দসকল চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

ক। অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দ। (১)

খ। আকারান্ত, একারান্ত, ওকারান্ত শব্দ।

গ। অপ্রত্যয়ান্ত শব্দ।

ঘ। ভাব-বিশেষ্য।

১০১। লিঙ্গভেদে শব্দের রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয় না।

ক। অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দ।

(প্রাণিবাচক)

বালক শব্দ।

বিভক্তি	পদ	(গুলি, গুলা বা দিগর প্রত্যয়ান্ত হইলে) পদ।
এ	বালক	বালকগুলি, বালকগুলা
	বালকে	বালকগুলিতে, বালকগুলাতে
	বালকেতে (২)	বালকগুলায়
রা	বালকেরা	—
কে	বালককে	বালকগুলিকে, বালকগুলাকে
	বালকেরে	বালকগুলিরে, বালকগুলারে
	বালক	বালকদিগকে, বালকদের

(১) সংস্কৃত অকারান্ত শব্দ অধিকাংশ স্থলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের স্থায় উচ্চারিত হয়। যথা—ললিত, খালক, মালুখ, জীব। এই সকল শব্দ বান্দালায় ব্যঞ্জনান্ত। অন্ত্য অকারের পূর্বে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে ঐ অকার উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা—অখ, ভগ্ন, বর্ণ, হংস, প্রভূহ। বান্দালায় এই সকল শব্দ অকারান্ত। ব্রত, শত, দ্বুত, যুত, খাঁট, ছোট, বড়, মেজ, ভাল, তিত, মিত, অমিত, কাল (কৃৎবর্ণ) প্রভৃতি শব্দ অকারান্ত।

(২) অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর কর্ত্তা ও করণকারকের একবচনে 'এ' বিভক্তির স্থানে প্রায়ই 'তে' হয় না।

হইতে	বালক হইতে	বালকগুলি হইতে, বালকগুলি হইতে বালকদিগের হইতে
থেকে	বালকথেকে বালকেথেকে	বালকদেরথেকে (১)
র	বালকের	বালকগুলির, বালকগুলার, বালক- দিগের, বালকদের

দরোয়ান্ শব্দ ।

এ	<div> <div> <div>দরোয়ান্</div> <div>দরোয়ানে</div> <div>দরোয়ানেতে</div> </div> <div> <div>দরোয়ান্‌গুলি, দরোয়ান্‌গুলি,</div> <div>দরোয়ান্‌গুলিতে, দরোয়ান্‌গুলিতে,</div> <div>দরোয়ান্‌গুলায়</div> </div> </div>
রা	<div> <div>দরোয়ানেরা</div> <div>—</div> </div>
কে	<div> <div> <div>দরোয়ান্‌কে</div> <div>দরোয়ানেরে</div> <div>দরোয়ান্</div> </div> <div> <div>দরোয়ান্‌গুলিকে, দরোয়ান্‌গুলিকে</div> <div>দরোয়ান্‌দের, দরোয়ান্‌দিগকে</div> </div> </div>
হইতে	<div> <div>দরোয়ান্ হইতে</div> <div>দরোয়ান্‌গুলি হইতে, দরোয়ান্‌গুলি হইতে, দরোয়ান্‌দিগের হইতে</div> </div>
থেকে	<div> <div>দরোয়ান্‌থেকে</div> <div>দরোয়ান্‌দের থেকে</div> </div>
র	<div> <div>দরোয়ানের</div> <div>দরোয়ান্‌গুলির, দরোয়ান্‌গুলার</div> <div>দরোয়ান্‌দিগের, দরোয়ান্‌দের</div> </div>

প্রাণিবাচক অকারান্ত ও বাঞ্ছনান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার । তবে

(১) এইরূপ পদের প্রয়োগ কম । সচরাচর ‘বালকদের নিকট বা নিকটে বা
কাছ থেকে’—এইরূপ বাক্যাংশ দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ ব্যক্ত হয় । অন্যান্য শব্দ-
সম্বন্ধেও এইরূপ ।

কুত্র-প্রাণি-বাচক শব্দের রূপ অনেক স্থলে অপ্রাণিবাচক শব্দের স্থায় হইয়া থাকে।

(অপ্রাণিবাচক,)

গাছ শব্দ।

এ	{ গাছ	গাছগুলি, গাছগুলো,
	{ গাছে, গাছেতে	গাছগুলিতে গাছগুলোতে, গাছগুলায়
রা	গাছেরা (১)	—
কে	গাছ	গাছগুলি, গাছগুলো
হইতে	গাছ হইতে	গাছগুলি হইতে, গাছগুলো হইতে (২)
থেকে	{ গাছ থেকে	গাছগুলি থেকে, গাছগুলোথেকে
	{ গাছে থেকে	
র	গাছের	গাছগুলির, গাছগুলার

অপ্রাণিবাচক অকারাস্ত ও বাস্তবাস্ত শব্দের রূপ এই প্রকার। তবে প্রাণিবর্গ আরোপ করিলে অপ্রাণিবাচক শব্দেরও প্রাণিবাচক শব্দের স্থায় রূপ হয়। যথা—‘গাছেদেরও জীবন আছে।’

গ। আকারাস্ত, একারাস্ত ও ওকারাস্ত শব্দ।

(প্রাণিবাচক)

আকারাস্ত—রাজা শব্দ।

এ	{ রাজা	—(৩)
	{ রাজায়, রাজাতে	

(১) আরোপ প্রায়ই হয় না।

(২) এইরূপ পদের আরোপ কম।

(৩) সচরাচর রাজাসকল এবং সংস্কৃত সমাস-নিপন্ন ‘রাজগণ’ প্রভৃতির উত্তর ‘এ’ বিভক্তি যোগ করিয়া বহুবচন পদ হয়।

রা	রাজ্জা	
কে	রাজাকে	রাজাদিগকে, রাজাদের
	রাজারে, রাজ্জা	
হইতে	রাজা হইতে	রাজাদিগের হইতে
থেকে	রাজা থেকে	রাজাদের থেকে (১)
র	রাজার	রাজাদিগের, রাজাদের

কত্ৰা শব্দ ।

এ	কত্ৰা, কত্ৰায়	কত্ৰাগুলি, কত্ৰাগুলো
	কত্ৰাতে	কত্ৰাগুলিতে, কত্ৰাগুলোতে,
		কত্ৰাগুলোয়
রা	কত্ৰা	—
কে	কত্ৰা, কত্ৰাকে	কত্ৰাগুলি, কত্ৰাগুলিকে, কত্ৰাগুলোকে
	কত্ৰারে	কত্ৰাগুলিরে, কত্ৰাগুলারে, কত্ৰা- দিগকে, কত্ৰাদের
হইতে	কত্ৰা হইতে	কত্ৰাগুলি হইতে, কত্ৰাগুলো হইতে
		কত্ৰাদিগের হইতে
থেকে	কত্ৰাথেকে	কত্ৰাগুলিথেকে, কত্ৰাগুলোথেকে *
		কত্ৰাদেরথেকে
র	কত্ৰার	কত্ৰাগুলির, কত্ৰাগুলার, কত্ৰা- দিগের, কত্ৰাদের

একরাস্ত—ছেলে শব্দ ।

এ	ছেলে, ছেলেয়	ছেলেগুলি, ছেলেগুলো, ছেলেগুলিতে
	ছেলেতে	ছেলেগুলোয়

(১) এইরূপ পদের অ্যয়োগ কম । বাস্তব শব্দের টীকা দেখ ।

রা	ছেলেরা	—
কে	ছেলে	ছেলেগুলি, ছেলেগুলি, ছেলে- ছেলেকে, ছেলেয়ে গুলিকে, ছেলেগুলিকে, ছেলে- গুলিরে, ছেলেদিগকে, ছেলেদের
হইতে	ছেলে হইতে	ছেলেগুলি হইতে, ছেলে গুলি- হইতে, ছেলেদের হইতে
থেকে	ছেলে থেকে	ছেলেগুলি থেকে, ছেলেগুলি থেকে, ছেলেদের থেকে
র	ছেলের	ছেলেগুলির, ছেলেগুলার, ছেলেদের, ওকারাস্থ—পটো শব্দ।

এ	পটো	পটোগুলি, পটোগুলার, পটোগুলিতে পটোর, পটোতে
রা	পটোরা	—
কে	পটোকে,	পটোগুলি, পটোগুলিকে, পটোগুলারে, পটোরে
হইতে	পটো হইতে	পটোগুলি হইতে
থেকে*	পটো থেকে	পটোদের থেকে
র	পটোর	পটোগুলার, পটোদের

['পটো গুলির' 'মুটে গুলির' ইত্যাদিরূপ পদ প্রায়ই হয় না।]

(অপ্রাণিবাচক)

পাতা শব্দ।

এ	পাতা	পাতাগুলি, পাতাগুলি, পাতাগুলিতে পাতার, পাতাতে;
রা	—	—

কে	পাতা	পাতাগুলি, পাতাগুলো
হইতে	পাতা হইতে	পাতাগুলি হইতে
থেকে	পাতা থেকে	পাতাগুলি থেকে, পাতাগুলো থেকে
র	পাতার	পাতাগুলির, পাতাগুলার

মৃত্তিকা শব্দ ।

এ	মৃত্তিকা	মৃত্তিকাগুলি, মৃত্তিকাগুলো (১)
	মৃত্তিকার, মৃত্তিকাতে	মৃত্তিকাগুলিতে মৃত্তিকাগুলোতে (১)

রা — —

কে	মৃত্তিকা	মৃত্তিকাগুলি, মৃত্তিকাগুলো (১)
হইতে	মৃত্তিকা হইতে	মৃত্তিকাগুলি হইতে, মৃত্তিকাগুলো হইতে
থেকে	মৃত্তিকা থেকে	মৃত্তিকাগুলি থেকে, মৃত্তিকাগুলো থেকে (১)

র	মৃত্তিকার	মৃত্তিকাগুলির, মৃত্তিকাগুলার (১)
---	-----------	------------------------------------

অন্য-স্বরাস্ত শব্দ

(প্রাণিবাচক)

ইকারাস্ত—মুনিশব্দ ।

এ	মুনি	(২)
	মুনিতে	
রা	মুনির	—
কে	মুনিকে, মুনিরে	মুনিদিগকে, মুনিদের

(১) এই রূপ বহুবচন পদ প্রায়ই ব্যবহার হয় না ।

(২) এইরূপ স্থলে মুনিগণ, মুনিগণ প্রভৃতি সংস্কৃত সমানান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি যোগ করিয়া বহুবচনের পদ নিম্পন্ন হয় ।

হইতে	মুনি হইতে (১)	মুনিদিগের হইতে (১)
থেকে	মুনি থেকে (১)	মুনিদিগের থেকে, মুনিদের থেকে (১)
র	মুনির	মুনিদিগের, মুনিদের

বিবি শব্দ ।

এ	বিবি	—
	বিবিতে	
রা	বিবির	—
কে	বিবি, বিবিকে, বিবিরে	বিবিদিগকে, বিবিদের
হইতে	বিবি হইতে	বিবিদিগের হইতে (১)
থেকে	বিবি থেকে	বিবিদের থেকে (১)
র	বিবির	বিবিদিগের, বিবিদের

উকারান্ত—সাধু শব্দ ।

এ	সাধু	
	সাধুতে	—
রা	সাধুর	—
কে	সাধু, সাধুকে, সাধুরে	সাধুদিগকে, সাধুদের
হইতে	সাধু হইতে	সাধুদিগের হইতে
থেকে	সাধু থেকে	সাধুদের থেকে
র	সাধুর	সাধুদিগের, সাধুদের

(১) এইরূপ পদের প্রয়োগ করি; সচরাচর মুনির (বা মুনিদের, বিবির বা বিবিদের) নিকট বা নিকট হইতে বা থেকে, অথবা কাছ বা কাছে থেকে—এইরূপ পদ হয় । এই শ্রেণীর অন্ত্যন্ত শব্দসমূহকে এই নিয়ম ।

পত্ৰ শব্দ ।

এ	পত্ৰ পত্ৰতে	পত্ৰগুলি, পত্ৰগুলি পত্ৰগুলিতে, পত্ৰগুলিতে, পত্ৰগুলার
রা	পত্ৰরা	—
কে	পত্ৰকে, পত্ৰের, পত্ৰ,	পত্ৰগুলি, পত্ৰগুলি, পত্ৰগুলিকে, পত্ৰগুলিরে, পত্ৰগুলাকে, পত্ৰগুলারে, পত্ৰদিগকে, পত্ৰদের
হইতে	পত্ৰ হইতে	পত্ৰগুলি হইতে, পত্ৰগুলি হইতে, পত্ৰদিগের হইতে, পত্ৰদের হইতে
থেকে	পত্ৰথেকে	পত্ৰগুলি থেকে, পত্ৰগুলি থেকে, পত্ৰদেরথেকে
র	পত্ৰর	পত্ৰগুলির, পত্ৰগুলার, পত্ৰদিগের, পত্ৰদের

ওঁকারান্ত—বৌ শব্দ ।

এ	বৌ বৌতে	বৌগুলি, বৌগুলি, বৌগুলিতে, বৌগুলিতে
রা	বৌরা, বৌএরা, বৌয়েরা	—
কে	বৌ বৌকে, বৌরে	বৌগুলিকে, বৌগুলিকে, বৌগুলিরে, বৌগুলারে

হইতে	বৌ হইতে	বৌগুলি হইতে, বৌগুলো হইতে, বৌদিগের হইতে
থেকে	বৌ থেকে	বৌগুলি থেকে, বৌগুলো থেকে বৌদের থেকে
র	বৌএর, বৌয়ের	বৌগুলির, বৌগুলার বৌদিগের, বৌদের

(অপ্রাণিবাচক)

ইকারাস্ত—ঘটি শব্দ ।

এ	ঘটি	ঘটি গুলি, ঘটি গুলা,
	ঘটিতে	ঘটি গুলিতে, ঘটি গুলাতে, ঘটি গুলার
রা	—	—
কে	ঘটি	ঘটি গুলি, ঘটি গুলা
হইতে	ঘটি হইতে	ঘটি গুলি হইতে, ঘটি গুলা হইতে
থেকে	ঘটি থেকে	ঘটি গুলি থেকে, ঘটি গুলা থেকে
র	ঘটির	ঘটি গুলির, ঘটি গুলার

ঈকারাস্ত—নদী শব্দ ।

এ	নদী	নদী গুলি, নদী গুলা,
	নদীতে	নদী গুলিতে, নদী গুলাতে, নদী গুলার
রা	—	—
কে	নদী, নদীকে	নদী গুলি, নদী গুলা, নদী গুলিকে,
	নদীরে	নদী গুলিরে
হইতে	নদী হইতে	নদী গুলি হইতে, নদী গুলা হইতে
থেকে	নদী থেকে	নদী গুলি থেকে, নদী গুলা থেকে
র	নদীর	নদী গুলির, নদী গুলার

ঐকারান্ত—থৈ শব্দ ।

এ	থৈ	থৈগুলি, থৈগুলি, থৈগুলিতে
	থৈয়েতে, থৈয়েতে	থৈগুলিতে, থৈগুলি
	থৈতে	
রা	—	
কে	থৈ	থৈগুলি, থৈগুলি
হইতে	থৈ হইতে	থৈগুলি হইতে, থৈগুলি হইতে
থেকে	থৈ থেকে	থৈগুলি থেকে, থৈগুলি থেকে
র	থৈএর	থৈগুলির, থৈগুলি
	থৈয়ের, থৈয়ের	

ঔকারান্ত—জৌ শব্দ ।

এ	জৌ	জৌগুলি, জৌগুলি, জৌগুলিতে,
	জৌ'এ, জৌ'এতে,	জৌগুলিতে, জৌগুলি
	জৌয়েতে	
রা	—	—
কে	জৌ	জৌগুলি, জৌগুলি
হইতে	জৌ হইতে	জৌগুলি হইতে, জৌগুলি হইতে
থেকে	জৌ থেকে	জৌগুলি থেকে, জৌগুলি থেকে
র	জৌ'এর, জৌয়ের	জৌগুলির, জৌগুলি

ভাব-বিশেষ্য ।

ভোজন শব্দ ।

এ	ভোজন, ভোজনে, ভোজনেতে
রা	—
কে	ভোজন

হইতে	ভোজন হইতে
থেকে	ভোজন থেকে
র	ভোজনের

দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, গমন প্রভৃতি সমস্ত অকারান্ত ভাববিশেষ্য এইরূপ ।

করা শব্দ ।

এ	করা,
	করায়, করাতে
রা	—
কে	করা, করাকে, করারে
হইতে	করা হইতে
থেকে	করা থেকে
র	করায়, করিবার

যাওয়া, দেখা, মারা প্রভৃতি সমস্ত অকারান্ত ভাব বিশেষ্য এইরূপ । (১)

অনেক স্থলে গণ, সমূহ প্রভৃতি শব্দের সহিত সমাসনিপন্ন শব্দের উত্তর বিভক্তি দিয়া বহুবচনে পদ করা হয় । সচরাচর পশুগুলির পরি-
বৃত্ত পশুগণের বলা হয় । এইরূপ পশুসমূহে, মূনিগণের ইত্যাদি ।

১০২ । জীবন, মন, গুণ প্রভৃতি প্রবৃত্তি-বাচক শব্দসকল প্রায়ই

(১) যাওয়া-শব্দ—যাওয়ার, যাইবার, যাবার । তরা—তরিবার । বধা—বধিবার ।
শোওয়া—শোওয়ার, শোবার, শুইবার । যাওয়ায় ও যাইবার—সময়ে সময়ে একটু
ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে । যাইবার, ও যাবার একার্থক । অন্ত শব্দগুলি সৰ্ব্বত্র
এইরূপ ।

‘করিবার, করিবাতে, যাইবার, যাইবাতে’—ইত্যাদিরূপ ‘এ’ বিভক্তি
নিপন্ন পদ ঐচ্ছানিগের লেখায় দৃষ্ট হয় । নব্য লেখকগণ এইরূপ পদ ব্যবহার
করেন না ।

বহুবচনে ব্যবহৃত হয় না। যথা—“এত লোকের জীবন লইয়া থেলা করিতেছ ?”

তাবিশেষ্যেরও একবচনেই প্রয়োগ হয়। যথা—আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই কল্যাণভূমির আগমন হইয়াছিল।

১০৩। তরল পদার্থ বাচক শব্দের এক বচনেই প্রয়োগ হয়।

১০৪। শব্দের অন্তর্স্থিত অকার সময়ে সময়ে ওকারের জ্বায় উচ্চারিত হয়। তখন রূপও ওকারান্ত শব্দের জ্বায় হয়। যথা—“ছোটর বড়র অনেক প্রভেদ”, “আর ভালর কাজ নাই, এখন আলোর আলোর ভালর ভালর বিদায় দে'মা চলে বাই।”

১০৫। এক, দুই, তিন, চারি (৩৩ চার), পাঁচ, ছয় প্রভৃতি সংখ্যা-বোধক শব্দকে সংখ্যাবাচক বলে। এই সকল শব্দ-নিম্নের পদ কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণবৎ প্রযুক্ত হয়।

সর্বনাম ।

আমি শব্দ ।

বিভক্তি	পদ	(দিগের প্রত্যয়ান্ত হইলে) পদ
এ	আমি,	(১)
	আমায়,	
	আমাতে	
রা	আমরা	

(১) দিগের প্রত্যয়ান্ত আমি, তুমি ও আপনি শব্দের উত্তর ‘এ’ বিভক্তি হয় না। বহুবচনে কর্তৃকারকে “আমরা” করণে কেবল ‘দারা’ ও ‘দিয়া’ বোঝে আদি-দের দারা, আমাদিগের দারা, আমাদিগকে দিয়া, আমাদিগের দিয়া, আমাদেয় দিয়া—পদ হয়। আর—আমাদের সকলে, তোমাদের সকলে—একগুণ বাক্যাংশ দারা অধিকরণের অর্থ প্রকাশ হয়।

কে	আমাকে,	আমাদিগকে, আমাদের
	আমারে	
হইতে	আমা হইতে,	আমাদিগের হইতে, আমাদের হইতে
থেকে	আমাথেকে,	আমাদের থেকে
র	আমার	আমাদিগের, আমাদের

তুমি শব্দ ঠিক আমি শব্দের জায়। (১)

আপনি শব্দ ।

এ	আপনি,	
	আপনার, আপনাতে	—
রা	আপনারা	—
কে	আপনাকে,	আপনাদিগকে, আপনাদের (২)
	আপনারে	
হইতে	আপনাহইতে	আপনাদিগের হইতে
থেকে	আপনাথেকে	আপনাদিগের থেকে
র	আপনার	আপনাদিগের, আপনাদের

(আপন)

তাহা শব্দ ।

(তিনি)

(১) সামান্ত লোক আমি হলে 'মুই' এবং তুমি হলে 'তুই' বলে। তাহার রূপ ; মুই—মোরে, মোদের, মোরা ; তুই—তোকে, তোরে, তোর, তোদের, তোরা।

(২) গ্রাম্য ভাষায় 'কে' বিভক্তিতে আপনকারে ; র বিভক্তিতে আপনকার ; এবং 'এ' বিভক্তিতে আপনকার, আপনকারে পদও কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। আপনি যখন তুমি বুঝায়, তখন 'র' বিভক্তিতে 'আপন' হয় না, 'নিজ' বুঝাইলে হয়।

এ	তিনি	(১)
	তাহাতে, তাঁতে	
	তাহায়, তাঁরু	
রা	তাহারা তাঁরা	
কে	তাহাকে, তাঁকে	তাহাদিগকে, তাহাদের, তাঁদের
	তাহারে, তাঁরে	
হইতে	তাহা হইতে	তাহাদিগের হইতে, তাহাদের হইতে
থেকে	তাহাথেকে,	তাহাদের থেকে, তাঁদের থেকে।
	তাঁথেকে ।	
র	তাহার, তাঁর	• তাহাদিগের, তাহাদের, তাঁদের
	(সে)	
এ	সে	সেগুলি, সেগুলো, সেগুলিতে,
	তাহায়, তায়,	সেগুলোতে, সেগুলায়
	তাহাতে, তাতে	
রা	তাহারা, তারা	—
কে	তাহাকে, তাকে,	• তাহাদিগকে, তাহাদের, তাঁদের
	তাহারে, তাঁরে	সেগুলি, সেগুলিরে, সেগুলিকে,
		সেগুলো, সেগুলারে, সেগুলোকে,

(১) 'দ্বিগুণ' প্রত্যয়ান্ত তিনি, যিনি, ইনি, উনি এবং (সমুদ্যবাচক শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত) কি শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তি হয় না। বহুবচনে কতাকারকে তাহারা, বাহারা ইত্যাদি পদ হয়। অধিকরণে 'তাহাদের সকলে' 'কোন লোকগুলিতে'—ইত্যাদিগুণ বাক্যাংশ দ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ হয়। করণে—কেবল দিয়া ও 'দ্বারা যোগে'—তাহাদিগের দ্বারা, তাহাদের (তাদের) দ্বারা, তাহাদের (তাদের) দ্বারা, তাহাদিগকে দ্বারা—ইত্যাদিগুণ পদ হয়। বাক্যনিয়ম সাধনিত পদগুলি চলিত কথায় ব্যবহার হইরা থাকে।

হইতে	তাহাহইতে	তাহাদের হইতে তাহাদিগের হইতে, তাদের হইতে, সেগুলি হইতে, সেগুলি হইতে
থেকে	তাহার থেকে, তার থেকে	তাহাদের থেকে, তাদের থেকে সেগুলি থেকে, সেগুলি থেকে
র	তাহার, তার	তাহাদিগের, তাহাদের, তাদের, সেগুলির, সেগুলার (তাহা)
এ	তাহা. তা, তাহার, তাতে তার, তাহাতে	সেগুলি, সেগুলি, সেগুলার, সেগুলোতে (১) সে (২)
রা	তাহা. তা (৩)	—
কে	তাহা, তা	সেগুলি, সেগুলি, সেগুলিকে, সেগুলোকে,
হইতে	তাহা হইতে, তা হইতে	সেগুলি হইতে, সেগুলি হইতে
থেকে	তাহা থেকে, তা থেকে	সেগুলি থেকে, সেগুলি থেকে
র	তাহার	সেগুলির, সেগুলার

বাহা শব্দের রূপ ঠিক তাহা শব্দের তায় ।

(১) সে—সর্বনাম বিশেষণ, সে সন্ময়, সে সকল কথা বাউক ।

(২) করণকারকে সাধারণতঃ সেটি দ্বারা বা সেটি দিয়া; অবিকরণকারকে সেটিতে—এবং অপাদানে সে সকল হইতে ইত্যাদি বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয় ।

(৩) সমুদয় ভিন্ন অনার্য বাক্যে শব্দের পরিবর্তে যে সর্বনাম বসে, তাহার উক্ত 'রা' বিভক্তির প্রায়ই লোপ হয় । ঐ সকল শব্দে সমুদয় ধর্ম আরোপ করিতে লোপ হয় না ।

সকনাম ।

ইহা শব্দ ।

• (ইনি)

এ	ইনি,	ইহাঁদিগেতে
	ইহাঁয়, ইহাঁতে,	
	এঁতে	
রা	ইহাঁরা, এঁরা	—
কে	ইহাঁকে এঁকে,	ইহাঁদিগকে, ইহাঁদের এঁদের
	ইহাঁরে, এঁরে	
হইতে	ইহাঁ হইতে, •	ইহাঁদিগের হইতে, ইহাঁরা
	ইনি হইতে	হইতে, এঁরা হইতে, ইহাঁদের
		হইতে, এঁদের হইতে
থেকে	ইহাঁ থেকে, এঁথেকে	ইহাঁদের থেকে, এঁদের থেকে
র	ইহাঁর, এঁর	ইহাঁদের এঁদের

‘ইহা’ শব্দ স্থানে যখন এ হয়, তখন ‘এ’ বিভক্তিতে ইনির পরিবর্তে ‘এ’ হয় ; এবং অত্ৰ সকল পদে ইকার ও একারের উপর চন্দ্রবিন্দু থাকে না । ইহা শব্দের যখন আকার পরিবর্তন না হয় তখন তাহার রূপ ‘তাহা’ শব্দের ত্রায় হইয়া থাকে । ‘উহা’ শব্দের রূপ ‘ইহা’ শব্দের ত্রায় ।

কি শব্দ (মনুষ্যবাচক শব্দের পরিবর্তে বসিলে) ।

এ	কে	—
	কাহায়, কায়,	
	কাহাতে, কাতে	
রা	কাহারা, কারা	—

কে	কাহাকে, কাকে,	কাহাদিগকে, কাহাদের, কাদের কাহারে, কারে
হইতে	কাহা হইতে	কাহাদের হইতে
থেকে	কাহা থেকে,	কাহাদের থেকে (কাদের থেকে) কাথেকে, কার থেকে
র	কাহার, কার	কাহাদের, কাদের
কি শব্দ (মনুষ্যবাচকভিন্ন অস্ত্র শব্দের পরিবর্তে বসিলে)		
এ	কি,	কোন্‌গুলি, কোন্‌গুলা, কোন্-
	কিসে, কিসেতে	গুলিতে, কোন্‌গুলাতে, কোন্
	কোন্ (১)	গুলায়
রা	কি (২)	—
কে	কি	কোন্‌গুলি, কোন্‌গুলা (৩)
হইতে	কি হইতে	কোন্‌গুলি হইতে, কোন্‌গুলা হইতে
থেকে	কি থেকে,	কোন্‌গুলি থেকে
	কিসে থেকে	কোন্‌গুলা থেকে
র	কিসের	কোন্‌গুলির কোন্‌ গুলার

১০৬। বাহা, তাহা ও কি শব্দ স্থানে সময়ে সময়ে—যথা,
তথা ও কোথা হয় এবং তাহার উত্তর এ, হইতে ও র বিভক্তি
বসিলে নিম্নলিখিতরূপ পদ হয়।

(১) সর্বনাম বিশেষণ,

(২) সচরাচর 'কি কি' এইরূপ দ্বিগুণিত পদ ব্যবহৃত হয়।

(৩) 'কি কি' এইরূপ দ্বিগুণিত পদও ব্যবহৃত হয়।

	এ	হইতে	র
যথা	যথা, যথায়	—	যথাকার
তথা	তথা, তথায় .	তথা হইতে	তথাকার
কোথা	কোথা, কোথায়, কোথা হইতে		কোথাকার
	কোথাতে	কোথায় হইতে	

যথা,—‘কি স্বদেশে, কি বিদেশে, যথায় তথায় থাকি ।

তোমার রচনামধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি ॥’

‘কোথা সেই জন, জানে কোন্ জন, যে জন সৃজন লয় করে ।’

সাদৃশ্য ও উদাহরণবিবার জন্য যে ‘যথা’ পদ ব্যবহৃত হয়, তাহা অব্যয়,—ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে । প্রাচীন পদ্যে ‘তথায়’—এই পদের স্থানে কচিং ‘তথি’ দেখা যায় ।

নিম্ন লিখিত সংস্কৃত পদগুলি বাঙ্গালার চলিত আছে ।

(ক)	পদ	মূলশব্দ	অর্থ
	বাহ্যার	সংস্কৃত বদ্ (বাহা)	বাহার দ্বারা
	তদ্বারা	সংস্কৃত তদ্ (তাহা)	তাহার দ্বারা
	এতদ্বারা	সংস্কৃত এতদ্ (ইহা)	ইহার দ্বারা ।

বাঙ্গালার এগুলি অব্যয়—করণ কারক বলিয়া অর্থ করিতে হইবে ।

(খ)	যদা	সংস্কৃত বদ্ (বাহা)	যখন
	যত্র	ঐ	যেখানে
	তদা	সংস্কৃত তদ্ (তাহা)	তখন
	তত্র	ঐ	সেখানে
	কদা	সংস্কৃত কিম্ (কি)	কবে, কখন
	কুত্র	ঐ	কোথায়

বাঙ্গালার এই পদ গুলি অব্যয়—অধিকরণকারক বলিয়া অর্থ করিতে হইবে ।

যথা—যত্র জীব, তত্র শিব । বর্তমান লেখকের। এই সকল পদ প্রায় ব্যবহার করেন না ; তবে পদ্যে সময়ে সময়ে দেখা যায় ।

(গ)	অত্র	সংস্কৃত ইদম্	এখানে
-----	------	--------------	-------

বাঙ্গালার এটা সর্বনাম বিশেষরূপেও ব্যবহার হয় । অর্থ এই । আদালতে ও দলিলপত্রে ব্যবহার হয় । যথা—অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত কারণ দর্শাইবে ।

নিম্নলিখিত পদগুলি সময়ে সময়ে পদ্যে ব্যবহার হয় ।

(ঘ)	বস	সংস্কৃত অসম্ (আসি)	আমার
-----	----	--------------------	------

তব	সংস্কৃত বুদ্ধ্য (ভূমি)	তোমার
তত্ত্ব	ঐ তদ	তাহার
কস্ত	ঐ কিম্	কাহার
তন্মৈ	ঐ তদ্	তাঁহাকে

বাঙ্গালায় এই সকল পদ অব্যয় ; প্রথম চারিটি—সম্বন্ধপদ ও পঞ্চমটি কর্তৃপদ বলিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে।

প্রাচীন গ্রন্থে কচিং তন্মৈঃ এই পদ 'তাঁহাকে' বুঝাইতে প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়। যথা—
তন্মৈঃ য়ে নিরঞ্জনায় নম। (যশ্চ মঙ্গল), নিরঞ্জনায়—অর্থাৎ নিরঞ্জনকে।

(ঘ) অহং সংস্কৃত অশ্মদ্ আমি

এই পদটি পরিহানাদিহুলে কচিং ব্যবহৃত হয়। যথা—এই ত অহং আসিলেন।
এখানে 'অহং' সর্বনাম, কর্তা।

যেন তেন প্রকারেণ—এটি সংস্কৃত বাক্যাংশ; অর্থ—যে কোনরূপে। বাঙ্গালায়
অব্যয়-বাক্যাংশ, ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে।

(ঙ) মদীয় (আমার) ত্বদীয় (তোমার) ত্বদীয় (আপনার), স্বীয়, স্বকীয় (নিজের)
প্রভৃতি কয়েকটি পদ বাঙ্গালায় চলে। বাঙ্গালায় এগুলি বিশেষণ পদ। প্রাচীনগণের
লেখায় অশ্মদীয় (আমাদের) ও বুদ্ধ্যদীয় (তোমাদের) পদও কচিং দেখা যায়।

(চ) কেন (কি হেতু) ও যেন (যাহাতে বা যাহার দ্বারা) এই দুটি সংস্কৃত পদ
বাঙ্গালায় সর্বনাম-অব্যয়, ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা—এমন এক খানি ছুরি আনিবে.
যেন (যাহার দ্বারা) কলম কাটা যায়। সুদৃশ্য বুঝাইতেও যেন পদের প্রয়োগ হয়।
সেখানেও ঐরূপ অধ্যয়ন।

(জ) শ্রীচরণেযু (হৃদয় চরণে), শ্রীচরণ কমলেযু (পাখের স্তায় হৃদয় চরণে),
সমীপেযু (নিকটে), মহাশয়েযু (মহাশয়ের 'নিকটে') এই পদগুলি শ্রীচরণপ্রভৃতি শব্দের
সংস্কৃত অধিকরণ পদ। এইরূপ প্রবলপ্রত্যাপেযু, মহিমার্ণবেযু, ধর্ম্মাবতारेযু;
প্রতিপালকবরেযু।

সংস্কৃতের অনুকরণে কয়েকটি অসংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন এইরূপ পদও বাঙ্গালায়
চলিত আছে। যথা—বরাবরেযু, হৃজুরেযু, জোনাবেযু অধিকরণ কারকের অর্থ
বুঝাইতে বরাবর হৃজুর ও জোনাব শব্দের উত্তর সংস্কৃতের অনুকরণে 'যু' বসিয়াছে।
এই সকল পদ আদালতের ভাষায় চলে।

(ঝ) দেবশর্ষণঃ, শর্ষণঃ, বর্ষণঃ, মিত্রস্ত, মিত্রদাসস্ত, বহু দাসস্ত দেবস্ত, গুপ্তস্ত,
দাস্তা, দেব্যা (কচিং দাস্তাঃ দেব্যাঃ) প্রভৃতি পদগুলি—দেবশর্মা, শর্মা, বর্মা, মিত্র
প্রভৃতি শব্দের সম্বন্ধ পদ। বাঙ্গালাতেও এগুলি সম্বন্ধ পদরূপে প্রযুক্ত হয়। তন্নিম্ন
শর্ষণ, বর্ষণ, দাস্তা ও দেব্যা শব্দত্রয়কেও সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়। তখন
উহাদের উত্তর বিভক্তিযোগ হইয়া থাকে। যথা—“আমি শ্রীমহাকাশী দেব্যা
চৌধুরাণী হৃজুরে দরখাস্ত করি। নিবেদন করিতেছি যে শ্রীকৃষ্ণদাসী দেব্যাংর লোকেরা

ঐরাহ্মণের বর্ণনের যোগাযোগে (১) জবরদস্তি পূর্বক আমার জমির ধান কাটার জন্য জাতিয়াল আনিয়া জমা করিতেছেন এবং হরি শরৎকে দিয়া আমার ভয় দেখাইতেছেন” আদালতে এইরূপ ভাষা চলে।

বিশেষণ ।

১০৭। কোন পদের গুণ, অবস্থা, সংখ্যা প্রভৃতি বুঝাইবার নিমিত্ত যে পদ ব্যবহার হয়, তাহার নাম বিশেষণ। (২)

বড় কঠিন কথা,—এখানে ‘কঠিন’ এই পদটি ‘কথা’ এই পদের এবং ‘বড়’ পদটি—‘কঠিন’ এই পদের গুণ প্রকাশ করিতেছে। ‘কঠিন’ এই পদটি বিশেষ্যের বিশেষণ ; এবং বড় পদটি বিশেষণের বিশেষণ।

কঠিন ও বড় এই দুই পদই মোটামুটি বিশেষণ বা ‘সামান্ত বিশেষণ’।

ধীরে ধীরে চল ;—এখানে ধীরে ও ধীরে এই দুই পদ ‘চল’ এই পদের বিশেষণ। ‘চল’—ক্রিয়াপদ, সুতরাং ‘ধীরে ধীরে’—ক্রিয়ার বিশেষণ। অতএব বিশেষণ দুই প্রকার।

১০৮। এক পদকে অত্র পদের স্বরূপ করিয়া বর্ণনা করিলে এই প্রথমোক্ত পদকে বিধেয়বিশেষণ বলে। যথা,—‘তুমিই আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ভরসা ; তুমিই নয়নের মণি, তুমি হে সর্বস্ব দাতা।’ এখানে তিনটি ‘তুমি’ সর্বনাম ; এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ভরসা ও মণি বিধেয় বিশেষণ।

বিধেয়বিশেষণকে বিশেষ্যের ও সর্বনামের সমপদ বলিয়াও অগ্রহ করিতে পারা যায়।

১০৯। যে সকল বিশেষণ সংখ্যা বুঝায়, তাহাদিগকে সংখ্যাবাচক

(১) অর্থাৎ যোগে। যোগাযোগে—অপভ্রংশে। যোগ সাক্ষেপে বলে।

(২) বিশেষণ প্রকাশিত গুণ যত বেশী হইবে, সংখ্যা তত কম হইবে। বৈপরীত্যেও এই নিয়ম যথা—মনুষ্য, খেতকার মনুষ্য, আমেরিকাবাসী খেতকার মনুষ্য।

বিশেষণ বলে। যথা;—‘কর্ণেল সাহেব ছয়শত আখারোহী এবং পঞ্চম শিখ-সেনাদলের চারিশত পদাতি সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন।’ এখানে—ছয়শত, পঞ্চম ও চারিশত। সংখ্যাবাচক বিশেষণ। তদ্ব্যতীত ছয়শত ও চারিশত সমষ্টি (সংখ্যা) বাচক এবং পঞ্চম—পূরণ (সংখ্যা) বাচক বিশেষণ।

১১০। কি, কি কি, কেমন, কিরূপ, কত, কোন্, কিরূপে, কেমন করে—ইত্যাদি পদ যুক্ত প্রশ্ন করিয়া বিশেষণ নির্ণয় করিতে হয়। ইহা-দেয় মধ্যে ‘কিরূপে’ এবং ‘কেমন করে’—ক্রিয়ার বিশেষণ নির্ণয় করে। যথা,—গরম দুধ অনেক উৎকট রোগে সুপথ্য। এখানে প্রশ্ন। কিরূপ দুধ? উত্তর। গরম।—‘গরম বিশেষণ।’

প্রশ্ন। কি বা কিরূপ রোগে? উত্তর। উৎকট রোগে।—‘উৎকট’ বিশেষণ।

প্রশ্ন। কোন্ কোন্ উৎকট রোগে? উত্তর। অনেক উৎকট রোগে। ‘অনেক’ বিশেষণ।

১১১। ‘সামান্য’ বিশেষণের উত্তর বিভক্তির লোপ হয়। সুতরাং বিভক্তি যোগবশতঃ কোন আকার পরিবর্তনও হয় না। যথা—হিন্দুস্থানী লোকেরা; হিন্দুস্থানী মেয়েরা।

১১২। বিশেষণের লিঙ্গ ও বচন নির্দেশ করিতে হয় না। বিশেষণ যে পদের গুণ প্রকাশ করে, সেই পদের যে লিঙ্গ ও বচন, বিশেষণেরও সেই লিঙ্গ ও বচন। (১) লিঙ্গ ও বচনভেদে বাঙ্গালা বিশেষণের আকার পরিবর্তন হয় না। যথা—সুন্দর বালক, সুন্দর ফুল, সুন্দর মেয়ে, খোঁড়া সাজু, খোঁড়া মেয়ে, খোঁড়া গাট।

(১) ক্রিয়ার লিঙ্গ নাই। সুতরাং ক্রিয়ার বিশেষণেরও লিঙ্গ নাই।

১১৩। বিশেষণ যখন বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার উত্তর কারকবিত্ত্বি যথাসম্ভব থাকে এবং তন্নিবন্ধন আকার পরিবর্তন ঘটে। যথা—দরিত্রের মরণই মঙ্গল। মূর্খে ও বিদ্বানে অনেক প্রভেদ।

১১৪। ক্রিয়ার বিশেষণে 'এ' বিত্ত্বি হয়। যথা—অধোমুখে বসিয়া আছ কেন? যেক্ষেপে বা যেক্ষেপেতে পার কার্য্যাসিদ্ধি চাই; ত্বরায় কলিকাতায় যাও। কোন কোন স্থলে 'এ' বিত্ত্বির লোপ হয়। যথা—দীঘ্র যাও; সত্ত্বর আসিও; সে ক্রমাগত কাঁদিতেছে; আমাদের অগত্যা স্বীকার করিতে হইল।

কোন স্থলে ক্রিয়ার বিশেষণের দ্বিভূত হয়। যথা—ধীরে ধীরে চল; সে এত ঘন ঘন আসিতেছে কেন? দ্বিভূতপ্রাপ্ত অনুকার অব্যয় যখন ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, তখন ক্রিয়ার সাতত্ব বা পোনঃপুন্য বুঝায়। সাঁ করিয়া চলিয়া গেল—সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়া গেল। এই সকল অব্যয় ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বুঝায়। যথা—হা হা করিয়া বা হো হো করিয়া হাসিল, হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল; খিল খিল করিয়া হাসিল। ফিক্ করিয়া হাসিল; ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। (১)

মাত্রপ্রত্যয়ান্ত ভাববিশেষ্য পদগুলি প্রায় ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া যায়। ইহাদের উত্তর প্রায়ই বিত্ত্বির লোপ হয়। (২)

(১) প্রকৃত প্রস্তাবে 'সাঁ করিয়া' 'সাঁ সাঁ করিয়া' এই বাক্যাংশগুলিই ক্রিয়ার বিশেষণ। তবে পদ পরিচয়ের সময় 'সাঁ' ও 'সাঁ সাঁ' 'করিয়া' এই ক্রিয়ার বিশেষণ বলিতে হইবে। কতকগুলি অনুকার অব্যয় বিদ্য হইলে প্রথম পদের সঙ্গে আকার আগম হয়। তখন 'করিয়া' এই ক্রিয়া পদের প্রয়োজন হয় না। যথা—'টপ টপ করিয়া খাইয়া ফেলিল', 'টপাটপ খাইয়া ফেলিল'।

অব্যয়ের উপধা স্বর 'অকার' হইলেই এইরূপ আকার আগম হয়।

(২) আমার বাওয়া-মাত্র হইল—ইত্যাদিরূপ স্থলে বাওয়ারাজ বিশেষ্যই রহিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার বিশেষ্যের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে যেমন আ ও ই প্রত্যয় হয়, বিশেষণের উত্তরও সেইরূপ হইয়া থাকে । উক্তরূপ প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি বিশেষণ বাঙ্গালায় চলিত আছে । যথা—

(ক) অবসর।	চন্দ্রাননা	পাণ্ডুরসী	ভাগ্যবতী
আকুলা	চন্দ্রাননী	এবলা	মুক্তকেশী
উৎপাদিকা	চপলা	প্রিয়া	মুখরা
কৃপিতা	তৎপর।	প্রোক্তমা	শ্রীমতী
কাপনা	ত্বিনয়না	বনবাসিনী	সঙ্গিনী
কোমলাঙ্গী	ত্বিনয়নী	বিদূষী	সুন্দরী
কণিকা	দয়াবতী	বিদ্যাযতী	সহচরী
গুণবতী	নবীনা	বুদ্ধিবতী	বঙ্গপা

আবার সংস্কৃতের অনুকরণে কতকগুলি বাঙ্গালা বিশেষণও ঐরূপ প্রত্যয়ান্ত হইয়াছে । যথা—

(খ) অবলা, এলোকেশী, নীলবরণী, বিদ্যাময়ী, পাণিনি, মনোলোভা, রাগান্বিতা, স্বল্পপিলী ।

এই সকল স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ সর্বত্র ব্যবহার হয় না । যেখানে যেরূপ ভাল শুনায, সেখানে সেইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে যথা—‘এমন মুখরা মেয়েও থাকে ।’ ‘সীতা চকিত হইয়া গিজ্ঞাসা করিলেন ।’

আবার অনেক সমাসান্ত সংস্কৃত শব্দ ঐরূপ স্ত্রীপ্রত্যয়বৃত্ত হইয়া বাঙ্গালাগ্রছে স্থান পাইয়াছে । যথা—‘বিচিত্র-সৌধসম্বাধ-রাজধানীর প্রাসাদ কক অলঙ্কৃত করিবে?’ সন্দর্ভহার । সৌধকিরীটিনী-লঙ্কা—মেঘনাদবধ । কোন কোন গ্রন্থকার বাঙ্গালা লিখিতেও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পালিয়া চলেন ।

প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী...চতুর্দশী, পূর্ণিমা, পৌর্ণমাসী, অমাবস্তা—এই কয়েকটি তিথিবাচক এবং প্রথম, দ্বিতীয়া...সপ্তমী এই কয়েকটি বিত্ত্তিবাচক স্ত্রীলিঙ্গ সংস্কৃত-বিশেষণ বাঙ্গালায় চলিত আছে । ইহার বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয় ।

অব্যয় ।

১১৫ । অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ হয় ।

(ক) অনেকগুলি অব্যয় ক্রিয়ার বিশেষণ হয় । যথা—

অকস্মাৎ ঝট, ঝটপট নিভাস্ত

অন্তঃপর

অন্ততঃ (ও অন্তত) ঝটিতি (ঝটিত) নিধান

অধিকন্তু	তা	বারংবার
অপিচ	তাবৎ	বেহক
অবধি	দৈবাৎ	ভাগ্যে
অবশ্য	নচেৎ	ভূয়ো ভূয়ঃ
আচম্বিতে	নতুবা	মুহূর্হঃ (ও মুহূর্হ)
আবার	নয়	যৎপরোনাস্তি
আন্তে	না (প্রদীপ্তার্থক)	যথা
ইতি	না (নিষেধার্থক)	যদবধি
একান্ত	নিরন্তর	যদি, যদিও, যদিচ
কাজে কাজে	পরন্তু	যদ্যপি
কি	পুনঃ পুনঃ (ও পুন)	যাবৎ
কিন্তু	পুনশ্চ	যুগপৎ
কেবল	পুনরায়	যেন
ক্রমশঃ (ও ক্রমশ)	পুনর্ব্যায়	সহসা
খামকা	প্রতি	অন্তরাং
গর (নিষেধার্থক)	প্রায়, প্রায়শঃ (ও প্রায়শ)	অভাবতঃ (ও অভাবত)
চট	ফলতঃ (ও ফলত)	হঠাৎ
চটপট	ফলে	হয়ত
তথা	ফের (আবার অর্থে)	হৃদ
তথাচ	বটে	হৃদযুদ্ধ •
তথাপি	বরং	হাঁ, হা, হায়
তবে	বরাবর	হামেনে (ও হাবেনে)
তদবধি	বস্তুতঃ (ও বস্তুত)	

(খ) কতকগুলি অব্যয় বিশেষণরূপেই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। যথা,—অতি, অতীব, আর, আরও, কর্তৃক, তাবৎ, তাহদ, বুধা, যৎপরো-
নাস্তি, যাবৎ ।

(গ) কতকগুলি অব্যয় পদাঘরী ; অর্থাৎ উহাদের যোগে শব্দের উত্তর বিভক্তি হয় । এবং ঐ বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত উহাদের অর্থ হয়। যথা—অপেক্ষা, ইস্তক, ছাড়া, চেয়ে, জন্য, জন্যে, তক, তরে, দক্ষণ, দোহাই, দ্বারা, ধিক্, নাগাত, নিমিত্ত, নিমিত্তে, ন্যায়, পর্য্যন্ত, পাকে, পানে, পিছু, প্রতি, প্রায়, পারা, বই, বটে, বাড়ি, বাবত, বাবতে, বিনা, মত, মারকত, সঙ্গে, সহ, সহিত, সহিতে, (১) সেওয়ায় ।

(ঘ) কতকগুলি অব্যয় কারকপদ । যথা—

অচিরাত্	উপর্যুপরি	তদানী
অচিরে	একদা	তদানীং
অতঃপর	কদাচ	সতত (ও সর্বত)
অধুনা	কচিং	সদা
অনন্তর	কদিচ	সদা সর্বদা
অন্যদা	কত্, কস্মিন্‌কালে	সদ্ব (ও সত্বঃ)
আদৌ	কদাচিৎ	সর্বদা
ইদানী	কদাপি	সম্প্রতি
ইদানীং	তদা	

উভয়তঃ (ও উভয়ত), একতঃ (ও একত), অন্যতঃ (ও অন্যত)
সর্বতঃ (ও সর্বত) প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত । ইহারা অধিকরণ পদ ।

(১) কচিং ব্যবহৃত হয়। যথা—‘শিশুকাল হতে, তোমার সহিতে, জীবনে
জীবন লেখা ।’

১১৬ । (ক) কতকগুলি অব্যয় ভাববোধক ; অর্থাৎ হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, যুগা প্রভৃতি প্রকাশ করে । যথা—অবাক্, অহো, আঃ, আহা, আহাহা, আমরি, ইঃ, ইন্, ইহিহি, উঃ, উহ্, উহ্হ, এনকোর, ওঃ, ওমা, ওবাবা, ওহো, কি, ক্যাবাং, ছি, ছিঃ, ছিছি, হঃ, ছয়ো, ছুউও, দূর, দূর দূর, দোহাই, ধন্য, ধন্য ধন্য, ধিক্, পুঃ, পু, বলিহারি, বলিহারি বাই, বহুত-আচ্ছা, বাপ্, বাপ্‌রে, বাঃ, বা, বাহবা, বেশ, বেশ বেশ, ব্রেভো, মরিমরি, মহাভারত, মাগো, মাগো মা, যাই, রামরাম, রে, সাবাস, হায়, হায়হায়, হায় হায় হায়, হাহা হা, হাঁরে হাঁ, হাঁহাঁ, হাঁ হাঁ হাঁ, হো হো হো ।

(খ) কতকগুলি অব্যয় সংযোজক, অর্থাৎ বাক্য বা পদ পরস্পর সংযুক্ত করে । যথা—অতএব, অথচ, অথবা, অনন্তর, আর, আরও, এবং, ও, কিংবা, কিন্তু, কেননা, তথাচ, তথাপি, তথা, তবু, তবেই, তাই, নতুবা, নচেৎ, পরন্তু, প্রত্যুত, বরং, (১) বরঞ্চ, বা, যখন, যাই, (২) যদি, যদিও, যদিচ, যতপি, যদিচ্যাং, সূতরাং ।

(গ) কতকগুলি অব্যয়কে অনুকার-অশ্রয় বলে । শব্দের অনু-করণ বুঝাইবার জন্য উহাদের প্রয়োগ হয় । যথা—কচ্‌মচ্‌, কটাস্‌, কড়্‌কড়্‌, কল্‌ কল্‌, কুল্‌ কুল্‌, কুটুর্‌ কুটুর্‌, কুহ্‌ কুহ্‌, খল্‌ খল্‌, খিল্‌ খিল্‌, খ্যাচ্‌ খ্যাচ্‌, গর্‌গর্‌, গড়্‌গড়্‌, গুন্‌গুন্‌, গুম্‌গুম্‌, গুর্‌গুর্‌, ঘট্‌ঘট্‌, ঘড়্‌ঘড়্‌, ঘুট্‌মুট্‌ ঘেউ ঘেউ, চটাস্‌, চড়্‌চড়্‌, ঝঝঝঝ, ঝন্‌ঝন্‌, ঝনাং, ঝাঁ ঝাঁ, টুপ্‌ টুপ্‌, টুপ্‌ টাপ্‌, টুক্‌ টুক্‌, ঠক্‌ঠক্‌, ড্যাং ড্যাং, ঢক্‌ ঢক্‌, ঢং ঢং, তন্‌ তন্‌, থপ্‌ থপ্‌, ছম্‌ছম্‌, ধাঁ ধাঁ, ফিক্‌ ফিক্‌ ফিক্‌, বন্‌ বন্‌, ববম্‌ বম্‌, বম্‌ বম্‌,

(১) দুটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভালটিকে বুঝাইতে ‘বরং’ অব্যয়ের প্রয়োগ হয় ।

(২) ‘যাই’ পূর্বাভূতি হইল, অমনি আকাশে মেঘ দেখা গেল ।

বোঁ, বোঁ বোঁ, ভন্ ভন্, ভেন্ ভেন, ভোঁ ভোঁ, মড়্ মড়্, মন্মন্, ম্যা, ম্যাও, শন্শন্, সন্ সন্, সাঁ, সাঁ সাঁ, হি হি, হা হা, হো হো। (১)

(ঘ) কতকগুলি অব্যয় অবস্থাবাচক। যথা—চড়্ চড়্, ছল্ ছল্, ছট্ ছট্, বল্ বল্, বল্ বল্, বাঁ বাঁ, টক্ টক্, টক্ টক্, টল্ টল্, টল্ টল্, তন্ তন্, থুঁ থুঁ, প্যান্ প্যান্, ফ্যান্ ফ্যান্, রন্ রন্। অনেক অক্ষর অব্যয়ও অবস্থাবাচক।

(ঙ) কতকগুলি অব্যয় বাক্যালঙ্কার। যথা—ই, কেন, কি, তা, ত, গো, না, বটে, হাঁগো, হোক্গে, ব্যানে, মেনে, যে, যেন।

(চ) কতকগুলি অব্যয় কথার মাত্রা। যথা—(ছেলে) পিলে ; (জল) টল ; (কাপড়) চোপড় ; (বাসন) কোসন। (২)

(ছ) কতকগুলি অব্যয় সম্বোধনসূচক। যথা—অগ্নি, ওরে, অরে, ও, ওগো, ওহে, ওলো, গো, ভো, রে, না, লো, হাঁগো, হারে, হাঁরে, হেঁলো, হাঁলা।

(জ) কি, কেন, ত, না এবং ব্যাকি প্রশ্নসূচক অব্যয়। যথা—তুমি না কলিকাতায় গিরাছিলে ?

(ঝ) ‘ই’ ও ‘ত’ অব্যয় নিশ্চয়ার্থ ও নির্দেশার্থ সূচক। কার্যের অবিস্মৃতিত্ব বুঝাইতেও ‘ই’ বসে। যথা—তোমাকে যেতেই হবে।

(ঞ) তথা, ন্যায়, প্রায়, মত, যথা, যেন—উপমাশূচক অব্যয়। ‘যেন’ উৎপ্রেক্ষা, কামনা, উপদেশ ও প্রার্থনাও বুঝায়। যথা—মুখখানি যেন পূর্ণচন্দ্র ; যেন আমার অপরাধ লইও না।

(১) বক্তার অভিপ্রায় বিশদ করিবার নিমিত্ত অনেক স্থলে প্রকৃত বা কাল্পনিক ধ্বনির অনুকরণে এই সকল অব্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল অব্যয় এবং অবস্থাবাচক অব্যয় প্রায়ই বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হয়।

(২) এই সকল অব্যয় আবার স্বভাবীয় অস্তিত্ব পদার্থবাচক। ছেলে পিলে—ছেলে এর ছেলের সমান অস্ত্র মনুষ্য। কাপড় চোপড়—কাপড় ও তৎসদৃশ অন্যান্য ব্রহ্ম।

(ট) সমুচ্চয়ার্থেও 'ও' অব্যয় ব্যবহৃত হয় । যথা—তোমাকেও যেতে হবে ।

(ঠ) অপ, উপ, গর, না (অ ও অন), প্রতি, পিছু ও কি—এই কয়টি অব্যয় অর্থ বিশেষে অন্যপদের পূর্বে বা পরে বসিয়া সমাসের নিয়মে ঐ সকল পদের সহিত একপদ হইয়া যায় । যথা—অপকর্ষ, উপদেবতা, উপদ্বীপ, গরহাজির, গরাদার, নারাজ, অমামুখ, অনাচার, অনপ্রতি, প্রতিজন, লোকপিছু, ফিলোক ।

(ড) বলিয়া (বলে), করিয়া (করে) প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সময়ে সময়ে অব্যয়ের দ্বায় ব্যবহৃত হয় । যথা—অসময়ে বৃষ্টি হইল বলিয়া কান্নেরবৃষ্টি এই ব্যাঘাত ।

সংস্কৃত ব্যাকরণে প্র. পরা, অঙ্গ, সম্, নি, অব, অমু, নিম্, দুম্, বি, অবি, হ্র, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি উপ, আ—এই কুড়িটি অব্যয়কে উপসর্গ বলে । ইহাদের যোগে সংস্কৃত ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয় । যথা—হ্র ধাতু—হরণ করা । সম্+হ্র = সংহার বা বধ করা ; আ+হ্র = আহার ; উপ+হ্র = উপহার ; উৎ+হ্র = উদ্ধার ; প্র+হ্র = প্রহার ; অপ+হ্র = অপহার (চুরি) ; উপ+সং+হ্র = উপসংহার ; বি+হ্র = বিহার (ভ্রমণ) ; পরি+হ্র = পরিহার (ত্যাগ) ; বি+অব+হ্র = ব্যবহার ; সম্+অভি+বি+আ+হ্র = সমভিব্যাহার । এইরূপ 'গমধাতু—আগত, অপগত, দুর্গত, বিগত, অধিগত, উদ্গমন, প্রত্যাগমন, সঙ্গত । যুক্ত—প্রয়োগ, সংযোগ, বিরোগ, অমুযোগ, অভিযোগ, উদ্যোগ, উপযুক্ত, নিযুক্ত, সুযোগ, আরোজন । পদ—প্রপন্ন, আপন্ন, বিপদ, সম্পদ, সম্পন্ন, উপপন্ন, উৎপন্ন । হ্রা—প্রহান, সংহান, অবহান, অগুষ্ঠান, অধিষ্ঠান উত্থান, প্রতিষ্ঠা, উপহান (পূজা), উপস্থিত । বদ—প্রবাদ, অপবাদ, সংবাদ, অনুবাদ, বিবাদ, পরিবাদ, প্রতিবাদ । সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে সিদ্ধ হইয়া এই সকল পদ বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে । সুতরাং ঐ সকল পদ সাধা বা এই সকল উপসর্গের অর্থ এবং ব্যবহারাদি বিশেষরূপে বর্ণন করা বাঙ্গালা ব্যাকরণের অধিকারভুক্ত নহে । উপসর্গগুলির নাম এবং উক্তরূপে ব্যবহার-প্রণালী মোটামুটি কিছু জানিলেই ছাত্রদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইল ।

অধঃ, অধস্তাৎ, চিরং, তুক্ষীং, নমঃ (নম), বহিঃ, শনৈঃ, সারং, স্বস্তি প্রভৃতি সংস্কৃত অব্যয় সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় ।

অনেকে—কারণ, হেতু, প্রতিধ্বনি, প্রতিফলন, অথা, আজি, কলা, কালি, মহিলে, নৈলে, না হয়, নয় ত, হয় ত, অয়ং, ইতিমধ্যে, ইতোমধ্যে, ইত্যবসরে, পৃথক্, মিথ্যা,

বে ছেজু, নানা, কিকিৎ, বখা, সাক্ষাৎ প্রভৃতি পদ অব্যয় বলেন । বাহাদের উত্তর বিভক্তি থাকে, কিংবা বে সকল পদের অন্তরূপে অব্যয় হইতে পারে, সে সকল শব্দ অব্যয় না বলাই ভাল । ঐ সকল পদ বাঙ্গালায় কোনটি বিশেষ্য, কোনটি বিশেষণ, কোনটি ক্রিয়া, কোনটি বাক্যাংশ (দুই পদের সমষ্টি) ।

সমাস

১১৭। পরস্পর অব্যয় বিশিষ্ট দুই বা বহুপদ সময়ে সময়ে সমাস দ্বারা একত্র হইয়া একপদ হইয়া যায় ।

সমাস হইলে পদগুলির কোন কোন স্থলে কিছু কিছু রূপান্তর হয় (১) এবং সমস্ত বিভক্তির লোপ হইয়া একটি নূতন শব্দ হয় । ঐ শব্দের উত্তর বিভক্তি বসে । যথা—সাহেবগঞ্জে । সাহেবের ও গঞ্জে এই দুটি পদ পরস্পর অধিত । সমাসদ্বারা ইহারা মিলিত হইল ; সাহেবের ও গঞ্জে এই দুই পদের ‘র’ ও ‘এ’ বিভক্তির লোপ হইয়া সাহেবগঞ্জ একটি শব্দ হইল ; তাহার উত্তর আবার ‘এ’ বিভক্তি হইয়া সাহেবগঞ্জে হইয়াছে । (২)

সন্ধি ।

১১৮। সমাসের দ্বারা যখন দুই পদ মিলিয়া এক পদ হয়, তখন পূর্বপদের শেষ বর্ণ (স্বর বা ব্যঞ্জন) পর পদের আদিবর্ণের সহিত কোন কোন স্থলে মিলিত হয় । ইহার নাম সন্ধি ।

১১৯। সন্ধি বাঙ্গালার প্রকৃতিসিদ্ধ নহে । ‘সেই উপলক্ষে অনেক দরিদ্র লোক এক একখানি কবল ও চারি-আনা-পরিমিত পরমা পাইয়া-

(১) এই সকল রূপান্তরিত পদ নিপাতনে সিদ্ধ । যথা—যে ক্ষণ—যখন ।

(২) সমাস দ্বারা যে সকল পদ গঠিত হয়, তাহাদিগকে ‘সমাস-নিষ্পন্ন’ বা ‘সমস্ত’ পদ বলে । সমাস দ্বারা এক পদ হইবার পূর্বে উহারা যে অবস্থায় থাকে, তাহাকে বাস্ত (স্বতন্ত্র) পদ বলে । সমাসের বাক্যকে ব্যাসবাক্য বলে । যথা—সাহেবের গঞ্জ—এইটি ব্যাস বাক্য । সাহেবগঞ্জ—সমাসনিষ্পন্ন পদ বা সমস্ত পদ । সাহেবের ও গঞ্জ এই দুটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যস্ত পদ ।

ছিল।—এই বাক্যে একপদ হইলেও এক-একখানি এবং চারি-আনা পরিমিত পদে সন্ধি হয় নাই। এইরূপ দু-আনি, যে-আনাজ প্রভৃতি পদেও সন্ধি হয় নাই।

তবে সন্ধিনিষ্পন্ন অনেক সংস্কৃতপদ বাঙ্গালায় চলিতেছে এবং সংস্কৃতের অনুকরণে কতকগুলি বাঙ্গালাপদও সন্ধিনিষ্পন্ন হইয়া বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়াছে। (১) সন্ধিমিলিত যে সকল বাঙ্গালা পদ সচরাচর দেখা যায়, তাহাদের কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। (২)

(ক) ইংলও + অধিপতি = ইংলঙাধিপতি। ইংলও + আগত = ইংলঙাগত। উত্তম + আশা = উত্তমাশা। মন + অন্তর = মনান্তর। মন + অনল = মনানল। মন + আগুন = মনাগুন। গর + আদায় = গরাদায়। (৩) নুন + অধিক = নুনাধিক। বন্দুক + অস্ত্র = বন্দুকাস্ত্র। বড়শা + আঘাত = বড়শাঘাত। অন্ন + আয়ু = অন্নায়ু। (৪) দীর্ঘ + আয়ু = দীর্ঘায়ু। লাভ + অলাভ = লাভালাভ। কলিয়া + অধিপ = কলিয়াধিপ।

এই সকল স্থলে অকার বা আকারের পর অকার বা আকার আছে। উভয় স্থরে মিলিয়া আকার হইল, আকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হইল।

(১) যে যে মূল পদের সন্ধি হইয়া এই সকল সংস্কৃত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এই সকল মূল পদ আদিও সংস্কৃত বা অন্তর্ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়া তাহার পর সন্ধি দ্বারা মিলিত হইয়াছে। যথা—মনস্ বা মনঃ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া ‘মন’ হইয়াছে। এইরূপ অন্তর শব্দও ঐ ভাষা হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। ঐ দুই পদই বাঙ্গালায় স্বতন্ত্ররূপে চলে। মন ও অন্তর সম্বাসের নিয়মে এক পদ হইয়া এবং সন্ধি দ্বারা মিলিত হইয়া মনান্তর হইয়াছে। এটি সংস্কৃত ‘সমন্ত’ পদ নহে।

(২) সম্বাসপ্রকরণেও অনেকগুলি সন্ধির উদাহরণ আছে।

(৩) বিকল্পে সন্ধি হয়। পক্ষে গর-আদায়।

(৪) অন্তরে কথ্যটি ইহার অপভ্রংশ।

স্থত্র—অকার বা আকারের পর অকার বা আকার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয় । আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয় ।

(ক) বিজ্জ্+নি+ঈশ্বর=বিজ্জোশ্বর ; দিল্লী+ঈশ্বর=দিল্লীশ্বর ।

এই সকল স্থলে ইকার বা ঈকারের পর ঈ আছে । উভয় স্বরে মিলিয়া ঈকার হইল । ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইল ।

স্থত্র—ইকার বা ঈকারের পর ইকার বা ঈকার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয় । ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় ।

(গ) যথা+ইচ্ছা=যথৈচ্ছা । ইংলণ্ড+ঈশ্বরী=ইংলণ্ডেশ্বরী । বৃটন+ঈশ্বরী=বৃটনেশ্বরী । ঢাকা+ঈশ্বরী=ঢাকেশ্বরী (কালী) । মক্কা+ঈশ্বর=মক্কেশ্বর ।

এই সকল স্থলে অকার বা আকারের পর ঈকার আছে । উভয় স্বরে মিলিয়া ঈকার হইল ; ঈকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হইল ।

স্থত্র—অকার বা আকারের পর ইকার বা ঈকার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয়ে মিলিয়া একার হয় ; একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় ।

(ঘ) পাহাড়+উপরি=পাহাড়োপরি । শির+উপরি=শিরোপরি ।

এই সকল স্থলে অকারের পর উকার আছে । উভয়ে মিলিয়া ওকার হইল ; ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইল ।

স্থত্র—অকার বা আকারের পর উকার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয় । ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় ।

(ঙ) অর্দ্ধ+এক=অর্ধেক ; ঋণ+এক=ঋণেক ; জন+এক=জনেক ; তিল+এক=তিলেক ; দশ+এক=দশেক ; পাঁচ+এক=পাঁচেক ; দিন+এক=দিনেক ; বার+এক=বারেক ; সের+এক=সেরেক ।

এই সকল স্থলে অকারের পর একার আছে । উভয় স্বরে মিলিয়া একার হইয়াছে ; একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইয়াছে ।

সূত্র—অকার বা আকারের পর একার থাকিলে কোন কোন স্থলে উভয় স্বরে মিলিয়া একার হয়। একার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(চ) নিম্নলিখিতরূপ পদ্ব্যুৎপত্তি নিপাতনে সিদ্ধ। দুই+এক=দুয়েক ; কুড়ি+এক=কুড়িক ; গোটা+এক=গোটাক ; শ (শত) +এক=শয়েক ।

সমাসমিলিত পদ ভিন্ন অস্তিত্বও কদাচিৎ সন্ধি হয়। যথা—

(ছ) অর্থ+এ (বিভক্তি) =অর্থ্যে ; মনুষ্য+এ+রা=মনুষ্যোরা ; একত্র+ইত=একত্রিত ; ইংলণ্ড+দেয়=ইংলণ্ডীয় ।

এই সকল স্থলে শব্দের অন্তস্থিত অকারের পর বিভক্তি ও প্রত্যয়ের স্বর আছে। পূর্ববর্তী অকারের লোপ হইয়া পরবর্তী স্বর পূর্ববর্ণ যুক্ত হইয়াছে।

সূত্র—বিভক্তি ও প্রত্যয়ের স্বর পরে থাকিলে কোন কোন স্থলে শব্দের অন্তস্থিত অকারের লোপ হয় এবং পরবর্তী স্বর পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(জ) কাঁদ+না=কান্না ; রাঁধ+না=রান্না ; মাগ্+না=মাগ্না ।

এই সকল স্থলে ধাতুর 'দ' 'ধ' ও 'গ' বর্ণের পর প্রত্যয়ের 'ন' আছে ; 'হ', 'ধ' ও 'গ' স্থানে যথাক্রমে 'ন' ও 'ঙ' হইল।

সূত্র—ধাতুর অন্তস্থিত বর্ণের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের পর প্রত্যয়ের 'ন' থাকিলে দুই এক স্থলে উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়।

(ঝ) যখন+ই=যখনই, যখনি ; তখন+ই=তখনই, তখনি ; এখন+ই=এখনই, এখনি ; অমন+ই=অমনই, অমনি ; তেমন+ই=তেমনই, তেমনি ; যেমন+ই=যেমনই, যেমনি ; কেমন+ই=কেমনই, কেমনি ; এমন+ই=এমনই, এমনি ।—এই সকল স্থলে যখন, তখন, এখন, অমন, তেমন, যেমন, কেমন ও এমন পদের উত্তর অব্যয় 'ই' আছে। বিকল্পে এই সকল পদের অন্ত্য অকারের লোপ হইয়াছে এবং 'ই'

তৎপূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইয়াছে। যখন অস্তু অকারের লোপ হয় নাই, তখন সন্ধিও হয় নাই।

সূত্র—অব্যয় ‘ই’ পরে থাকিলে যখন, তখন, এখন, অমন, যেমন, তেমন, কেমন ও এমন—এই কয়টি পদের অন্তস্থিত অকারের বিকল্পে লোপ হয়; ‘ই’ তৎপূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়।

অম্নি, তেম্নি ও এম্নি প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

সন্ধিনিম্পন্ন অনেক সংস্কৃত শব্দ বাক্যলার গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ এইরূপ কতকগুলি শব্দ সূত্র-সহিত প্রদত্ত হইল।

(১) অকার বা আকারের পর অকার বা আকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া আকার হয়; আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—অকার+অন্ত=অকারান্ত; শশ+অন্ত=শশান্ত; প্রত্যয়+অন্ত=প্রত্যয়ান্ত; স্বর+অন্ত=স্বরান্ত; ব্যঞ্জন+অন্ত=ব্যঞ্জনান্ত; সিংহ+আসন=সিংহাসন; মহা+আশ্রয়=মহাশয়; মহা+অর্ঘ=মহাৰ্ঘ; দেব+আলয়=দেবালয়; বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়; ধন+আগার=ধনাগার।

(২) ইকার বা ঐকারের পর ইকার বা ঐকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়। ঐকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—ক্ষিতি+ঐশ=ক্ষিতীশ; পৃথিবী+ঐশ্বর=পৃথিবীশ্বর।

(৩) উকার বা উকারের পর উকার বা উকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া উকার হয়। উকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—কটু+উক্তি=কটুক্তি।

(৪) একার বা আকারের পর ইকার বা ঐকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়। একার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—দেব+ঐশ্র=দেবেশ্র; গণ+ঐশ=গণেশ; মহা+ঐশ্বর=মহেশ্বর।

(৫) অকার বা আকারের পর উকার বা উকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া ওকার হয়। ওকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—চন্দ্র+উদয়=চন্দ্রোদয়; এক+উনবিংশতি=একোনিংশতি; মহা+উদয়=মহোদয়; গজা+উদক=গজোদক।

(৬) অকার বা আকারের পর ঋকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া অরু হয়; অকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। ঋ পর বর্ণের সম্বন্ধে ব্যয়। যথা—দেব+ঋষি=দেবর্ষি; মহা+ঋষি=মহর্ষি; রাজা+ঋষি=রাজর্ষি; উত্তম+ঋণ=উত্তমর্গ।

শীত+ঋত=শীতর্ষ, কৃধা+ঋত=কৃধাৰ্ষ—এইরূপ পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

(৭) অকার বা আকারের পর একার বা ঐকার থাকিলে উভয় স্বরে মিলিয়া ঐকার হয়। ঐকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—জন+এক=জনৈক; পরম+ঐশ্বর্য=পরমৈশ্বর্য।

(৮) অকার ও আকারের পর ওকার বা ঔকার থাকিলে উত্তর স্বরে মিলিয়া ঔকার হয়। ঔকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—মহা+ঔবধ=মহৌবধ।

(৯) ই ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই ঈ স্থানে য্ হয়। য্ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। পরের স্বর বকারে যুক্ত হয়। যথা—বিভক্তি+অন্ত=বিভক্ত্যন্ত; অগ্নি+উৎপাত=অগ্ন্যুৎপাত।

(১০) উ ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে উ ঊ স্থানে ব্ হয়; ব্ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়; পরের স্বর বকারে যুক্ত হয়। যথা—মধু+অভাব=মধ্বভাব।

(১১) ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঋ স্থানে র্ হয়; র্ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়; পরের স্বর বকারে যুক্ত হয়। যথা—পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়।

(১২) নিয়লিখিতরূপ পদ নিপাতনে সিদ্ধ;—কুল+অটা=কলটা, সীম+অন্ত=সীমান্ত (সীমি) [সীমান্ত (সীমার শেষ)]; প্র+উচ=প্রোচ; অক্ষ+উহিনী=অক্ষোহিনী; শুক্+ওদন=শুদ্ধোদন; অনা+অনা=অনোনা (পরম্পর), [অনান্য (অপরপর)]।

(১৩) চ কিংবা ছ পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে চ হয়। যথা—সৎ+চরিত্র=সচ্চরিত্র; উৎ+চ্ছেদ=উচ্ছেদ।

জ বা ঞ পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে জ হয়। যথা—সৎ+জন=সজ্জন; বিপদ+জাল=বিপজ্জাল।

ল পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে ল হয়। যথা—মৎ+লিখিত=মল্লিখিত।

(১৪) হ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ত ও দ স্থানে দ্ হয় এবং হ স্থানে ষ হয়। যথা—তদ্+হিত=তদ্বিত।

শ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ত ও দ স্থানে চ হয় এবং শ স্থানে ছ হয়। যথা—তদ্+শ্রবণ=তদ্ব্ৰবণ।

(১৫) অন্তঃস্থ ও উদ্য বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার হয়। যথা—সম্+বরণ=সংবরণ; সম্+বাদ=সংবাদ; কিম্+বদন্তী=কিংবদন্তী; কিম্+বা=কিংবা।

[বাঙ্গালার এববিধ, সম্বরণ, সম্বাদ, কিম্বদন্তী ও কিম্বা এই কয়েকটি পদও দেখা যায়। এক্ষণ পদ ব্যবহার না করাই ভাল।]

১৫। স্বরবর্ণ, বর্ণের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ ও হ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত বর্ণের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা—দিক্+অন্ত=দিগন্ত। দিক্+বিজয়=দিগ্বিজয়। জগৎ+ঈশ্বর=জগদীশ্বর। তৎ+অবধি=তদবধি। জগৎ+বহু=জগদ্বহু। অচ্+অন্ত=অজন্ত। কৃৎ+অন্ত=কৃদন্ত। হৃৎ+অন্ত=হৃদন্ত।

১৭। ন বা ম পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত বর্ণের প্রথমবর্ণ স্থানে পঞ্চমবর্ণ হয়। যথা—দিক্+মন্তল=দিগ্‌মন্তল। কিকিং+মাত্র=কিকিঙ্গাত্র। জগৎ+মঃ=জগদ্রাম।

[ব পরে থাকিলে ষ্ স্থানে দ্ হয়। যথা—কৃষ্+বোধ=কৃদ্বোধ]

১৮। স্বরবর্ণের পর পরপরস্থিত হ হানে ছ হর। যথা—পৰ্বত+ছায়া=পৰ্বত-
ছায়া। তরু+ছায়া=তরুছায়া।

১৯। 'উৎ' উপসর্গের পরস্থিত সংকৃত বা বাতৃ নিম্নর পদের সকারের লোপ
হয়। যথা—উৎ+স্থিত=উৎস্থিত।

২০। চ বা ছ পরে থাকিলে বিসর্গ হানে 'শ', 'ট' বা ঠ পরে থাকিলে 'ব' এবং
ত বা থ পরে থাকিলে 'স' হয়। যথা—শিরঃ+ছেদ=শিরচ্ছেদ। ধনুঃ+টকার
=ধনুটকার। মনঃ+তাপ=মনতাপ। নিঃ+ভেজ=নিভেজ।

২১। ক, প বা ফ পরে থাকিলে বিসর্গ হানে কখন স, কখন (অর্থাৎ অ আ
ভিন্ন অয়ের পর বিসর্গ থাকিলে) ব হয়। যথা—মনঃ+কামনা=মনকামনা।
নিঃ+বাস=নিবাস। বাচঃ+পতি=বাচপতি। নিঃ+পাপ=নিপাপ। নিঃ+ফল=
নিফল। কোন কোন স্থলে সন্ধি হয় না। যথা—ভেজঃ+পুঞ্জ=ভেজঃপুঞ্জ।

২২। অকার, বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ এবং হ পরে থাকিলে
অকার ও তৎপরবর্তী বিসর্গ হানে ওকার হয়। যথা—অধঃ+গমন=অধোগমন।
ভতঃ+অধিক=ভতোধিক। মনঃ+জাতীষ্ট=মনোজীষ্ট। মনঃ+মোহন=মনো-
মোহন। মনঃ+হর=মনোহর। বরঃ+বৃদ্ধি=বরোবৃদ্ধি।

২৩। স্বরবর্ণ, বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ এবং হ পরে থাকিলে
অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ হানে 'র' হয়; তবে র-জাত বিসর্গ হইলে
অকার ও আকারের পরস্থিত হইলেও র হয়; আর র পরে থাকিলে বিসর্গের হানে
জাত 'র' লোপ হয়; এবং পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা—নিঃ+আকার=নিরাকার।
দুঃ+লভ=দুর্লভ। (১) দুঃ+আকাজ্জা=দুরাকাজ্জা। পুনঃ (পুনর্)+আগত=
পুনরাগত। প্রাতিঃ (প্রাতির্)+আশ=প্রাতিরাশ। নিঃ+যোগ=নীযোগ।

সমাস

১২০। সকল স্থলে সমাস হয় না। প্রয়োগ অনুসারে সমাসের স্থল
নির্ণয় করিতে হয়।

সমাসনিম্নর কতকগুলি বাঙ্গালা পদ নিয়ে দেওয়া গেল।

তৎপুরুষ ।

১২১। রেলের গাড়ি—এই দুটি পদ একত্র হইয়া 'রেলগাড়ি' এই
একপদ হইয়াছে। এটি সমাসের কার্য্য। এইরূপ বৃটিসদিগের দ্বারা
শাসিত=বৃটিসশাসিত। কুলের বাগান=কুলবাগান। গোরা বা গোরা-

(১) যেক বৃদ্ধ হইলে লকারেরও বিকরে বিধ হয়।

দেব পণ্টন = গোরাপণ্টন । খত্তরের বাড়ী = খত্তরবাড়ী । মধুধারা মাথা = মধুমাথা । বিষের দ্বারা পোরা = বিষপোরা । শোষের (কালি শোষণ করিবার) কাগজ = শোষকাগজ । কষ্টির (কষ্টি করিবার) পাথর = কষ্টি-পাথর । মনের দ্বারা গড়া = মনগড়া । গাছে পাকা = গাছপাকা । ঢেঁকি দ্বারা ছাটা = ঢেঁকিছাটা । আগা হইতে গোড়া = আগাগোড়া । গিনির সোণা = গিনিসোণা । সহরের তলী (পার্শ্ববর্তী স্থান) = সহরতলী । ট্রামের গাড়ি = ট্রামগাড়ি । জেল হইতে খালাসি (খালাস-প্রাপ্ত) = জেল-খালাসি । বিশ হইতে ত্রিশ = বিশ-ত্রিশ । হাজার হইতে বারশত = হাজার বারশত । (১) এইরূপ ইংলণ্ডাধিপতি, বৃটনেম্বরী, জজআদালত, মৌলবি-বাজার, জেলদারোগা, পুলিশসাহেব, ষ্ট্রাম্পকাগজ, মীনমহাল, সাহেববাগান, চা-বাগান, পটোলক্ষেত, ধানীক্ষেত, কামারদোকান, বিষপুঁটুলি, চক্ষুলজ্জা, মনান্তর, রাজাগণ বা রাজগণ, (২) ধনবান্-গৃহ, ভ্রাতাগণ, যুবাগণ, হাত-গড়া, ঘরগড়া, ধর্ম্মাবতার, ঠাকুরঘর, হিন্দুস্থান, কাফিস্থান, গাছতলা, কলাপাতা বা কলাপাত, তালপাতা বা তালপাত, বাঁশপাতা, বামন-পাড়া, কারহুপাড়া, ধোবাপাড়া, বাজারমহল, দাসীমহল, পুকুরঘাট, কুয়া-তলা, ময়রাপটি, শাঁখারীপটি, নৌকাপথ, ঠাকুরপুত্র, (ঠাকুরপো), ঠাকুর-ঝি, মোচাক, বানরনাচ, ভালুকনাচ, গোলাবপাশ, শ্রীযুক্ত, শ্রীযুক্ত, মিশনারিগণ, বাজারগুজব, গাল-গল্প, টেকঘড়ি, কামানগর্জন, বন্দুক-শব্দ, বিলাত-ফেরত, গালা-ঘুষা (গালের বা মুখের ঘুষা অর্থাৎ ঘোষণা),

(১) বিশত্রিশ টাকার প্রয়োজন হয়, দিব । হাজার-বারশত টাকা ধরচ
হইয়াছে ।

(২) এই সময়ে রাজা শব্দ পরে থাকিলে রাজার অন্তর্হিত আকার হানে বিভা-
অকার হয় । যথা—রঘুরাজ, জাপানরাজ ।

অম্মের দাতা = অম্মদাতা, প্রজাদিগের পালক = প্রজাপালক, যে ক্ষণ = যখন, সে ক্ষণ = তখন ।

১২২ । এইরূপ সমাসে প্রায়ই পরবর্তী পদের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায় । ইহার নাম তৎপুরুষ ।

সূত্র—তৎপুরুষ সমাস প্রায়ই দুটি পদে হইয়া থাকে । দুটিই বিশেষ্য, পরস্পর অধিত ও বিভিন্নপ্রকার । সমাসনিম্পন্ন পদ বিশেষ্য হইয়া থাকে । এই সমাসে প্রায়ই পরবর্তী পদের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায় । যথা—ঠাকুরের পুত্র = ঠাকুরপুত্র । এখানে ঠাকুরের ও পুত্র—এই দুই পদের পরস্পর অধর আছে । দুটিই বিশেষ্য । পদ দুটি বিভিন্ন-প্রকার—অর্থাৎ ঠাকুরের সহক পদ ; এবং পুত্র নামপদ । সমাস-নিম্পন্ন ঠাকুর-পুত্র পদটিও বিশেষ্য এবং পুত্রকেই প্রধানরূপে বুঝাইতেছে ।

কুলিদের (জন্ত) আপিস = কুলিআপিস । গোরাদের (জন্ত) বাজার = গোরাবাজার । (বিয়) শাস্তির (জন্ত) স্বত্বায়ন = শাস্তি-স্বত্বায়ন । হিন্দু-দের (পড়িবার) কলেজ = হিন্দুকলেজ । মেয়েদের (পড়িবার) স্কুল = মেয়েস্কুল । আউসের (উপযুক্ত) জমি = আউসজমি । ঘোড়ার দ্বারা (চালিত) গাড়ি = ঘোড়গাড়ি । পায়ের দ্বারা (চালিত) গাড়ি = পা-গাড়ি । টানা দ্বারা (চালিত) পাখা = টানাপাখা । ডাক (বহিবার) গাড়ি = ডাকগাড়ি । হাতের দ্বারা (ধৃত বা ক্ষিপ্ত) হুতা = হাতহুতা । জলে (মাছের ভ্রম) জীয়াস্ত = জলজীয়াস্ত । ঘির সহিত (পাক করা) ভাত = ঘিভাত । 'স্বতের সহিত (পক) অন্ন = স্বতান্ন । পলের অর্থাৎ মাংসের সহিত (পক) অন্ন = পলান্ন । জলে (পক) সাগু = জলসাগু । জলে (পক) বালি = জলবালি । দুধে (মিশান) সাগু = দুধসাগু । বিবের (নাশক) পাথর = বিবপাথর । গন্ধের (বিক্রম) বণিক = গন্ধবণিক । ভাবের অর্থাৎ ধাক্কার (বোধক) বিশেষ্য = ভাববিশেষ্য । খ্রীষ্ট দ্বারা (প্রচারিত)

ধর্ম = ঋষ্টধর্ম । শ্রী দ্বারা (যুক্ত) রবীন্দ্রনাথ = শ্রীরবীন্দ্রনাথ । এই সকল স্থলে ‘জ্ঞাত’, ‘পড়িবার’, ‘উপযুক্ত’, ‘চালিত’, ‘বহিবার’ প্রভৃতি মধ্যবর্তী পদগুলির লোপ হইয়াছে ।

১২৩। এইরূপ সমাসকে মধ্যপদলোপী সমাস বলে । এইরূপ ইংরাজ-বাজার, ফিরিজিবাজার, পানবাজার, চটকল, হাতপাখা, রান্নাঘর, ফটো-গ্রাফচিত্র, মৌমাছি, মালগাডি, নীলকুঠি, রেশমকুঠি, সংস্কৃতকালেজ, টিকিটঘর, গোলামঘন্ট, সুবর্ণবণিক, পানিকল, পানকল, বরফজল, মাইল-পাথর, এঞ্জিনগাড়ি, মহম্মদ-ধর্ম, গোলাপজল প্রভৃতি পদগুলিও মধ্য-পদলোপী সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে ।

সময় (উপযুক্ত বা ভাল সময়) নয় = অসময় । কেজো (কাজের উপযুক্ত) নয় অকেজো । সচ্ছল নয় = অসচ্ছল । কাজ ৭ ভাল কাজ) নয় = অকাজ ।

এই সকল স্থলে নিবেদ্যার্থক ঐষ্যের সহিত তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে । ইহাকে নিবেদ্যতৎপুরুষ বলে ।

এই সকল স্থলে ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে নয় (বা না) অব্যয় স্থানে ‘অ’ হইয়াছে । স্বরবর্ণের পূর্বে নয় বা না স্থানে অন্ হয় । যথা—অনটন (১) । কদাচিত্ অা হয় । যথা—আলম্মী, আকাল (২), আভাঙ্গা, আকাচা আঘাটা ।

কোন কোন স্থলে নয় বা না অব্যয় স্থানে যে হয় । যথা—বে-দল ।

কর্মধারয় সমাস । (৩)

১০৪। দয়াল প্রভু = দয়ালপ্রভু । ঠাকুর (অর্থাৎ পূজনীয়) দাদা = ঠাকুরদাদা । ঠাকুর কাকা = ঠাকুরকাকা । স্ব দল = স্বদল । দুই দিক = দুদিক । (৪) নব নূর (আলোক) = নবনূর । কালা পল্টন = কালাপল্টন ।

(১) অজ্ঞ সমাসেও ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণের পূর্বে ‘না’ ও ‘নয়’ স্থানে অ ও অন হয় । যথা—অবৃক্ষ, অটুট, অহুমার ।

(২) সংস্কৃত সমস্ত পদ ‘অকাল’ ও বাঙ্গালা সমস্ত পদ ‘আকাল’—এই দুই পদের অর্থগত প্রভেদ আছে ।

(৩) পাণিনি যতে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত ।

(৪) সমাস হইলে ‘দুই’ শব্দের ‘ই’ সময়ে সময়ে লোপ হয় । যথা—দুশ, দুহাজার,

এই সকল স্থানে বিশেষণ ও বিশেষ্যপদ সমাসের দ্বারা এক পদ হইয়াছে। এইরূপ সমাসের নাম কৰ্ম্মধারয় ।

১২৫। সূত্র—বিশেষণ পদের সহিত বিশেষ্য পদের যে সমাস অথবা অভিধাতুসম্বন্ধে একার্থবোধক দুই পদের (১) যে সমাস তাহার নাম কৰ্ম্মধারয় ।

১২৬। কৰ্ম্মধারয় সমাসে কোন কোন স্থলে বিশেষণের পর-নিপাত হয়, কোন কোন স্থলে হয় না। যথা—এক জন = জনেক। এক ক্ষণ = ক্ষণেক। এক থানা = থানেক। এক বার = বারেক। এক মাস = মাসেক। এক সের = সেরেক। রাজা ইংরাজ = ইংরাজরাজ। বীর মারহাট্টা = মারহাট্টাবীর। বীর রাজপুত = রাজপুতবীর। তিন বছর বছরতিন। বার বৎসর = বৎসরবার। বিশেষ লোক = লোকবিশেষ। বিশেষ সময় = সময়বিশেষ। প্রভু গোরাজ = গোরাজপ্রভু। প্রভু নিত্যানন্দ = নিত্যানন্দপ্রভু। ভাজা মাছ = মাছভাজা। পোড়া মাছ = মাছপোড়া। সিদ্ধ আলু = আলুসিদ্ধ। পড়া তেল = তেলপড়া। বাটা হরিদ্রা হরিদ্রাবাটা। ঠাকুর (পূজনীয়) পিতা = পিতাঠাকুর। এইরূপ মাতা-ঠাকুরাণী, দাদাবাবু, দিদিবাবু, ব্রাহ্মণঠাকুর, ঘোষালঠাকুর, ডেপুটিবাবু, বাবুমহাশয়, দাদামহাশয়, খুড়ামহাশয়, ঘোষমহাশয়, গাজুলিমহাশয়, ঠাকুরমহাশয়, কালেক্টরসাহেব, খাঁসাহেব, রাজাবাহাদুর, রায়বাহাদুর, কান্ধ-

হুজারি। কোন কোন স্থলে 'দুই' স্থানে 'দো' হয়। যথা—দোচালা, দোমালা। কখন বিকল্পে হয়। যথা—দোটানা, দুটানা।

প্রত্যয়-পরেও কচিং বিকল্পে 'দো' হয়, এবং 'ই' লোপ হয়। যথা—দোহারী, দুহারী।

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে দুয়ের অধিক পদেও এই সমাস হয়। যথা—যে সং, সেই চিং, সেই আনন্দ = সচ্চিদানন্দ।

নুগো-বাব, বাজাঘড়ি, পেটাঘড়ি, ছোটলাট, বড়লাট, বড়লাটসাহেব, জজসাহেব, কালেক্টরসাহেব, ষাসমহল, চৌকিদারিটেক্স ।

১২৭। দুই বিশেষ্য পদের অথবা দুই বিশেষণ পদের কর্মধারয় সমাস ; যথা—সাহেব-লোক, ইংরাজ-লোক, বাহুমণি, সর্বস্বধন, ঢালাক-চতুর, কাঁচাপাকা, কাঁচামিঠে ।

১২৮। সমাস করিলে বিশেষণ ‘মহৎ’ শব্দের স্থানে মহা হয় । যথা—মহৎ গোল = মহাগোল (১) । এইরূপ মহাবটা, মহাধুম, মহাকাণ্ডকার-খানা, মহারানী, মহারাজা, মহারাজাবাহাদুর । (২)

১২৯। নিম্নলিখিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ ।—মন্দ কর্ম = অকর্ম ; মন্দ মাহুয = অমাহুয ; মন্দ কাজ = অকাজ ; অগ্র মাঠ = মাঠান্তর । এইরূপ মনান্তর, দেশান্তর, ফুলাস্তর (৩) । এক শত = একশ, শতথানেক, শতানেক । এক হাজার = হাজারথানেক । এক গোটা = গোটােক । দুই শত = দুশ । অগ্র নাম = বেনাম । মন্দ সুর = বেহুর । এইরূপ বেগতিক, বেবন্দোবস্ত ।

উপমিত ও রূপক সমাস ।

১৩০। চাঁদের জ্বায় মুখ = চাঁদমুখ ; পদ্মের জ্বায় মুখ = পদ্মমুখ । পাকির জ্বায় গাড়ি = পাকিগাড়ি । এই সকল স্থলে উপমান পদের সহিত উপমেয় পদের সমাস হইয়াছে এবং উপমেয় পদে উপমানের সাদৃশ্য বুঝা-

(১) মহা একটা গোল উটিল ; মহা এক বিশদ উপস্থিত—এইরূপ স্থলে মহাগোল ও মহাবিপদ একটি একটি পদ ; পদের মধ্যে ‘একটা’ ও ‘এক’ বসিয়াছে । এ সকল নিপাতনে সিদ্ধ । ‘একটা’ ও ‘এক’ বাক্যক্রমে ‘মহাগোল’ ও ‘মহাবিপদ’ পদের বিশেষণ ।

(২) মহারাজাবাহাদুরের অগ্রহতা ও ত্রিবিধকন অসুপস্থিতিতে সভা দুঃখ প্রকাশ করিলেন ।

(৩) ‘ফুল ছেড়ে ফুলাস্তর প্রজ্ঞাপতি বার ।

ডালা ভুলে ডালা কলে নাচে বৃহ বার ।’

হৈতেছে। এইরূপ সমাসকে উপমিত সমাস বলে। (১) এইরূপ চাঁদ-বদন, বকধাৰ্মিক, গজের (দাঁতের) ভায় দাঁত = গজদাঁত, চক্রেয় ভায় পুলি (নারিকেলাদি নির্মিত পিঠা) = চন্দ্রপুলি, ফুলের ভায় (সুন্দর) বাবু = ফুলবাবু, ফুলের ভায় (কোমল) কুমারী = ফুলকুমারী—প্রভৃতিও উপমিতসমাসসিদ্ধ।

১৩১। ডাঙ্গা রূপ পথ = ডাঙ্গাপথ; গাঙ রূপ পথ = গাঙপথ; জল রূপ পথ = জলপথ; বদন রূপ চাঁদ = বদনচাঁদ; বাবাই (পুত্রাদিহী) জীবন = বাবাজীবন। এইরূপ গৌসাইগোবিন্দ। এই সকল স্থলে উপমান ও উপমেয়ে অভেদকল্পনা হইয়াছে। এইরূপ সমাসকে রূপক সমাস বলে।

বহুব্রীহি।

১৩২। সম (সমান) বয়স যাদের = সমবয়সি, সমবয়স, সমবয়স্ক। এই স্থলে সমান ও বয়স শব্দে সমাস হইয়াছে। কিন্তু সমাসনিম্ন পদগুলি সমানবয়সের লোকদিগকে বুঝাইতেছে। এইরূপ সমাসের নাম বহুব্রীহি।

সূত্র—যে সকল পদে সমাস হয়, সেই সকল পদের অর্থ প্রধানরূপে না বুঝাইয়া সমাসনিম্ন পদ যদি তৎপদ-বাচ্য অন্য পদার্থকে প্রধানরূপে বুঝায়, তবে ঐ সমাসকে বহুব্রীহি বলে। এই সমাসনিম্ন পদ বিশেষণ।

(১) বাহার সহিত কোন পদের তুলনা করা যায়, তাহাকে উপমান এবং বাহার তুলনা করা যায় তাহাকে উপমের বলে। উপমান ও উপমেরের সমাসকে উপমিত ও রূপক সমাস বলে। সাধারণ-ধর্মবাচক পদের এরোপ না থাকিলেই এই সমাস হয়।

যেখানে উপমেরের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়, সেখানে উপমিত সমাস এবং উপমান ও উপমেরে অভেদকল্পনা হইলে রূপক সমাস হয়। উপমিত ও রূপক সমাসে দুটি পদই বিশেষ্য হইয়া থাকে। উপমিত সমাসে উপমানকে এবং রূপকে উপমেরকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে হয়।

চাঁদের ন্যায় মুখ যার = চাঁদমুখ ; চাঁদের ন্যায় বদন যার = চাঁদবদনী ;
 নীল বরণ যার = নীলবরণ (স্ত্রী—নীলবরনী) ; হত (মন্দ) ভাগ (ভাগ্য)
 যার = হতভাগা ; রুদ্ধ হইয়াছে খাস যার = খাসরুদ্ধ, রুদ্ধখাস ; উত্তম আশা
 (হইয়াছিল) বাহা হইতে = উত্তমাশা (অন্তরীপ) ; কাল পাণি (জল)
 যেখানে = কালাপাণি ; দশ বছর (বয়স) যার = দশবছরে, দশবছুরে ;
 আট হাত (পরিমাণ) যার = আটহাতি (কাপড়) ; বিশ গজ (পরিমাণ)
 যার = বিশগজি, বিশগজা ; (১) এক মণ পরিমাণ যার = একমণি
 (পাথর) ; (এক) আনা কম যাহার = আনাকম (এক টাকা) ; তিন
 সের পরিমাণ যার = তিনসের (চাউল) ; এইরূপ পাঁচগাছি (ইট) :
 তিনজাহাজ (লোক) ; দশনোকা (ধান্য) ; আটভরি (সোণ) , চারিবহর
 (কাঠ) ; সাতডোঙ্গা (চাউল) ; ছাবিশ-ইঞ্চি (ছাতি) ; ছয়নখর (বাটী) ;
 তিন মোহানার মিলন যেখানে = তে-মোহানি ; চারি রাস্তার মিলন
 যেখানে = চৌরাস্তা । চারি (রাস্তার) মাথার মিলন যেখানে = চৌমাথা ;
 তিন পায়া যার = তেপায়া, সেপায়া, ছেপায়া , তিন কাটি বাহাতে আছে
 = তেকাটা ; এইরূপ ছনলা, ছনলি ; হুমুখ, হুমুখো ; তিন শিরা আছে
 বাহাতে = তেশিরা, তেশিরে ; আট মাসে জন্মিয়াছে যে = আটাসে ; আট
 মাস (বয়স) যার = আটমাসে । গজার জলে (শপথ করে) যে = গজাজলে ,
 গজার জলে (করা যায়) বাহা = গজাজলি (শপথ) ; অন্তর (মধ্যে) জলের
 (করা যায়) বাহা = অন্তর্জলি ; পূর্ণ হইয়াছে কলা যার = পূর্ণকলা, পূর্ণকল
 (চন্দ্র) ; বোল কলা যার = বোল-কলা । (২) এইরূপ অন্নবয়সি, অন্নবয়স,
 অন্নবয়স্ক ; ধিকজীবন, ধিকজীবনে ; একুশ-আতুলে ; হাতভাঙ্গা ; ছয় মতি

(১) কেহ কেহ এই সকল পদ দ্বিগ-সমাস-সিদ্ধ বলেন । বাঙ্গালার দ্বিগ
 সমাসের অস্তিত্ব স্বীকার নিম্নরোজন ।

(২) 'চন্দ্র সবে বোলকলা হাস বৃদ্ধি তার ।'

যার = মতিছন্ন। অন্নায় বা অন্নেয়ে ; বিড়ালচণ্ডো, বিড়ালচক্কু ; উঁচু-কপাল, উঁচু-কপালে ; নাক-কাটা ; পেট-মোটা ; ছড়ি-হাতে ; বই-হাতে ; চসমা-নাকে ; কালামুখ ; কটাচণ্ডো, কটাচোণ্ডো ; তেচণ্ডো ; নামকাটা ; কপাল-পোড়া ; গালের (মুখের) ঘোষ (ঘোষণা) আছে যাহাতে = গালাঘুবা, গাল-ঘুবো ; কাণে যাহার (ঘোষ) ঘোষণা হয় অথবা কাণে ঘোষণা হয় যাহাতে = কাণাঘুবা, কাণাঘুবো ; চড়া-মেজাজ ; কড়া-মেজাজ ; বদ-মেজাজ, বদ-মেজাজি ; কমল-অঁবি। (১) কাপড়ে মোড়া যাহা = কাপড়মোড়া ; গলায়-দড়ে ; স্ততাবাধা ; জটাবিভূষণী (২) ; বদ গন্ধ যার = বদগন্ধ ; শুচিবাই, শুচিবেয়ে ; দেখন-হাসি ; হীরা-বসান (অঙ্গুরীর) ; ডায়মনকাটা (বালা) ; সান্তনরি ; চতুর্দোলা, চৌদোলা। লাঠিতে লাঠিতে (যুদ্ধ) = লাঠালাঠি। এইরূপ হাতাহাতি ; চুলোচুলি। (৩)

১৩৩। কড়ি নাই যার = নিকড়ে ; বুঝ নাই যার = অবুঝ ; স্তমার (পরিমাণ) নাই যার = অস্তমার ; তাল (হিসাব) নাই যার বা যাহাতে = বেতাল, বেতালা ; হিসাব নাই যার = বেহিসাবি ; হায়া (লজ্জা) নাই যার = বেহায়া ; এইরূপ বেহেড, বে-আড়া। ছাড়ে না যে = নাছোড় ; টুটে না যাহ = অটুট ; ভুল নাই যাহাতে = বিভুল। নাড়ী (নাড়ীজ্ঞান) নাই যার = আনাড়ী। মন্ড পুর যাহার = বেন্দুর ; অন্য দলে যে আছে = বেদল ; মন্ড চাল যার = বেচাল। এই সকল পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

উপপদ সমাস।

১৩৪। মনকে লোভযুক্ত করে যে = মনোলোভা ; গাড়ি পাকি চড়ে যে = গাড়ি-পাকি-চড়া (লোক) ; লস্কী ছাড়িয়াছে যাহাকে = লস্কীছাড়া ;

(১) 'সংবর ওরূপ ও কমল-অঁবি।'

(২) 'নাগিনী-জড়িত জটাবিভূষণী।'

(৩) যুদ্ধ বুঝাইলে এইরূপ সমাস হয়।

ঔষধ মাড়া যার বাহাতে = ঔষধমাড়া (খল) ; গাছ কাটা যার বাহার দ্বারা = গাছকাটা (অস্ত্র) ; দার দ্বারা কাটা হইয়াছে বাহা = দা-কাটা (ভামাক) ; আধ্ (অর্দ্ধ) ফুটিয়াছে বাহা = আধফোটা । এই সকল স্থলেও যে যে পদে সমাস হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য পদকে প্রধানরূপে বুঝাইতেছে । তবে প্রভেদের মধ্যে—এই সকল স্থলে উপপদের সহিত ক্রদন্ত পদের সমাস হইয়াছে । (১) ইহাকে উপপদ সমাস বলে ।

প্রাণভরা, আধপোড়া, গালভরা, বর্ণচোরা, মন-মজান, ছেলে-ধরা, ঘরভাঙ্গা, জঙ্গলকাটা, জঙ্গলকাটি (প্রজা), ঘরপোড়া, ধামাধরা, শাঁজ-বুমানী, পুকুরকাটা (মজুর), পায়পড়া (লোক), গায়পড়া (লোক), জলছেঁচা, ঘরবাঁধা, বইবাঁধা, শালকাটা, কাপড়কাটা, হাঁড়িগড়া, ইটগড়া, পাঠাকাটা (খড়া), ভুইকোঁড়, হাতচালা, ঢালাইকরা (২) কলাই-করা (ডেক), চুলছাটা (নাপিত), লুচিভাঙ্গা (ব্রাহ্মণ), লুচিভাঙ্গা (স্বত), লুচিভাঙ্গা (কড়া ও উনান), মাখনতোলা (ছথ), জলবেচা (পরস), মোটবওয়া (ধন), কাটনাকাটা (কড়ি ও বুড়ী) প্রভৃতি পদও উপপদ সমাস দ্বারা সিদ্ধ ।

দ্বন্দ্ব সমাস ।

১৩৫ । পিতা ও মাতা = পিতামাতা ; বাপ ও মা = বাপমা ; মা ও বাপ = মাবাপ ; ভাই ও ভগিনী = ভাইভগিনী ; দিবা ও রাত্রি = দিবা-রাত্রি । নাম ও ধাম = নামধাম ; হাট ও বাজার = হাটবাজার ; মাছ

(১) যেসকল পদের পরস্থিত ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হয়, তাহাদের নাম উপপদ । সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে যে সকল ক্রদন্তপদের উপপদ ব্যতীত স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় না—সেই সকল ক্রদন্তপদের উপপদের সহিত সমাসকে উপপদ সমাস বলে । সংস্কৃতব্যাকরণ অনুসারে এই সমাস তৎপুরুষের অন্তর্গত ।

(২) 'ছেলুখ ভাল চিরকাল ঢালাই-করা ছাঁচ ।'

ও তরকারি=মাছতরকারি; দাস ও দাসী=দাসদাসী; ঠাকুর ও ঠাকুরাণী (ঠাকরণ)=ঠাকুরঠাকুরাণী (ঠাকরণ) । এই সকল স্থলে দুই বিশেষ্যপদে সমাস হইরাছে; দুই পদেরই অর্থ সমানরূপে বুঝাইতেছে । এই সমাসের নাম দ্বন্দ্ব সমাস ।

সূত্র—যে সমাসের দ্বারা দুটি বিশেষ্য পদ মিলিয়া একপদ হয় এবং দুই পদেরই অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়, তাহার নাম দ্বন্দ্ব সমাস । (১)

১৩৬ । বিশেষ্যের স্তায় ব্যবহৃত দুই বিশেষণ পদেও দ্বন্দ্ব সমাস হয় । পদগুলির মধ্যে বথাযোগ্য সংযোজক অব্যয় বসাইয়া এই সমাসে ব্যাসবাক্য গঠন করিতে হয় । বথা—রাম ও সীতা=রামসীতা; সীতা ও রাম=সীতারাম; গঙ্গা ও যমুনা=গঙ্গাযমুনা; কাণা ও খোঁড়া=কাণাখোঁড়া; গাড়ি ও পাল্কি=গাড়িপাল্কি; ছেলে ও মেয়ে, অথবা ছেলে বা মেয়ে=ছেলেমেয়ে । (২) কেনাবেচা; আদানপ্রদান; ভাল বা মন্দ=ভালমন্দ; ন্যূন বা অধিক=ন্যূনাধিক; কম বা বেশি=কমবেশি, কমবেশি, কমবেশ; হাওলাত বা বরাত=হাওলাতবরাত; লাভ বা অলাভ=লাভালাভ; দিন ও রাত্রি (রাত) অথবা দিন বা রাত্রি (রাত)=দিনরাত্রি, দিনরাত; দিবা ও রাত্রি=দিবারাত্রি; গোটাক বা ছটা=গোটাকছটা ।

(১) বাঙ্গালার দুয়ের অধিক পদের দ্বন্দ্বসমাস অল্পই দেখা যায় ।

(২) ছেলেমেয়েগুলিকে বহু করিও—এই বাক্যে ছেলেগুলি ও মেয়েগুলি=ছেলেমেয়েগুলি । 'ছেলেমেয়ে বাহা হউক, একটা ছেলেই বাঁচি'—এই বাক্যে ছেলে বা মেয়ে=ছেলেমেয়ে । এইরূপ—'তিনি গাড়ি-পাল্কি চড়িয়া বেড়ান' । গাড়ি-পাল্কি (গাড়ি বা পাল্কি) বাহাই হউক, এক বামা আন ।' এইরূপ স্থলে দুই পদেরই অর্থ সমান রূপে না বুঝাইলেও প্রধান অনিচ্ছিত বলিয়া দুই পদেরই অর্থ প্রধানরূপে বুঝাইতেছে—মনে করিয়া লইতে হইবে ।

নিম্নলিখিত পদগুলিও বৃন্দসমাস দ্বারা সিদ্ধ ;—

গাড়িষোড়া, সোদর-সোদরা, কইমাগুর, ষোললেঠা, ইটুসুরকি, চুপসুরকি, বৌ-ঝি, বৌ-বেটা, হরগৌরী, পথবাট, রাজা-প্রজা, গুরু-পুরোহিত, গুরুপুরুত, স্বস্তুরজামাই, বাপ-বেটা, জলকাদা, দিবানিশি, অহনিশি ও অহর্নিশ (১), মালাচন্দন, কুটুণ-সাক্ষাৎ (২) দোলজুর্গোৎসব, নামধাম, কড়াক্রান্তি ; পিঠাপায়স, মশামাছি, চুয়াচন্দন, দইহুধক্ষীরসর ।

অব্যয়ীভাব ।

১৩৭। ঘরে ঘরে = প্রতিঘর, ঘরপ্রতি ; লোকে লোকে = প্রতিলোক, লোকপ্রতি, লোকপিছু ; জনে জনে = প্রতিজন, জনপ্রতি, জনপিছু ; কথার সদৃশ = উপকথা ; হীন দেবতা = উপদেবতা । এই সকল স্থলে সমাসনিম্ন পদে অব্যয় আছে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে ব্রূহি-তেছে । এই সমাসের নাম অব্যয়ীভাব ।

সূত্র—যে সমাসে অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় এবং সমাস-নিম্ন পদে অব্যয় থাকে, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে ।

নিম্নলিখিত পদগুলি অব্যয়ীভাব সমাস নিম্নপ ;—মণে মণে = প্রতিমণ, মণপ্রতি, মণপিছু ; ঘণ্টার ঘণ্টায় = প্রতিঘণ্টা, ঘণ্টাপ্রতি, ঘণ্টাপিছু ; ঘাটে ঘাটে = প্রতিঘাট ; জেলায় জেলায় = প্রতিজেলা ; দোকানে দোকানে = প্রতিদোকান ; অস্তির = সদৃশ উপাস্থি ; ইচ্ছা অনুসারে = যথেষ্ট ; স্নেহের অভাব = অস্নেহ, বিস্নেহ ; মিলের অভাব = অমিল, বেমিল, গরমিল ; ভাতের অভাব = হাভাত ; প্রত্যাশার অভাব = হাপ্রত্যাশ । আদারের অভাব = অনাদার, গরাদার, গর-আদার । বন্দোবস্তের অভাব = বেবন্দোবস্ত ।

(১) 'কেবল আমার সনে বৃন্দ অহর্নিশ ।'

(২) কুটুণ ও সাক্ষাৎ (যাহাদের সহিত সর্বদা দেখা হয়) = কুটুণসাক্ষাৎ ।

নিম্নলিখিত সংস্কৃত পদসমষ্টিগুলি বাঙ্গালার একপদরূপে ব্যবহৃত হয়। স্বতরাং সংস্কৃতে ভিন্ন ভিন্ন পদের সমষ্টি হইলেও বাঙ্গালার উহাদিগকে সমাসনিম্পন্ন বলিতে হইবে। যথা—সারাৎসার (সার হইতেও সার) সংস্কৃতে দুটি স্বতন্ত্র পদ, কিন্তু বাঙ্গালার একপদরূপে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার এটি তৎপুরুষ-সমাসনিম্পন্ন। এইরূপ পর (শ্রেষ্ঠ) হইতে পর (শ্রেষ্ঠ) = পরাৎপর; যৎ (যাহা হইতে) পর (শ্রেষ্ঠ) নাস্তি (নাই) = যৎপরোনাস্তি।

নিম্নলিখিতরূপ স্থলসমূহে কতকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালাপদ বাঙ্গালা সমাসের দ্বারা মিলিত হইয়াছে। যথা—‘উৎপাদিকাশক্তি-বলে’; ‘পরম-পূজনীয়-শ্রীমতীমাতা-ঠাকুরাণী-শ্রীচরণকমলেশু’, ‘পরমপূজনীয়-শ্রীযুক্ত বন-মালীশাস্ত্রীপিতা-ঠাকুর-মহাশয় শ্রীচরণকমলেশু’।

সমাসনিম্পন্ন অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালার গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি শব্দ নিম্নে দেওয়া গেল।

তৎপুরুষ।

চির [কাল] ব্যাপিরা স্থধী = চিরস্থধী; পুনঃ (আবার) উক্তি = পুনরুক্তি; গঙ্গাকে প্রাপ্ত = গঙ্গাপ্রাপ্ত; পদ দ্বারা আঘাত = পদাঘাত; বাস্তবিক (কর্তৃক) রচিত = বাস্তবিকরচিত; আমার কর্তৃক লিখিত = রচিত; পিতা (কর্তৃক) দত্ত = পিতৃদত্ত। এইরূপ স্বাত্মদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, রাজদত্ত। যেষ দ্বারা আচ্ছন্ন = যেষাচ্ছন্ন; শ্রী অন্ন বৃত্ত = শ্রীযুক্ত; এইরূপ শ্রীযুক্ত, জলসিস্ত, শিরোধার্য (শিরঃ + ধার্য) লোকের নিমিত্ত হিতকর = লোকহিতকর; জন্ম অবধি অজ = জন্মাক, ব্যাপ্ত হইতে ভয় = ব্যাপ্তভয়; রাজ্য হইতে চ্যুত = রাজ্যচ্যুত; পদ হইতে চ্যুত = পদচ্যুত; উত্তর (পর) হইতে উত্তর (পর) = উত্তরোত্তর; প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় = প্রাণপ্রিয়; গঙ্গার জল = গঙ্গাজল; হস্তের অঙ্গুলি = হস্তাঙ্গুলি; হংসের ডিঘ = হংসডিঘ (১); বিধের

(১) বার্তিককার বলেন—কুকুটীপ্রভৃতি পদের অণাদিপদের সহিত সমাস হইলে পুংবৃত্তাব অর্থাৎ অন্তর্হিত স্ত্রীপ্রত্যয়ের লোপ হইয়া কুকুটাও প্রভৃতি পদ হয়। কিন্তু মহাভাব্যাকারমতে কুকুটের অণ = কুকুটাও; কুকুট শব্দে কুকুটপ্রভৃতি; স্বতরাং কুকুটপদদ্বারা কুকুটীও বুঝিতে হইবে। এইরূপ হাপ্তহৃৎ; হংসডিঘ।

মিত্র-বিখ্যামিত্র : ভ্রাতার গণ-ভ্রাতৃগণ ; ভ্রাতার পুত্র-ভ্রাতৃপুত্র, ভ্রাতৃপুত্র ; (১)
 বাচ্ (বাক্) তাহার পতি-বাচস্পতি (১) ষাতুর অর্থ-ধাতুর্ঘ ; মাতার
 শাপ-মাতৃশাপ ; হস্তীর দন্ত-হস্তিদন্ত ; গুণীর গণ-গুণিগণ ; রাজার গণ-
 রাজগণ ; বিদ্যাতের আলোক-বিদ্যাদালোক ; পথের রাজা (প্রধান)-রাজপথ ;
 বিদেহের রাজা-বিদেহরাজ ; জগতের ঈশ্বর-জগদীশ্বর ; রাজার ধানী
 (বাসহান)-রাজধানী ; রাজার অর্দ্ধ-অর্দ্ধরাজ ; রাজার মধ্য-মধ্যরাজ ; অহঃ অর্থাৎ
 দিবস, তাহার মধ্য-মধ্যাহ্ন ; এইরূপ পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন, সারাহ্ন ; যঃ অর্থাৎ
 আগামী কল্য, তাহার পর (দিন)-পরম ; পিতাভে (পিতার প্রতি) ভক্তি-
 পিতৃভক্তি ; এইরূপ মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃভেদ ; রোজে পক-রোঙ্গপক ; ভঞ্জে-প্রবণ
 -ভঙ্গপ্রবণ ; নরের মধ্যে অধম-নরাধম ; পুরুষের মধ্যে অধম-পুরুষাধম ;
 পুরুষের মধ্যে উত্তম-পুরুষোত্তম ; আমিষ নয়-নিরামিষ ; অতি দূর নয়-নাতি-
 দূর, অনতিদূর ; কাল (শুদ্ধ কাল) নয়-অকাল ; এইরূপ অমুচিত, অনাচার,
 অধীর, অস্থির ; অতি শীতোষ্ণ নয়-নাতিশীতোষ্ণ ।

উপপদ ;—কৃত্ত করে যে-কৃত্তকার ; গৃহে থাকে যে-গৃহস্থ ; জলে চরে যে-
 জলচর ; প্রভা করে যে-প্রভাকর ; পকে জন্মে বাহা-পকজ ; মনে জন্মে যে-
 মনসিজ ; খে (আকাশে) চরে যে-খেচর ; বিমুখ (বিবেচনা করিয়া) কাজ
 করে যে-বিমুখাকারী, (বিমুখাকারী নয়-অবিমুখাকারী) ; কিছু করে বাহা
 (কোন কাজে লাগে)-কিকিৎকর (কিকিৎকর নয়-অকিকিৎকর) । ভূতে
 (ভূমির উপর) চরে যে-ভূচর ।

নাই কিখন (কিছু) বাহার-অকিখন ; নাই কৃত্ত : (কোথায় বা কোথা
 হইতে) ভয় বাহার-অকুতোভয় । (এই পদগুলি পাণিনিমতে তৎপুরুষ-
 সমাসসিদ্ধ ।

কর্মধারয় ।

পরম ঈশ্বর-পরমেশ্বর ; গুণী জন-গুণিজন ; কুদ্রা নদী-কুদ্রনদী ;
 মহান্ (২) দেশ-মহাদেশ ; মহৎ নগর-মহানগর ; মহতী রাজ্ঞী-মহারাজ্ঞী ;
 রাজা অথচ ঋষি-রাজর্ষি ; দেব অথচ ঋষি-দেবর্ষি ; (অথমে) হস্ত পরে
 উখিত-হস্তোখিত ; সমান জাতি-সম্ভাতি ; কুংসিত পুরুষ-কাপুরুষ ; কু

(১) সংস্কৃতব্যাকরণ অনুসারে অলুক সমাস ; কারণ সমাস হইলেও প্রথম
 পদের বিভক্তির লোপ হয় নাই ।

(২) সংস্কৃতে মহৎ শব্দের পুংলিঙ্গে 'মহান্' হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঐ প্রত্যয় করিয়া
 মহতী হয় ।

আচার—কদাচার; হুট অথচ পুট—হুটপুট; জীবন্ (জীবিত) হইয়াও মৃত—জীবন্মৃত; পণ্ডিত হইয়াও মূর্থ—পণ্ডিতমূর্থ। (এই সকল স্থলে প্রকৃত বাস বাক্য—যেহুট সেই পুট ইত্যাদি)। এইরূপ শীতোষ্ণ; মুহুমন্; মহান্ রাজা—মহা-রাজ; দশ অহঃ—দশাহ; পুণ্য অহঃ—পুণ্যাহঃ অবস্তম্ (নিশ্চয়) ভাবী—অবশ্যভাবী; এক অধিক দশ—একাদশ; ষট্ অধিক দশ—ষোড়শ; ঘনের (মেঘের) ন্যায় শ্যাম—ঘনশ্যাম; শশের (শশকের) ন্যায় ব্যস্ত—শশব্যস্ত; নবনী-তের ন্যায় কোমল—নবনীতকোমল; জ্ঞানরূপ আলোক—জ্ঞানালোক; শোক-রূপ অনল—শোকানল; অধর রূপ পল্লব—অধরপল্লব।

দ্বিগু ।

যে সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক হয় এবং তদ্বিত্তার্থে, উত্তরপদ-পরে বা বেখানে সমাহার অর্থ বুঝায়, সংস্কৃতব্যাকরণ অনুসারে সেই সমাসের নাম দ্বিগু। যথা—পঞ্চহস্ত প্রমাণ যার—পঞ্চহস্ত-প্রমাণ। এখানে প্রমাণ এই উত্তরপদ পরে পঞ্চও হস্ত এই দুই পদের দ্বিগু সমাস হইল। পঞ্চ বটের সমাহার—পঞ্চবটী; ত্রি (তিন) লোকের সমাহার—ত্রিলোকী; ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার—ত্রিভুবন। এইরূপ ত্রিগণৎ, চতুশ্চ, পঞ্চপাত্র, সপ্তাহ, নবরত্ন, শতাব্দী, চতুস্পদী। (১)

বহুব্রীহি ।

হু (স্বন্দর) নীল (বস্তাব) বাহার—হুনীল। হু বোধ বাহার—হুবোধ; শীর্ণ কলেবর বাহার—শীর্ণকলেবর; অসত্য বুদ্ধি বাহার—অসদ্বুদ্ধি। জিত ইঞ্জির বাহার কর্তৃক—জিতেঞ্জির; মহান্ আশয় বাহার—মহাশয়; অন্তবিষয়ে মন বাহার—অন্যমনস্ক; নাই অর্থ বাহার (বা বাহাতে)—অনর্থক; ত্রীর সহিত বর্তমান যে—সম্বীক; এইরূপ সদয়; বিনয় পূর্বে আছে বাহাতে—বিনয়পূর্বক; এইরূপ প্রণাম-পূর্বক, বলপূর্বক; প্রণাম পুরঃসর বাহাতে—প্রণামপুরঃসর; এইরূপ বিনয়সহ-কারে; সমান গোত্র বাহার—সমোত্র; এইরূপ সপিণ্ড, সহোদর, সোদর; সমান পতি বাহার—সপত্নী; স্থিরা প্রতিজ্ঞা বাহার—স্থিরপ্রতিজ্ঞ; উর্গা নাজিতে বাহার—উর্গনাভ; হু (ভাল) গন্ধ বাহার—হুগন্ধি (পুষ্প), হুগন্ধ (বায়ু)। [যেখানে গন্ধ নিজেই, স্রব্যান্তিরের নহে, সেখানে হুগন্ধি হইবে]। (২) পদ্মের গন্ধের ন্যায় গন্ধ বাহার—পদ্মগন্ধি, পদ্মগন্ধ; হু (ভাল) হৃৎ (হৃদয়) বাহার—হুহৃৎ; পাপে সতি বাহার—

(১) চতুস্পদী, ত্রিগণী, শতপদী, একপাদ, দ্বিপাদ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতব্যাকরণ অনুসারেও বহুব্রীহি সমাসেও সিদ্ধ।

(২) কোন বস্তুে ‘হুগন্ধি’ বায়ু এবং ‘হুগন্ধ’ বায়ু—উভয়ই সিদ্ধ। এইরূপ হুর্গন্ধি, হুর্গন্ধ।

পাপমতি ; আদি নাই বাহার = অনাদি ; অন্ত নাই বাহার = অনন্ত ; জ্ঞান নাই বাহার = অজ্ঞান ; চেতনা নাই বাহার = অচেতন ; ধন নাই বাহার = নিধন ; দ্বিতীয় নাই বাহার = অদ্বিতীয় ; দিক্ অধর বাহার = দিগধর ; বিভক্তি অন্তে বাহার = বিভক্ত্যান্ত ; কুৎ অন্তে বাহার = কুদন্ত ; এইরূপ প্রত্যয়ান্ত ; কর্তা বাচ্য বাহাতে = কর্তৃবাচ্য ; কর্ম বাচ্য বাহাতে = কর্মবাচ্য ; ভাব (ধাত্ব) বাচ্য বাহাতে = ভাববাচ্য ; শুক কণ্ঠ ও অধর বাহার = শুককণ্ঠধর ; আরক্ত নয়ন বাহার = আরক্তনয়ন ; কৃত (লক) হইয়াছে বিদ্যা বাহার = কর্তৃক = কৃতবিদ্যা (লকবিদ্যা) ; এইরূপ কৃতাজ্ঞান, কৃতকর্ম্ম (১) ; অন্ত (বিষয়ে) মন নাই বাহার = অনন্যমনা ; কুৎসিত আকার বাহার = কদাচার ; এইরূপ কদাচার ; সদা গতি বাহার = সদাগতি ; ত্রি (তিন) পদ (কবিতার চরণ) বাহাতে = ত্রিপদী ; এইরূপ চতুস্পদী : চতুর্ (চারি) পদ বাহার = চতুস্পদ : চতুর্ ভূজ বাহার = চতুর্ভূজ ; এইরূপ ত্রিভুজ, দশভুজ, পঞ্চানন, দশানন ; সম (সমান) শীতোষ্ণ (শীত ও উষ্ণ) বেধানে = সমশীতোষ্ণ ; অতি (অধিক) শীতোষ্ণ নয় বেধানে = নাতিশীতোষ্ণ ; নাই পাপ বাহার বা বাহাতে = নিম্পাপ, অপাপ ; নাই আশ্রয় বাহাতে = নিরাশ্রয় ; চন্দ্রের ন্যায় মুখ বাহার = চন্দ্রমুখ ; সিংহের ন্যায় বিক্রম বাহার = সিংহবিক্রম ; পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি বাহার = পুণ্ডরীকাক্ষ ; প্রোষিত (বিদেশগত) ভর্তা বাহার (যে স্ত্রীর) = প্রোষিতভর্তৃকা ; নদী মাতা বাহার (যে দেশের) = নদীমাতৃক ।

দ্বন্দ্ব ।

ফল ও পুষ্প = ফলপুষ্প ; পান ও ভোজন = পানভোজন ; খাদ্য ও অখাদ্য = খাদ্যাখাদ্য ; পশু ও পক্ষী ও কীট ও পতঙ্গ = পশুপক্ষীকীটপতঙ্গ ; দেব ও অহর = দেবাহর (এইরূপ হরাহর) ; ধর্ম ও অধর্ম = ধর্মাদধর্ম ; গাণ ও গুণ্য = গাণগুণ্য ; হিত ও অহিত = হিতাহিত ; সৎ ও অসৎ = সদসৎ ; কৃত ও অকৃত = কৃতাকৃত ; অহঃ ও রাত্রি = অহোরাত্র ; দিন ও রাত্রি = দিনরাত্রি ; গুরু ও শিষ্য = গুরুশিষ্য ; মাতা ও পিতা = মাতাপিতা ; বধু ও বর = বধুবর ; জ্ঞাত ও পতি = জ্ঞাপতি ; স্ত্রী ও পুরুষ = স্ত্রীপুরুষ ; শত্রু ও মিত্র = শত্রুমিত্র ; ভীম ও অর্জুন = ভীমার্জুন ; কুল ও লব = কুললব ; কার ও মনঃ ও বাক্য = কারমনোবাক্য ; শীত, ও উষ্ণ = শীতোষ্ণ ।

অব্যয়ীভাব ।

[সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সমীপতা, সাদৃশ্য, পৌষ:পুনা, অভাব, অতিক্রম না করা (অনুসারে), পর্যাণ্ত, বাহির (অগোচরতা), যোগ্যতা প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব

(১) চলিত কথায় করিত-কর্ম্ম ।

সমান হয়।) যথা—কুলের সমীপে—উপকূল; অক্ষির সমীপে—প্রত্যক্ষ, সমক্ষ; গঙ্গার সমীপে—অনুগঙ্গ; বীপের সদৃশ—উপবীপ; বনের সদৃশ—উপবন। দিনে দিনে—প্রতিদিন, অনুদিন। ক্রমে ক্রমে—প্রতিক্রম, অনুক্রম। মুহূর্তে মুহূর্তে—প্রতিমুহূর্ত। বিষয়ের অভাব—নির্বিষয়। আগদের অভাব—নিরাগদ। পাপের অভাব—অপাপ। ভিকারের অভাব—ভুক্তিক। জ্ঞানকে অতিক্রম না করিয়া (অর্থাৎ জ্ঞান অনুসারে)—বথাজ্ঞান। এইরূপ বথাবিধি, বথাক্রান্তি, বথাসাধ্য, বথেষ্ট, বথেষ্টে। কণ্ঠ পর্য্যন্ত—আকণ্ঠ। এইরূপ আজানু, আসমুদ্র। জীবন পর্য্যন্ত—যাবজ্জীবন। অক্ষির পর (বাহির)—পরোক্ষ। রূপের যোগ্য—অনুরূপ। আত্মাকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধীয়—অধ্যাত্ম। পান হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত—আগাদ-মস্তক। আদ্য হইতে উপান্ত (শেষ) পর্য্যন্ত—আদ্যোপান্ত।

সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য ভাষা হইতেও কতকগুলি সমাসনিপ্পন্ন পদ বাঙ্গালার গ্রহীত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কতকগুলি প্রদত্ত হইল। মুল্লির দপ্তর (১)—মুল্লিদপ্তর। এইরূপ বাজিরদপ্তর (২), দেওয়ানদপ্তর। নবাবমহাল; খাস (নিজ অধিকারভুক্ত) মহাল—খাসমহাল। এইরূপ খাসখামার; ইজারা (দেওয়া) মহাল—ইজারামহাল। নবাববাহাদুর, খাঁবাহাদুর, মৌলবিসাহেব। বাজির নামা (লিখন)—বাজিরনামা। এইরূপ ওকালতনামা, মোক্তারনামা, আমমোক্তারনামা। বাসের জমা—বাসজমা। জমা ও খরচ—জমাখরচ। বদ (মন্দ) ইজম—বদইজম। হক নয়—নাহক। এইরূপ নামজুর। রাইটিংএন্স (লিখিবার) বাক্স—রাইটিংবাক্স। এইরূপ রাইটিংটেবিল, রাইটিংডেস্ক। মেলের (ডাকের) ট্রেন—মেলট্রেন। পোষ্টের (ডাকের) আপিস—পোষ্টাপিস। এইরূপ টেলিগ্রাফআপিস, রেলওয়ে-আপিস; টেন্স (আদায়ের) আপিস—টেন্স-আপিস। এইরূপ রোডসেস-আপিস। পোষ্টের মাষ্টার (কর্তা)—পোষ্টমাষ্টার। এইরূপ টেলিগ্রাফমাষ্টার, টেন্সনমাষ্টার, টিকিটমাষ্টার। স্কুলের মাষ্টার (শিক্ষক)—স্কুলমাষ্টার; স্কুলের ইনস্পেক্টর—স্কুল ইনস্পেক্টর; পুলিশের ইনস্পেক্টর—পুলিশইনস্পেক্টর; পোষ্টের (ডাকের) কার্ড—পোষ্ট-কার্ড; স্ট্যাম্পের ভেণ্ডার (বিক্রেতা)—স্ট্যাম্পভেণ্ডার, কেনালের পার্শ্বস্থিত রোড—কেনালরোড। কুইনাইনের মিক্চার (মিশ্র)—কুইনাইন-মিক্চার। ক্যাষ্টের (রেডির) অয়েল—কাষ্টারঅয়েল। ইটিলের (ইম্পাতের দ্বারা নির্মিত) পেন—ইটিলপেন। আররনের (লৌহদ্বারা নির্মিত) চেই—আররন্-চেই। উডের (কাঠের

(১) দপ্তর—(পারসি) দক্‌তর—কাছারির কাগজ পত্র। বাঙ্গালার সাধারণ কাগজ পত্রের পুঁচুলি এবং কাৰ্যালয় বুঝায়।

(২) নজর—দৃষ্টি; বাজির—যে দৃষ্টি রাখে অর্থাৎ পরিদর্শক; তাহার দপ্তর (আপিস)।

অর্থাৎ কাঠের দ্বারা নির্মিত) গেজিল = উডগেজিল । উলের (পশমের অর্থাৎ পশম দ্বারা নির্মিত) টেকিং = উলটেকিং । ক্যাশের (টাকার অর্থাৎ টাকা রাখিবার) ব্যাঙ্ক = ক্যাশ-ব্যাঙ্ক । ক্রেটের (ক্রেটে লিখিবার) পেন্সিল = ক্রেটপেন্সিল । কলেরার (নাশক) পিল = কলেরাপিল । ফিবরের (ফিবের) [নাশক] বিক্টার = ফিবরবিক্টার । প্রেসের (অর্থাৎ ছাপাখানার চালক) মাস (লোক) = প্রেসমাস । মাজিষ্টারের ডেপুটি (সহকারী) = ডেপুটিমাজিষ্টার । এইরূপ ডেপুটিকালেক্টর, ডেপুটি ইনস্পেক্টর । জজের অধীন = সবজজ । এইরূপ সবইনস্পেক্টর, সবপোষ্টঅফিস, সবপোষ্টমাস্টার । গবর্ণমেন্টের হাউস (বাটী) = গবর্ণমেন্টহাউস । টেবিল ও চেয়ার = টেবিলচেয়ার । বাট ও বল = বাটবল । কুট (পদ) দ্বারা (চালিত হয়) বল (গোলা) বাহাতে = ফুটবল ; সোডা মিশান ওয়াটার (জল) = সোডাওয়াটার । মাজিষ্টার অফ কালেক্টর = মাজিষ্টার-কালেক্টর । রেলওয়ে, ফাউন্ড্রাস, মিশনস্কুল, পবলিকস্কুল, হাইস্কুল, হাইকোর্ট, গ্রেটকোর্ট, মেকলেস । আলি (উচ্চ) মেজাজ (স্বভাব) বার = আলিমেজাজ ; এইরূপ বদ-মেজাজ, বদমেজাজি ; বেআন্দাজ ; বেআকল ; দিল (হৃদয়) দরবার (সমুদ্রের) ন্যায় (প্রশস্ত) বাহার = দিলদরবার ; দিল (হৃদয়) দরাজ (প্রশস্ত) বাহার = দিলদরাজ । চশম্ (চক্ষু, দৃষ্টি) ধোর (যে খাইয়াছে) = চশম্ধোর (বাহার চক্ষুলজ্জা নাই) । নিমকহারাম (অকৃতজ্ঞ) ; নাস্তানাবুদ (বিনষ্ট) ; নিমরাজি (অর্দ্ধ স্বীকার) ; বদ (মন্দ) মাস (জীবিকা) বাহার = বদমাস, বদমাসিস ; রাজি নয় যে = নারাজ ; চারা (উপায়) নাই বার = নাচার, বেচার ; হাজির নয় যে = গরহাজির । মালের সহিত যে = বমাল ; এইরূপ বকলম ।

পুনরুক্তি ।

১৩৮ । লোকজন, জমিজমা, ঘরবাড়ী, ঘরদ্বার, কোটাভিটা, টাকাকড়ি, কথা-বার্তা প্রভৃতি পদগুলি সমাসনিম্পন্ন হইলেও পুনরুক্তি-গঠিত মাত্র ।

পাড়াপড়শী (পাড়ার পড়শী অর্থাৎ প্রতিবেশী) প্রভৃতি পদে অর্থগত পুনরুক্তি থাকিলেও ঐগুলি তৎপুরুষসমাসনিম্পন্ন ।

তদ্ধিত প্রত্যয় ।

১৩৯ । কতকগুলি শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতকগুলি প্রত্যয় হয় । প্রত্যয়গুলি যুক্ত হইয়া এক একটি নূতন শব্দ উৎপন্ন করে । তাহাদের উত্তর বিভক্তিযোগ হয় । এই সকল প্রত্যয়ের সাধারণ নাম তদ্ধিত ।

তদ্ধিতপ্রত্যয়-নিম্ন কতকগুলি পদ বিশেষ্য ; কতকগুলি—বিশেষণ ।
 আবার এই সকল তদ্ধিতপ্রত্যয় নিম্ন পদ অন্ততদ্ধিতযোগে যথাক্রমে
 বিশেষণ ও বিশেষ্য হইয়া থাকে । বিশেষ্য যথা—চাদানি, মাঝিগিরি,
 পণ্ডিত, মাষ্টারি । বিশেষণ যথা—পতনি, ‘আদারি, পোষাকি । বিশেষ্য
 হইতে বিশেষণ যথা—চাদানি + ওয়ালা = চাদানিওয়ালা । বিশেষণ হইতে
 বিশেষ্য যথা—পতনিদার + ই = পতনিদারি ।

১৪০। তদ্ধিত প্রত্যয় অনেক ; সাধারণতঃ বাক্যলার নিম্নলিখিত
 প্রত্যয়গুলির ব্যবহার দেখা যায় ।

১৪১। তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে শব্দের নানারূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে ।
 তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ ।

১৪২। যে যে শব্দের উত্তর যে যে প্রত্যয় হয় তাহা প্রয়োগ অনুসারে
 নির্ণয় করিতে হয় ।

(ক) একাধিক সংখ্যা বুঝাইতে শব্দের উত্তর ‘গুলি’ ‘গুল’ ও
 ‘দিগর’ প্রত্যয় হয় । যথা—শিশুগুলি, গাছগুলি, গরুগুলি, কাঠগুলি,
 হিন্দুদিগের । এই সকল প্রত্যয় বহুবচনের অর্থ বুঝায় । সাধারণতঃ অনা-
 দর বুঝাইলে ‘গুল’ এবং অন্তত ‘গুলি’ প্রত্যয় হয় । তবে মেহ ও আদর
 বুঝাইতেও কোন কোন স্থলে ‘গুল’ প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ দেখা যায় ।
 অপ্রাণিবাচক শব্দের উত্তর প্রায়ই দিগর প্রত্যয় হয় না । (১)

(খ) উৎপন্ন, সম্বন্ধীয়, আগত—এইরূপ অর্থ বুঝাইতে ‘দ্বিগ’ প্রত্যয়
 হয় । যথা—ভারতে উৎপন্ন বা ভারত সম্বন্ধীয়—ভারতীয় । এইরূপ
 দেশ—দেশীয়, ইউরোপ—ইউরোপীয়, ইংলণ্ড—ইংলণ্ডীয়, রোম—
 রোমীয়, খৃষ্ট—খৃষ্টীয় ।

(১) ‘দিগর’ একটি পারসি শব্দ ; বাক্যলার প্রত্যয়ব্যবহার হইতেছে ।

(গ) উৎপন্ন, আগত, সম্বন্ধীয়, নির্দিষ্ট, দক্ষ ইত্যাদি অর্থে এবং ভাব, পদ, কার্য, জীবিকা ইত্যাদি বুঝাইতে 'ই' প্রত্যয় হয় । (১) যথা—
 হিন্দুস্থানে উৎপন্ন বা হিন্দুস্থান সম্বন্ধীয়—হিন্দুস্থানি ; এইরূপ নেপালি, মনিপুরি, আরবি, কাবুলি, বর্শি, বেহারি, বাঙ্গালি, বিলাতি, কান্দীরি ;
 চালান-সম্বন্ধীয়—চালানি (কাজ) ; মানোয়ার (যুদ্ধজাহাজ) সম্বন্ধীয় বা
 তাহা হইতে আগত—মানোয়ারি (গোরা) ; সরকার (রাজা, প্রভু বা
 সর্বসাধারণ) সম্বন্ধীয়—সরকারি ; পত্তন—পত্তনি (তালুক বা সম্ব) ; মোগল
 সম্বন্ধীয়—মোগলাই ; নালিশে নির্দিষ্ট—নালিশি ; নিলামের জন্য নির্দিষ্ট—
 নিলামি (জমি) । এইরূপ পোশাকি । ঢাকার উৎপন্ন বা ঢাকা হইতে
 আগত—ঢাকাই ; এইরূপ পাটনাই, বোম্বাই । হুদে খাটান যায়—হুদি
 (ঢাকা) ; হিসাব করিয়া চলে—হিসাবি ; রেশমে নিশ্চিত—রেশমি ;
 এইরূপ পশমি, সূতি । পণ্ডিতের কার্য, ব্যবসায় বা পদ—পণ্ডিত ; এই-
 রূপ মাষ্টারি, কবিরাজি, উকিলি, পেঙ্কারি, দেওয়ানি, নায়েবি, কারকুনি,
 ডাক্তারি, মজুরি, কোচমানি, চাকরি । মুস্লেফের পদ, কার্য বা আদালত
 বা তৎসম্বন্ধীয়—মুস্লেফি ; নবাবের ভাব, কার্য বা পদ—নবাবি ; সাহেবের
 ভাব—সাহেবি ; এইরূপ আমিরি, বাহাদুরি, শরতানি, চালাকি । ভার
 (অধিক) আছে যার—ভারি ; এইরূপ রাগি, দামি ; তার বহে যে—ভারি ।
 জমিদারের ভাব, কার্য বা সম্পত্তি, অথবা তৎসম্বন্ধীয়—জমিদারি ; এইরূপ
 তালুকদারি, পত্তনিদারি, গাঁতিদারি । বাদশাহ বা বাদশা সম্বন্ধীয়,
 অথবা তাঁহার কার্য, ভাব বা রাজ্য—বাদশাহি, বাদশাই । বড়ার ভাব—
 বড়াই ; বামনের ভাব—বামনাই ; ঢোল বাহার জীবিকা—চুলি ; এইরূপ
 ঢাকি, দোকানি । ভাণ্ডার বা ভাঁড়ার যাহার জীবিকা বা অধিকৃত—

(১) এই 'ই' প্রত্যয়ান্ত শব্দ কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণ হয় ।

ভাণ্ডারি বা ভাঁড়ারি । চোর কর্তৃক অপহৃত—চোরাই । বদলে গৃহীত—বদলি । জাহাজ সম্বন্ধীয়—জাহাজি ; দরকার—দরকারি ; দাগ বাহার বা বাহাতে আছে—দাগি । সাফ (নির্দোষ) হইবার জন্য ব্যবহৃত—সাফাই ।

দেশ—দেশি (ও দিশি), মুসলমান—মুসলমানি (১)

(ঘ) জীবিকা অর্থে ও প্রকার অর্থে কয়েকটি শব্দের উত্তর ‘রি’ প্রত্যয় হয় । যথা—ভিখারি, জুয়ারি, মাঝারি, পুজারি ।

(ঙ) পরিমাণ ও পরিণাম অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর ‘সই’ প্রত্যয় হয় । যথা—বুকসই, গলাসই, মাথাসই, জলসই, মাটিসই ।

(চ) পরিমাণ, ক্ষণ ও সময় বুঝাইতে ‘মাত্র’ প্রত্যয় হয় । যথা—গুঁড়ামাত্র, একফেঁটামাত্র, একবণ্টামাত্র, এইমাত্র, বলিলামাত্র, বলামাত্র ।

(ছ) যে বুদ্ধ করে তাহাকে বুঝাইতে কোন কোন অন্তর্বাচক শব্দের উত্তর ‘ন্দাজ’ প্রত্যয় হয় । যথা—ভীরন্দাজ, গোলন্দাজ ।

(জ) ব্যাপিরা থাকা, পূর্ণতা ও আবরণ অর্থে ‘ময়’ ও ‘হার’ প্রত্যয় হয় । যথা—ঘরময়, রাজ্যময়, দেশময়, দেশহার, মূলকময়, মূলকহার এইরূপ গ্রামহার, বাঙ্গালাহার, বিলময়, রাস্তাময়, পথময়, বাড়ীময়, আগুনময়, জলময়, কলময় (২) কাদাময় ।

বহুত বুঝাইতে সময়ে সময়ে ‘হার’ প্রত্যয় হয় । যথা—প্রজাহার (৩)

(ঝ) সর্জনাম যাহা, তাহা, ইহা, উহা ও কি শব্দের উত্তর সময় অর্থে ‘বে’ ও ‘খন’ প্রত্যয় হয় ; স্থান অর্থে ‘খা’ ; পরিমাণ অর্থে ‘ত’ এবং প্রকার অর্থে ‘মন’ প্রত্যয় হয় । যথা—

যাহা—যখন, যবে, যখা, যত, যেমন ।

(১) (ক) চিহ্নিত ‘ই’ প্রত্যয় দেখ ।

(২) ‘জলে জলময়, হবে ত্রিভুবন, তখন এ সংসার কোথায় যবে ।’—হেমচন্দ্র ।

(৩) ১৭ পৃষ্ঠা দেখ ।

তাহা—তখন, তবে, তথা, তত, তেমন ।

ইহা—এখন, এবিধ, এখা, (হেথা, হেতা) এত, এমন ।

উহা—অখন, ওখা (হোখা, হোতা) (১) অত, অমন ।

কি—কখন, কবে, কোথা, কত (কয়), কেমন ।

‘খন’ ‘বে’ ও ‘খা’ প্রত্যয় নিম্নগ পদগুলি বিশেষ্য ; ‘ত’ প্রত্যয়ান্ত পদগুলি কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণ হয় । যথা—এত লোক, কত টাকা । ‘কত এল, কত গেল, নাহি লেখা জোকা ।’ গোটা কত । ‘কয়’ পদটি বিশেষণ । যেমন-প্রভৃতির স্থানে ‘যেমন,’ ‘তেমন’ (সেমত), ‘এমত’ পদও হয় । নব্য লেখকেরা এক্রপ পদ বড় ব্যবহার করেন না ।

(ঞ) খণ্ড বা নির্দেশ বুঝাইতে অথবা স্বার্থে—‘খানি’ ও অনাদরে ‘খানা’ ; ‘টি’ ও অনাদরে ‘টা’ ; ‘গাছি’ ও অনাদরে ‘গাছা’ ; এবং ‘ছড়া’ প্রত্যয় হয় । যথা—গহনাখানি, কতখানি, কয়খানি, মোহরটি, টাকাটা, একটি, একটা, দুটি, এটি, ওটি, (২) ততটা, চুলগাছি, দড়িগাছা, এতগাছি, এতগাছা, চেনছড়া, হারছড়াটা ।

ব্যবহার অনুসারে এই সকল প্রত্যয়ের প্রয়োগ-স্থল নির্ণয় করিতে হয় । কোন কোন স্থলে ‘টি’-প্রত্যয় অল্পতা ও রম্যতার আভাস দেয়ন আদর ও গৌরব বুঝাইতে কখন কখন ‘টা’ ও ‘খানা’ প্রত্যয় হইয়া থাকে । যথা—মুখখানা বড়ই সুন্দর ।

(১) হেথা, হেতা, হোখা, হোতা—চলিত কথায় ব্যবহৃত হয় । লিখিত ভাষায় এই সকল পদের ব্যবহার দেখা যায় না ।

(২) প্রাদেশিক ভাষায় দুইটি, এইটি, ওইটি, দুইটা, এইটা, ওইটা চলে । দেশ বিশেষে ‘টা’ ও ‘টি’—‘ডা’ ও ‘ডি’র স্থায় উচ্চারিত হয় ।

উকারান্ত শব্দের উত্তর 'টা' স্থানে বিকল্পে 'টো' হয়। যথা—ছটা, ছটো; বউটা, বউটো; লাউটা, লাউটো।

চলিত কথায় সময়ে সময়ে 'গাছার' স্থানে 'গাছ' ও 'খানার' স্থানে 'খান' হয়। যথা—মুখখানা, মুখখান। (১)

(ট) অন্নতা অর্থে সময়ে সময়ে 'টুকু' প্রত্যয় হয়। যথা—জলটুকু, জমিটুকু, বুড়িটুকু।

চলিত কথায় 'টুকু' স্থানে 'টুক' এবং দেশবিশেষে 'টুকি'ও বলে।

(ঠ) যে করে বা যাহার আছে, তাহাকে বুঝাইতে, এবং আসক্ত, উৎপন্ন, আগত, সম্বন্ধীয়, ব্যবসায়ী ইত্যাদি অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'এ' প্রত্যয় হয়। যথা—খোশামদ যে করে = খোশামুদে; অহঙ্কার যার আছে = অহঙ্করে। এইরূপ দেমাকি, কাপড়ে, (২) কাগজে বা কাগজে, বাগানে, লড়াইয়ে বা লড়ায়, তামাকে, ফলারে। শান্তিপুরে উৎপন্ন বা তথা হইতে আগত বা শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় = শান্তিপুরে (কাপড়, ব্রাহ্মণ বা কথা)। এইরূপ কটকে (কটকি); বর্জ্জমানে (বর্জ্জমেনে); মেদনীপুরে, ভবানীপুরে, ঘাটালে, উত্তরে (উত্তরে), দক্ষিণে, পূবে, পশ্চিমে, সহরে (সহরে)। ছাগলের ব্যবসায়ী = ছাগলে, ছাঙলে। এইরূপ জেলে। হাভাত বাহার আছে = হাভাতে। পাথরে নির্মিত = পাথুরে, পাথরে। [১০২ পৃষ্ঠার (ফ) দেখ।]

সেইরূপ করে বা দেখায়, এই অর্থে কতকগুলি অব্যয়ের উত্তর 'এ' প্রত্যয় হয়। যথা—চড়চড়ে (রোজ), ছটকটে (ছেলে), টনটনে (বাঁটি সোণা), থুৎথুকে (মুখখানি)। এই সকল প্রত্যয়ান্ত পদ বিশেষণ।

(১) সেখান, যেখান, এখান প্রভৃতি এই প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন নহে। এই সকল পদে 'খান' স্থান শব্দ হইতে উৎপন্ন।

(২) বাহার পরিচ্ছদের পারিপাট্য অধিক। (কাপড়ে বাবু)

কেহ কেহ ‘এ’ স্থানে ‘ইয়া’ লেখেন। যথা—ঝেলে—ঝেলিয়া,
ফলারে—ফলারিয়া।

(ড) আসক্ত বুঝাইতে ‘খোর’ প্রত্যয় হয়। যথা—মিষ্টখোর,
নেশাখোর।

(ঢ) ব্যবসায়ী, অধিকারী, অধিবাসী, সম্বন্ধীয়, আগত, পটু বুঝাইতে
অথবা যে ব্যক্তি কোন কাজ করে বা জীবিকা অর্জন করে, থাকে, অথবা
বাহার আছে, তাহাকে বুঝাইতে কোন কোন শব্দের উত্তর ‘ওয়ালা’, ‘ও’
‘ড়া’ ‘ড়ে’ এবং ‘রে’ প্রত্যয় হয়। যথা—চাউলের ব্যবসায়ী=চাউল-
ওয়ালা। এইরূপ সন্দেশওয়ালা, ফুলওয়ালী, ভূনাওয়ালা, কাপড়ওয়ালা,
শালওয়ালা। বাড়ীর অধিকারী=বাড়ীওয়ালা, গাড়ীওয়ালা, পাট্টা-
ওয়ালা। টেক্স আদায়ের কাজ যে করে=টেক্সওয়ালা, এইরূপ ডাক-
ওয়ালা, আপিসওয়ালা। বায়ে দ্রব্য লইয়া যে ব্যবসায় করে=বান্ধ-
ওয়ালা। পাওনা বাহার আছে=পাওনাওয়ালা। পাহারার কাজ
যে করে=পাহারাওয়ালা; বলিবার অধিকার বাহার আছে বা বলিতে
যে পটু=বল্লেওয়ালা। মাছের ব্যবসায়ী=মাছওয়ালা, মেছো; গাছে
উঠিতে বা গাছ কাটিতে যে পটু=গৈছো বা গাছুড়ে, বন সম্বন্ধীয় বা
বনের অধিবাসী=বুনো (কাঠ বা লোক); যে জাঁক করে=জেকো;
যে (সর্বদা) ঘরে থাকে=ঘরো; বাত বার আছে=বেতো; সাথে
(সঙ্গে) যে যায়=সেথো। সাপ ধরিতে পটু=সাপুড়ে। ঘাস কাটিয়া
যে জীবিকা অর্জন করে=ঘেসেড়া। (৩) (পরের) ভাত খাইয়া
যে খেঁচে থাকে=ভাতুড়ে, ভেতো। কাঠ কাটিয়া যে জীবিকা অর্জন

(১) বহু-অর্থেও ‘ড়া’ প্রত্যয় হয়, তখন সময়ে সময়ে শব্দের বিহ হয়। যথা—
মাছড়া, মাছ-মাছড়া; রাজারাজড়া।

করে = কাঠুরে ; হাটে (বাবসায় করিয়া) যে জীবিকা অর্জন করে = হাটুরে । বাসায় (ঠিকা বাসস্থানে) যে থাকে = বাসাড়ে ।

কেহ কেহ অন্তর্নিহিত 'এ' ও 'ও' স্থানে 'ইয়া' ও 'উয়া' বলেন ।
যথা—সাপুড়িয়া, মেছুয়া ।

(গ) আধার বা পাত্র অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর 'দান' বা 'দানি' প্রত্যয় হয় । যথা—ফুলের আধার বা পাত্র = ফুলদান বা ফুলদানি, এইরূপ আতরদান বা আতরদানি ; চাদান বা চাদানি ; কলমদান বা কলমদানি ; পিকদান বা পিকদানি ; চুরটদান বা চুরটদানি ।

(ভ) ভাব ও কার্য বুঝাইতে কোন কোন শব্দের উত্তর 'মি,' 'ম,' 'আলি,' 'গিরি,' 'পনা,' 'আনা' ও 'আনি' প্রত্যয় হয় (১) । যথা—মি ও ম—বোকার ভাব = বোকামি, বোকাম । এইরূপ ছষ্টমি, ছষ্টম (ছষ্টামি, ছষ্টাম) । নষ্টম, নষ্টমি (নষ্টাম, নষ্টামি) । ছেলেমি, ছেলেম । জেঠামি, জেঠাম । পাকামি, পাকাম । পাংগলামি, পাংগলাম । 'লি'—চতুরের ভাব বা কর্ম = চতুরালি ; এইরূপ গৃহস্থালি, ঘটকালি, ঠাকুরালি, মিতালি ।

'গিরি'—কেরানির কাজ = কেরানিগিরি ; এইরূপ গুরুগিরি, গুরু-মহাশয়গিরি, দারোগাগিরি, (দারোগগিরি) মুন্সিগিরি, দপ্তরগিরি, শিরাদাগিরি, বাবুগিরি, মাঝিগিরি, মুচুরিগিরি ।

এই অর্থে জজ্ শব্দের উত্তর 'ইয়তি' প্রত্যয় হয় । যথা—জজিয়তি ।

'পনা'—ধূর্তের ভাব = ধূর্তপনা ; গুণীর ভাব = গুণপনা । এইরূপ গৃহীণপনা, গিল্পপনা ।

'আনা ও আনি'—বাবুর ভাব = বাবু-আনা ; হিন্দুর কাজ = হিন্দু-আনি (হিঁদু-আনি) ; এইরূপ সাহেবিআনা, বিবিআনা । 'বাবুয়ানা', 'হিন্দুয়ানি' প্রভৃতি 'র' সংযুক্ত পদেরও প্রয়োগ আছে ।

(খ) আজি (ও আজ্), কালি (ও কাল্) এবং অত্র কতকগুলি শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় হয় । এই প্রত্যয়ান্ত পদ প্রায়ই অধিকরণ ও সম্বন্ধ পদরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কচিং অত্র কারকেও দেখা যায় । যথা—আজিকে, আজ্কে ; কালিকে, কাল্কে ; আজিকার, কালিকার, আজ্ হইতে, আজ্কে হইতে, সবার, তখনকার, সেখানকার । যথা—‘আজিকার দিনে ভাই, না যেয়ো দূর’ । ঘরকে যাই—এরূপ পদ পশ্চিম বঙ্গে চলে । ‘বেলা যে পড়ে এল, জল্কে চল্’—(রবীন্দ্রনাথ) ।

(দ) স্বার্থে, পুরণার্থে এবং যুক্ত ও সদৃশ অর্থে ‘লা’ প্রত্যয় হয় । যথা—একলা, দোকলা, (১) নওলা (নয়টি চিহ্নবিশিষ্ট) ; এইরূপ দওলা । পাতলা অর্থাৎ পাতের সদৃশ । ছাদলা অর্থাৎ ছাদের সদৃশ । এইরূপ মেঘলা ।

(ধ) বাহার আছে এই অর্থে কোন কোন শব্দের উত্তর ‘আল’ প্রত্যয় হয় । যথা—তেজ বাহার আছে = তেজাল ; এইরূপ জাঁকাল, জমকাল, জোরাল, জুধাল (গরু), ধারাল (ছুরি), পাঁসাল, সারাল (কাঠ) । অন্য অর্থেও কচিং এই প্রত্যয় হইয়া থাকে । যথা—গোলের ন্যায় = গোলাল ; মাথার স্বরূপ বা যে মাথা উচ্চ করিয়া আছে = মাথাল । দাঁত (অস্ত্রস্বরূপ) যার আছে = দাঁতাল ।

এই অর্থে কচিং ‘জী’ প্রত্যয়ও হয় । যথা,—তেজী ।

এই অর্থে ও অস্ত্রাস্ত্র অর্থে “এল” ও ‘ল’ প্রত্যয় । যথা,—শিঙেল । (অধিক) গাঁজা খায় যে = গেঁজেল । হাতের সদৃশ = হাতল ।

(ন) কার্যালয় বুঝাইতে কোন কোন শব্দের উত্তর ‘খানা’ প্রত্যয় হয় । যথা—কামারখানা, জেলখানা, ডাক্তারখানা ।

এই প্রত্যয় (ঞ) সূত্র লিখিত ‘খানা’ প্রত্যয় হইতে স্বতন্ত্র ।

(১) দোকলা প্রায়ই একলা শব্দের সঙ্গে থাকে । দোকলার ‘ক’ (প্রত্যয়) স্বার্থে হইয়াছে ।

(প) ঈষদর্থে ও তুল্যার্থে কোন কোন শব্দের উত্তর 'টে' ও 'পানা' প্রত্যয় হয়। যথা—রোগাটে, রোগাপানা; জলপানা, রাঙাপানা।
কচিং অন্য অর্থেও 'টে' প্রত্যয় হয়। যথা,—ভাড়ার বাড়ীতে যে থাকে = ভাড়াটে।

(ক) মাসের দিন বুঝাইতে পূরণার্থে পাঁচ অবধি আঠার পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর 'ই' প্রত্যয় এবং উনিশ ও তাহার অধিক সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর 'এ' প্রত্যয় হয়। যথা—পাঁচই, ছয়ই, আঠারই; উনিশে, বিশে, একুশে, ত্রিশে। (১)

(ব) প্রতি অর্থে 'কে' ও 'করা' প্রত্যয় হয়। যথা—হাজারকে, শতকে; শতকরা, মণকরা, সেরকরা।

(ভ) যাহার আছে—তাহাকে বুঝাইতে 'বন্ত' ও 'মন্ত' প্রত্যয় হয়।
যথা—ভাগ্যবন্ত; লক্ষীবন্ত, লক্ষ্মীমন্ত; বলবন্ত; শ্রীমন্ত।

(ম) প্রাপ্ত বা কৃত অর্থে 'ইত' প্রত্যয় হয়। যথা—চমক - চমকিত; একত্র—একত্রিত।

(য) স্বার্থে এবং সংযোগ বা ব্যবহার অর্থে কয়েকটি শব্দের উত্তর 'তা' প্রত্যয় হয়। যথা—নাম—নামতা; লোক—লোকতা; মূণ-
লবণ—নোন্তা, লোন্তা।

(র) আবৃত্তি বুঝাইতে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর 'হারা' প্রত্যয় হয়। যথা—একহারা, দুহারা (দোহারা), তেহারা, দশহারা।

(১) পরলা, দোসরা, ভেসরা, শু চোঠা—এই চারিটি শব্দ হিন্দি ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। মাসের দিন ভিন্ন অন্য স্থলে সংস্কৃত পূরণবাচক শব্দই (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ) ব্যবহার হয়। ইংরাজি কাষ্ট বা ফাষ্ট, সেকেন্ড বা সেকেন, থার্ড ও কোর্থ—এই চারিটিরও ব্যবহার আছে। যথা—থার্ড ক্লাসের গাড়ি; 'রাইট ফুড কাষ্ট খাতি, ডকা-মায়া নাম।' (হেমচন্দ্র)।

(ল) যাহার অধিক আছে, তাহাকে বুঝাইতে কয়েকটি শব্দের উত্তর 'উক্' প্রত্যয় হয়। যথা—লাজুক, পেটুক, মিথুক।

(শ) অস্ত্রোত্ত অর্থে সময়ে সময়ে 'যি' প্রত্যয় হয়; য ইং যান এবং শব্দের দ্বিগু হয়। যথা—ঘরাঘরি, চোখোচোখি, কাণাকাণি, পাতাপাতি, কোলাকুলি, গলাগলি, দলাদলি, হাতাহাতি। (হাতাহাতি কাজটা সারিয়া লও)। (১)

(য) থাকা অর্থে 'উ' প্রত্যয়। যথা—ঢাল যাহাতে আছে = ঢালু; নীচে বা নীচ (নিম্ন) হইয়া যান আছে = নীচু। এইরূপ উচ্চ = উঁচু।

(স) সদৃশ, বিশিষ্ট, পূর্ণ, সম্বন্ধীয় ইত্যাদি অর্থে 'আ' প্রত্যয়। হাত—হাতা (হাতের সদৃশ); রোগ—রোগা (রোগবিশিষ্ট); জল—জলা (জলে পূর্ণ); ভাত—ভাতা (ভাত-সম্বন্ধীয়)। এইরূপ ঢালা (ঘর)।

(হ) নির্মিত, সম্বন্ধীয় ইত্যাদি অর্থে 'রা' প্রত্যয়। কাঠের দ্বারা নির্মিত—কাঠরা; ভাগসম্বন্ধীয়—ভাগরা (খাত)।

(ক্ষ) স্ত্রীপ্রত্যয়—ঈ ও নী;—১০ পৃষ্ঠা দেখ।

তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত অনেক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালার প্রচলিত আছে। উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি চলিত শব্দ নিম্নে দেওয়া গেল।

(ক) অপত্য অর্থে 'ক' 'কা' 'কির' 'কোর' 'কারণ' প্রত্যয়। পৃথ+ক=পার্থ (পৃথার পুত্র); পুত্র+ক=পৌত্র; দুহিতা+ক=দৌহিত্র; মনু+ক=মানব; ভগ+ক=ভাগব; বহুদেব+ক=বাহুদেব; দশরথ+কি=দশরথি; অদিতি+কা=আদিত্য; দিতি+কা=দৈত্য; দনু+ক=দানব; বিমাতা+কোর=বৈমাত্রেয়; ভগিনী+কোর=ভাগিনের। নর+কারণ=নারায়ণ।

অন্য অর্থে ঐ সকল প্রত্যয়। যথা—কার+কিক=কারিক (কার দ্বারা কৃত); শরীর+কিক=শারীরিক; মনঃ+কিক=মানসিক; বচন+কিক=বাচনিক;

(১) সেখানে হাতাহাতি (যুদ্ধ) বাধিয়াছে—এরূপ স্থলে হাতাহাতি বহুব্রীহিসম্বাস নিম্নরূপ এবং অন্যান্য সম্বাস নিম্নরূপ পদের ন্যায় নিপাত্তবে সিদ্ধ।

কল্পনা+ফিক=কল্পনিক; বেদ+ফিক=বৈদিক (বেদ বিনি জানেন); তর্ক+ফিক=তর্কিক; পৃথিবী+ফ=পার্থিব; ব্রহ্মন+ফ=ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মার অপত্য), ব্রাহ্ম (ব্রহ্মের ভক্ত); অতিথি+ফের=আতিথের; ত্রিরাশি+ফিক=ত্রৈরাশিক; বহুরাশি+ফিক=বহুরাশিক। এইরূপ প্রাথমিক। ঘাট+ফিক=দৌবারিক; সম্রাজ্ (বাঙ্গালা সম্রাট্)+ফা=সম্রাজ্য; বিষ্ণু+ফ=বৈষ্ণব; এইরূপ শৈব, শাক্ত, চান্দ্র, সৌর; তাপস+ফ=তাপস; দিন+ফিক=দৈনিক, এইরূপ আত্মিক, মানিক, বাহ্যিক; ধর্ম+ফিক=ধার্মিক; তিল+ফ=তৈল; বিধি+ফ=বৈধ; রাম+ফায়ণ=রামায়ণ; সুহৃদ+ফা=সৌহার্দ্য; এইরূপ সৌভাগ্য, চাপলা, সাহায্য।

(খ) ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 'ঈন', 'য', 'ঈয়', ও 'নঞ' প্রত্যয়। কুল+ঈন=কুলীন। (কুলে অর্থাৎ সংকুলে জাত); কাল+ঈন=কালীন (১); অর্বাচ+ঈন=অর্বাচীন; প্রাচ+ঈন=প্রাচীন; সম্ভা+য=সম্ভা; নব+য=নবা; বীর+য=বীৰ্য; বরস্ +য=বরসা; রাজন্+ঈয় রাজকীর। এইরূপ পরকীর, স্বীয়, স্বকীর। দেশ+ঈয়=দেশীয়; আক্কান্+ঈব=আক্কীয়; অন্ত+ঈয়=অন্যদীর; তদ্+ঈয়=তদীয়; এইরূপ ভবদীয়। অস্মন্+ঈয়=অস্মদীয় (আমাদের), স্বদীয় (আমার), যুগ্মদ+ঈয়=যুগ্মদীয় (তোমাদের), স্বদীয় (তোমার); শ্রী+নঞ=শ্রেণী।

(গ) ভাব অর্থে 'তা' ও 'ত' প্রত্যয়। যথা—নাধু ও সাধুর ভাব=সাধুতা; সাধুত্ব। এইরূপ গুণবত্তা, মিত্রতা, বন্ধুতা, বন্ধুত্ব, প্রভুতা, প্রভুত্ব, দানব, সতীত্ব।

(ঘ) স্বার্থে 'তা' প্রত্যয়। যথা—দেব+তা=দেবতা।

সমূহ অর্থে 'তা' প্রত্যয়। যথা—জন+তা=জনতা।

(ঙ) তুল্যার্থে 'বৎ' প্রত্যয়। যথা—পিতৃবৎ, মাতৃবৎ, আস্রবৎ, ভ্রাতৃবৎ, কলবৎ।

ইহার বা ইহাতে আছে—এহ অর্থে 'মৎ' ও 'বৎ' প্রত্যয়। যথা—শ্রী+মৎ=শ্রীমৎ (শ্রীমান্, শ্রীমতা); এইরূপ বুদ্ধিমন্, জ্ঞানিমতা। ধনবান্, ধনবতা; [অকারান্ত ও আকারান্ত শব্দের উত্তর বৎ এবং অস্ত্র স্বরান্ত শব্দের উত্তর মৎ প্রত্যয় হয়; লক্ষ্মী শব্দের উত্তর বৎ প্রত্যয় হয়।] জ্ঞানবান্, বিদ্যাবান্, লক্ষ্মীবান্।

পরিমাণ অর্থে বৎ প্রত্যয়। কিস্ (কি)+বৎ=কিয়ৎ। বদ্ (যাহা)+বৎ=বাবৎ। তদ্ (তাহা)+বৎ=তাবৎ। (তুল্যার্থে—বদৎ, তদৎ)। এতদ্ (ইহা)+বৎ=এতাবৎ। ইদন্ (ইহা)+বৎ=ইদং।

(চ) ইহার আছে এই অর্থে 'বিন্' ও 'ইন্' প্রত্যয় হয়। যথা—তেজস্+বিন্=তেজস্বিন্ (তেজস্বী); এইরূপ পরম্বী, মেঘাবী, স্নানাবী, জ্ঞানী, শাবী, হস্তী, স্থলী, বিদ্যার্থী, ধনাথী। [যাচক বুঝাইলে অর্থী; অন্যত্র অর্থবান্]।

(ছ) জাত অর্থে 'ইত' প্রত্যয় হয়। যথা—কলক+ইত=কলকিত (বাহার কলক অঙ্গিরাজে); এইরূপ ক্ষুধিত, দুঃখিত, প্লবিত, পুষ্ণিত, বৃদ্ধিত, পণ্ডিত।

(জ) পূরণার্থে 'তীর' 'থ' 'ম' 'ড' ও 'তম' প্রত্যয়। যথা—থি + তীর = দ্বিতীর, ত্রি + তীর = তৃতীর, চতুর্ + থ = চতুর্থ, বহু + থ = বহু, পঞ্চ + ম = পঞ্চম। এইরূপ সপ্তম, অষ্টম, দশম। একাদশ + ড = একাদশ; এইরূপ দ্বাদশ, পঞ্চদশ। বিংশতি + ড = বিংশতি। বিংশতি + তম = বিংশতিতম। এইরূপ পঞ্চাশতম, ষষ্টিতম, অশীতিতম, শততম, সহস্রতম।

(ঝ) প্রকার অর্থে 'ধা' ও 'ধা' প্রত্যয়। যথা—এক + ধা = একধা, দ্বি + ধা = দ্বিধা; এইরূপ শতধা, সহস্রধা। সর্বধা, অন্যধা, উভয়ধা।

(ঞ) ইহার আছে এই অর্থে 'ইন,' 'ইল,' 'আলু,' 'শ,' 'র,' 'ল' ও 'বল' প্রত্যয়। যথা—মল + ইন = মলিন। পঙ্ক + ইল = পঙ্কিল। এইরূপ জটিল, পিচ্ছিল, ফেনিল। কুপ + আলু = কুপালু। এইরূপ দয়ালু, নিতালু। রাম + শ = রোমনশ; এইরূপ লোমনশ। মধু + র = মধুর; এইরূপ পাতুর, সুখর। মাংস + ল = মাংসল; এইরূপ শীতল, জীল। কৃষি + বল = কৃষিবল।

(ট) দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'তন্ন' : এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'তম' প্রত্যয়। যথা—গুরু—গুরুতর, গুরুতম। লঘু—লঘুতর, লঘুতম।

(ঠ) উৎকর্ষ বুঝাইতে 'দ্রিয়স্' প্রত্যয়।—গুরু—গরীয়স্, (গরীরান্)। শ্রিত—শ্রেয়সী (শ্রী)। প্রশস্ত—শ্রেয়সী (শ্রী)। বহু—ভূয়সী (শ্রী)। মহৎ—মহীয়সী (শ্রী)।

(ড) বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় হয়। যথা—বৃদ্ধ + ইষ্ঠ = জ্যেষ্ঠ, প্রশস্ত + ইষ্ঠ = শ্রেষ্ঠ। গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ; লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ; সুখ + ইষ্ঠ = সুখিষ্ঠ।

(ঢ) বীজ্য অর্থে 'শ:' প্রত্যয়। ক্রমে ক্রমে = ক্রমশঃ; বহুবাহু = বহুশঃ।

[বাঙ্গালার বিসর্গের ব্যবহার উট্টিয়া যাইতেছে।]

(ণ) বিকার, ব্যাপ্তি, অবয়ব, স্বরূপ, সংসর্গাদি অর্থে 'ময়' প্রত্যয়। হিরণ্য + ময় = হিরণ্যময়, সুদ + ময় = সুসুয়; এইরূপ আনন্দময়, ধূমক, দারুণময়; ব্রহ্মসুয়, চিন্ময়; পাণময়।

(ত) ভূ ও কৃ ধাতুর পদ পরে থাকিলে অভূতভূতাব অর্থে 'চি' প্রত্যয়। পূর্বে বশ ছিল না, এখন হইয়াছে—বশীভূত; এইরূপ দৃঢ়ীভূত, মন্দীভূত, অজ্ঞাভূত, বশীকৃত, রাশীকৃত, দৃঢ়ীকৃত, লঘুকরণ।

(থ) পরিণতি ও অর্পণ বুঝাইতে 'সাৎ' প্রত্যয়। খলিসাৎ, জলসাৎ, উদরসাৎ, সংপাতসাৎ।

(দ) পরিমাণ অর্থে 'মাত্র' প্রত্যয়।—অণুমাত্র, ক্ষণমাত্র, বিন্দুমাত্র।

(ধ) বিভক্তির অর্থে তঃ প্রত্যয়। একতঃ, (ইতঃ + ততঃ = ইতত্ততঃ), অন্ততঃ, কলতঃ, সর্বতঃ, বস্তুতঃ।

(বাঙ্গালার শেষের বিসর্গের ব্যবহার উট্টিয়া যাইতেছে)।

(ন) অধিকরণ কারকে ‘জ’ ও ‘দা’ প্রত্যয়। সর্কজ, একজ, অজ্ঞজ, অজ, যজ, ভজ, কুজ; সর্বদা, একদা, বদা, তদা, কদা।

(প) স্বার্থে বা কৃত্ত্ব অর্থে ‘ক’ প্রত্যয়। বাল—বালক, বালিকা (স্ত্রী); কালী—কালিকা। শারী—শারিকা; চণী—চণিকা।

(ক) উৎপন্ন অর্থে ‘তন’ ‘ম’ ‘ইম’ ও ‘তা’ প্রত্যয়। ইদনীন্তন, অধুনাতন, পুরাতন, পূর্বতন, আদিম, বধ্যম; অগ্রিম, অস্তিম, পশ্চিম; অত্রতা, তত্রতা।

(ব) অনিশ্চিত অর্থে ‘চিৎ’ প্রত্যয়। কিঞ্চিৎ, কচিৎ, কদাচিৎ, কথঞ্চিৎ।

তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দ অস্তান্ত ভাষা হইতেও গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি দেওয়া গেল।

কর্তা, অধিকারী,—যে করে বা বাহার আছে—তাহাকে বুঝাইতে এবং অস্তান্ত অর্থে ‘দার’ প্রত্যয়। জমির অধিকারী=জমিদার; খানার কর্তা=খানাদার; দোকান বাহার আছে=দোকানদার। রোজা যে করে=রোজাদার; চৌকি বাহার আছে=চৌকিদার। এইরূপ তালুকদার, গাতিদার, জমাদার, ছড়িদার, বাজাদার, মজাদার (ভূপ্তিকর), দানাদার, খবরদার, ফুলদার (চাদর), সমজদার (লোক), চড়নদার।

কারখানার বুঝাইতে ‘খানা’ প্রত্যয়। দেওয়ানখানা, মুনিখানা, খাতাঞ্চিখানা, কসাইখানা, দর্জিখানা, বাবুর্চিখানা, দপ্তরিখানা, গোসলখানা (স্নানাগার)।

অস্তান্ত অর্থে এই প্রত্যয়।—ছাপারি কাজ যেখানে হয়=ছাপাখানা; চিড়িয়া (পক্ষী) যেখানে থাকে=চিড়িয়াখানা; দাওয়ারি (ঔষধ) যেখানে পাওয়া যায়=দাঁওয়ারিখানা; খাজনা যেখানে দেয় এবং যেখানে ঐ টাকা থাকে=খাজনাখানা। এইরূপ দপ্তরখানা, বৈঠকখানা, বালাখানা (উপরের ঘর), তোবাখানা (পরিচ্ছদাগার) কারখানা (কারখানার)। এ প্রত্যয়টি বাংলায় চলিত হইয়াছে। (ন) দেখ।

ভাব অর্থে ‘ই’ প্রত্যয়।—বে-আদবের ভাব=বে-আদবি (অশিষ্টতা), পরহাজিরের ভাব=পরহাজিরি। এ প্রত্যয়টি বাংলার চলিত আছে। (প) দেখ।

বীজ্য অর্থে ‘ওয়ারি’ প্রত্যয়। বখা—দকাওয়ারি, দাগওয়ারি। এ প্রত্যয়টিও বাংলার চলিত হইয়াছে। বখা—মাসওয়ারি, নবরওয়ারি।

সমর্থ ও দক্ষ বুঝাইতে কোম কোম শব্দের উত্তর ‘বাজ’ প্রত্যয় হয়। বখা—আইনবাজ, মামলাবাজ, মোকদ্দমাবাজ, জেদবাজ, ফেরগবাজ, মজিরবাজ।

সহিত বুঝাইতে ‘ব’ প্রত্যয়টি শব্দের পূর্বে বসে। বখা—বমাল, বজার।

ক্রিয়া ।

১৪২। যে পদে কোন কার্য বুঝায়, তাহার নাম ক্রিয়া ।

যে পদে হওয়া, যাওয়া, করা, বলা, দেখা, শুনা, ধরা প্রভৃতি বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়া বলে ।

ক্রিয়ার মূল ধাতু ; ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইলে ক্রিয়াপদ হয় ।

১৪৩। ক্রিয়া দুই প্রকার ;—সমাপিকা ও অসমাপিকা ।

১৪৪। যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, অতঃ ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে ।

আর যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়, তাহার নাম সমাপিকা ।

১৪৫। ধাতুর উত্তর টিতে, ইয়া ও ইলে বিভক্তি যোগ করিলে অসমাপিকা ক্রিয়া হয় ।

ইতেছে, এ, ইলাম প্রভৃতি সাতাইশটি বিভক্তি যোগ করিলে সমাপিকা ক্রিয়া হয় । যথা—

চন্দ্র দেখিতে দেখিতে চলিলাম । এখানে দেখিতে দেখিতে অসমাপিকা এবং চলিলাম সমাপিকা ক্রিয়া ।

সমাপিকা ক্রিয়া থাকিলেই তাহার কর্তা থাকে । উপরি-উক্ত বাক্যে ‘চলিলাম’ ক্রিয়ার কর্তা—‘আমি’ অপ্রকাশিত থাকিলেও বুঝা যাইতেছে । এখানে আমি পদটি উহা আছে ।

বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে অনেকস্থলে সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার সহিতই তাহার অস্বয় হয় । তখন তাহার কর্তা নির্দেশ করিতে হয় না । উপরি-উক্ত বাক্যে ‘দেখিতে দেখিতে’ এই দুই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাও ‘আমি’ ; কিন্তু তদ্রূপে নির্দেশের প্রয়োজন নাই ।

সময়ে সময়ে অসমাপিকা ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কৰ্ত্তা থাকে ; তখন ঐ কৰ্ত্তৃপদের নির্দেশ করিতে হয়। যথা—‘মোরাদ বিদেশে গেলে শশী স্মরণে পাইলেন।’—এখানে ‘গেলে’ এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কৰ্ত্তা—মোরাদ। শশী—‘পাইলেন’ এই সমাপিকা ক্রিয়ার কৰ্ত্তা। এইরূপ ‘চন্দ্র উদয় হইলে অন্ধকার সরিয়া গেল’ ; ‘মোহিত আসিতে আসিতে বেলা দশটা বাজিল’। ‘বৈদ্য আসিতে না আসিতেই রোগী মরিয়া গেল’ ; ‘তিনি আসিলে আমি যাইব’।

১৪৬। অসমাপিকা হউক বা সমাপিকা হউক, কতকগুলি ক্রিয়ার কৰ্ম্ম নাই ; কতকগুলির আছে। এইরূপেও ক্রিয়া দুই প্রকার—অকৰ্ম্মক ও স্কৰ্ম্মক।

যে সকল স্থলে বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে ক্রিয়ার কৰ্ম্মপদের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেই সকল স্থলে ক্রিয়া অকৰ্ম্মক ; আর যেখানে ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেখানে ক্রিয়া স্কৰ্ম্মক। আসা, উঠা, উড়া, কাদা, কাঁপা, খেলা, ঘটা, ঘুমান, ঘোরা, চটা, চলা, চেষ্টান, জন্মান, জরা, জাঁকা, জাগা, জলা, ঝকা, ভোবা, থাকা, থামা, দাঁড়ান, দৌড়ান, নড়া, নাচা, পচা, পড়া, পলান, খাকা, পোড়া, ফলা, ফোলা, বগা, বাঁকা, বাঁচা, বাড়া, বেড়ান, ভোগা, মরা, যাওয়া, বুঝা (যুদ্ধ করা), যুঁঠা, রাগা, শোওয়া, সরা, হওয়া, হঠা, হাঁকা, হাঁপান, হাসা ইত্যাদি অর্থ-বিশিষ্ট ধাতু অকৰ্ম্মক। (১) তত্ত্বিন্ন অত্র ধাতু স্কৰ্ম্মক। (২) আমি হইলাম—এই বাক্যে প্রসঙ্গ—কে হইল ? উত্তর—আমি (কৰ্ত্তা)। এখানে বাক্যের

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে অনেক বলেন, ভয়াৰ্থ প্রভৃতি ধাতু অকৰ্ম্মক। কিন্তু ‘তিনি অনেকে ভয় করেন’—এখানে ‘আমাকে’ পদটি ভয়ের কৰ্ম্ম। হতরং এখানে ভয় স্কৰ্ম্মক।

(২) পরিশিষ্টে ধাতুমালা দেখ।

পূর্ণ অর্থ বুঝিতে কৰ্ম্মপদের আকাঙ্ক্ষা নাই । সুতরাং ‘হইলাম’—অকৰ্ম্মক ক্রিয়া ।

আমি পিতাকে দর্শন করিলাম । এখানে প্রশ্ন—কে করিল ?
উত্তর—আমি (কর্তা) । প্রশ্ন—কি করিলে ? উত্তর—দর্শন (কৰ্ম্ম) ।

এখানে ‘দর্শন’ এই ভাব-বিশেষ্য ‘করিলাম’ ক্রিয়ার কৰ্ম্ম । প্রশ্ন—
কাহাকে দর্শন ? উত্তর—পিতাকে । ‘পিতাকে’ পদটি ‘দর্শন’ এই
ভাববিশেষ্যের কৰ্ম্ম । (১)

অন্য আমি মাতৃদর্শন করিব ।

এখানে প্রশ্ন—কে করিবে ? উত্তর—আমি (কর্তা) । প্রশ্ন—কি
করিবে ? উত্তর—মাতৃদর্শন (কৰ্ম্ম) । ‘মুস পাঁচ সের সন্দেশ ভোজন
করিয়া ফেলিয়াছে’ । এখানে ‘ফেলিয়াছে’—সমাপিকা ক্রিয়া—অকৰ্ম্মক ।
‘করিয়া’—অসমাপিকা ক্রিয়া—সকৰ্ম্মক, ‘ভোজন’—কৰ্ম্ম । ‘সন্দেশ’—
এই পদটি ‘ভোজন’ এই ভাববিশেষ্যের কৰ্ম্ম ।

(ক) বানরটা খাটখানি ভাজিয়া ফেলিয়া পলাইয়া গেল । গেল—
সমাপিকা ক্রিয়া এবং ভাজিয়া, ফেলিয়া, পলাইয়া—অসমাপিকা ক্রিয়া ।
খাটখানি ‘ভাজিয়া’ ক্রিয়ার কৰ্ম্ম ।

(খ) হাতীটা উঠিয়া পড়িয়া ভাজিয়া চুরিয়া চলিয়া গেল । এখানে
গেল—সমাপিকা ক্রিয়া ; উঠিয়া, পড়িয়া, ভাজিয়া, চুরিয়া, চলিয়া—
অসমাপিকা ক্রিয়া ।

(গ) আমাকেই সব দেখিয়া শুনিয়া কাজ করিতে হয় । এখানে হয়—
সমাপিকা ক্রিয়া, অকৰ্ম্মক । করিতে—অসমাপিকা ক্রিয়া, সকৰ্ম্মক ;

(১) ধাতুর উত্তর বিভক্তি বোলে যেমন ক্রিয়া হয়, সেইরূপ কোন কোন
(কৃৎ) প্রত্যয় বোলে ভাববিশেষ্য উৎপন্ন হয় । এইরূপ পদ বিশেষ্য হইলেও ষাৎ
প্রকাশ করে এবং ক্রিয়ার দ্বারা অকৰ্ম্মক ও সকৰ্ম্মক হইয়া থাকে ।

কৰ্ম—কাজ । দেখিয়া ও শুনিয়া—অসমাপিকা ক্রিয়া, সক্রম্যক ; কৰ্ম—সব । (১)

(ঘ) একাজ কি করিয়া উঠিতে পারা যায় । এখানে যায়—সমাপিকা ক্রিয়া, অক্রম্যক , উঠিতে—অসমাপিকা ক্রিয়া, অক্রম্যক ; করিয়া—অসমাপিকা ক্রিয়া, সক্রম্যক ; কৰ্ম—কাজ ।

(ঙ) ‘ভবিষ্যতে মুসলমান পিতার সঙ্গতি হইলে তাঁহার। সেই সমস্ত ধরচ পিতার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন ।’ এখানে ‘পারিবেন’—সমাপিকা ক্রিয়া, অক্রম্যক । ‘করিয়া’—অসমাপিকা ক্রিয়া, সক্রম্যক ; কৰ্ম—‘আদায়’ । ‘ধরচ’—‘আদায়’ এই ভাববিশেষ্যের কৰ্ম । ‘লইতে’—অসমাপিকা ক্রিয়া, সক্রম্যক ; ইহারও কৰ্ম—‘ধরচ’ । (২)

(চ) ‘সভাভঙ্গের পর সকলে সার সৈয়দের মক্বেরাতে যাইয়া তাঁহার আশ্রায় শুভ কামনায় খোদাতালার নিকট কায়মনে দোয়া প্রার্থনা করে ।’ এখানে ‘করে’—সমাপিকা ক্রিয়া, সক্রম্যক ; কৰ্ম—‘প্রার্থনা’ । ‘দোয়া’—প্রার্থনা এই ভাববিশেষ্যের কৰ্ম । ‘শুভ’—(এখানে বিশেষ্য) ‘কামনায়’ এই ভাববিশেষ্যের কৰ্ম ।

(ছ) ‘দয়াময় খোদা তোমার দোয়া করুন ।’ এখানে ‘করুন’—সমাপিকা ক্রিয়া, সক্রম্যক ; কৰ্ম—‘দোয়া’ । ‘তোমারে’—‘দোয়া’ এই ভাববিশেষ্যের কৰ্ম ।

(জ) সে আমাকে হুলা করিল । এখানে ‘করিল’—এই ক্রিয়ার কৰ্ম—‘হুলা’ । ‘আমাকে’—হুলা এই ভাববিশেষ্যের কৰ্ম ।

(ঝ) এই সংবাদ শীঘ্র তাঁহাকে টেলিগ্রাফ কর । এখানে ‘টেলিগ্রাফ’

(১) ‘কাজ করিতে’ এই বাক্যাংশ—‘হয়’ ক্রিয়ার কৰ্ম ।

(২) ক্রমস্ব প্রকরণে ভাববিশেষ্য দেখ ।

—‘কর’ এই ক্রিয়ার কর্ম । ‘সংবাদ’ ও ‘তাঁহাকে’—‘টেলিগ্রাফ’ এই ভাববিশেষ্যের কর্ম । ‘টেলিগ্রাফ’—দ্বিকর্মক ।

(ঞ) ‘খাজনার তহবিল হইতে এক শত টাকা আদায় লইয়াছি’ । এখানে ‘আদায়’—‘লইয়াছি’ ক্রিয়ার কর্ম । ‘টাকা’—‘আদায়’ এই ভাববিশেষ্যের কর্ম ।

(ট) ‘ষষ্ঠমাহি খাজনা সমস্ত আদায় দিয়াছি’ । এখানে ‘আদায়’—‘দিয়াছি’ এই ক্রিয়ার কর্ম । ‘খাজনা’—‘আদায়’ এই ভাববিশেষ্যের কর্ম । ‘সমস্ত’—‘খাজনা’ এই পদের বিশেষণ । (১)

(ঠ) ‘আমি তাহাকে শমন করিয়াছি ।’ ‘মোবারক গোপালের উপর শমন জারি করিয়াছে ।’ প্রথম বাক্যে ‘তাহাকে’—‘শমন’ এই ভাববিশেষ্যের এবং দ্বিতীয় বাক্যে ‘শমন’—‘জারি’ এই ভাববিশেষ্যের কর্ম । ‘তাহার উপর শমন জারি হইয়াছে ।’ এখানে ‘শমন’—কর্তা, ‘জারি’ উহার বিশেষণ ।

ক্রিয়ার উদাহরণ ।

(ক) ‘আজ প্রাতঃকালে উঠিয়া কাহার মুখ দর্শন করিয়াছি ।’ ‘আর তাহার মুখদর্শন করিব না ।’ ‘অদ্য এখানে আসিয়া রাজদর্শন করিলাম ।’ ‘রাজদর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম ।’

(খ) ‘রাজা রাধাকান্ত দেব তুলাপুত্রাদি মহাদান করিয়াছিলেন ।’

‘চৌধুরী মহাশয় পিতৃশ্রাদ্ধে দম্পতিদান করিয়াছিলেন ।’

(১) ‘আদায় লওয়া’ এবং ‘আদায় দেওয়া’ অমিয়ারি সেরেস্তা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয় । ষষ্ঠমাহি—ষাণ্মাসিক । অমিয়ারি সেরেস্তায় ষাষ্ঠমাহি শব্দে প্রথম ষাণ্মাসিক বুঝায় । দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক বুঝাইতে ‘আখিরি’ শব্দ ব্যবহৃত হয় । আখিরি—শেষ । (বাঙ্গালার “আখের” কথাটিও চলে ।)

‘ষোড়শদানে প্রেতের মহালাভ হয় ; আমিও মাতার উদ্দেশে ষোড়শ দান করিব ।’

আমি তাঁহাকে তিন খানি বই দান করিয়াছি ।

তাঁহাকে অভয়-প্রদান কর ।

‘আমরা সকলেই কুলীন ; আমরা সমান ঘরে কণ্ডা আদান প্রদান করি ।’

(গ) ‘আমি শূদ্রের দান প্রতিগ্রহ করি না ।’

আমি শূদ্রের দান গ্রহণ করি না ।

‘তোমারও দেওয়া হইল, আমারও গ্রহণ হইল ।’

‘তিনি সম্প্রতি দারপরিগ্রহ করিয়াছেন ।’

‘তিনি সম্প্রতি দারগ্রহণ করিয়াছেন ।’

(ঘ) ‘আমি প্রত্যহ মাতৃচরণ পূজা করি ।’

‘আর্যোরা বিবাহাদি সকল সংস্কার কার্য্যেই পিতৃপূজা করেন ; এবং

উহা অভ্যাদয়িক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।’

(ঙ) ‘কোন কোন মতে সমুদ্র-গমন করিলে জাতি যায় ।’

‘তিনি মাল্লাজ হইতে প্রতিগমন করিয়াছেন ।’

‘বড়লাট বাহাদুর অদ্য রাজধানীতে শুভাগমন করিলেন ।’

‘ছয় মাস গমনাগমন করিয়াও কোন ফল পাই নাই ।’

‘আমি অদ্য গৃহে গমন করিব ।’

(চ) ‘আমরা বোধ করি ।’ ‘আমাদের বোধ হয় ।’

(ছ) ‘মুসলমান পিতা শিশু সন্তানদিগকে ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য ।’

‘তিনি অনেকগুলি পরিবার পোষণ করেন ।’ (১)

(১) অনেকে ‘ভোজন করিলাম’ ‘দর্শন করিল’ প্রভৃতি একবারে ত্রিভা বলেন । কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এবং উদাহরণ গুলির উপর দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা

১৫৭। কতকগুলি ক্রিয়ার দুটি করিয়া কৰ্মপদ থাকে। তাহাদের নাম দ্বিকৰ্মক ক্রিয়া। শব্দী বিশ্বকোষে এ সংবাদ দিয়াছেন। এখানে বিশ্বকোষে ও সংবাদ—এই দুটি পদ ‘দিয়াছেন’ ক্রিয়ার কৰ্ম। দিয়াছেন—দ্বিকৰ্মক।

দানার্থ, বচনার্থ ও জিজ্ঞাসার্থ ধাতুনিম্পন্ন ক্রিয়া ও ভাববিশেষ্য দ্বিকৰ্মক। (১) ‘তাহাকে কাপড়খানি দান কর।’ এই বাক্যে তাহাকে ও কাপড়খানি ‘দান’ এই ভাববিশেষ্য কৰ্ম। দান—‘কর’ এই ক্রিয়ার কৰ্ম। ‘সে কথা তাহাকে বলিয়াছি।’ এখানে কথা ও তাহাকে—‘বলিয়াছি’ ক্রিয়ার কৰ্ম।

যাইবে যে তাহাদের মতানুসারে ক্রিয়া নির্দেশ করিলে সৰ্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। নানা স্থানে নানা রূপে অবয়ব করিতে হয়। একপ গৌরব স্বীকার অনাবশ্যক এবং কেবল জটিলতাবদ্ধক।

‘ভোজন করিয়াছে’—বহি ক্রিয়াপদ হয়, তবে ‘ভোজন করিয়া ফেলিয়াছে’—একবারে ক্রিয়া হইবে না কেন?

পড়িয়া গেল—এক ক্রিয়া বলিলে ‘উঠিয়া পড়িয়া ভাঙিয়া চুরিয়া চলিয়া গেল’—এক ক্রিয়া বলাই সম্ভব হইয়া উঠে।

দর্শন করিয়াছি—এক ক্রিয়া বলিলে ‘মুখদর্শন করিব না’ ‘রাজদর্শন করিলাম,’ ‘দেবদর্শন করিয়া,’ ‘পিতৃদর্শন করিব’—ইত্যাদিও এক ক্রিয়া হইতে পারে।

‘দান করিয়াছেন’—একবারে ক্রিয়া বলিলে—‘মহাদান করিয়াছিলেন,’ ‘দাম্পত্যদান করেন’—ইত্যাদিও একবারে ক্রিয়াপদ হইতে পারে। গ্রহণ করি না—একবারে, ক্রিয়া বলিলে ‘দারগ্রহণ করিয়াছেন’—ইত্যাদিও এক ক্রিয়া বলা উচিত।

পূজা করি—একবারে ক্রিয়া বলিলে—‘পিতৃপূজা করেন’—একবারে ক্রিয়া হইতে পারে। গমন করিব—একবারে ক্রিয়া বলিলে ‘সমুদ্রগমন করিলেন,’ ‘প্রতিগমন করিয়াছেন’ ‘শুভাগমন করিলেন’ ‘গমনাগমন করিয়াও’ একবারে ক্রিয়া বলা উচিত।

আবার ‘আমারও গ্রহণ হইল,’ ‘আমাদের বোধ হয়’ ইত্যাদি স্থলে বহি ‘গ্রহণ’ ও ‘বোধ’ কৰ্ম হইতে পারে, তাহা হইলে ‘গ্রহণ করি’ ‘বোধ করি’ ইত্যাদি স্থলে গ্রহণ ও বোধ কৰ্ম না হইবে কেন?

(১) দোহা (দোহন করা) ও চাহা বা চাওয়া (বাচঞা করা) দ্বিকৰ্মক নয়।^{*} গরু ছুহিতেছে বা ছুইতেছে, এবং দুধ ছুহিতেছে বা দুইতেছে—বলা যায়। কিন্তু ‘গরু দুধ ছুইতেছে’ একপ বলা যায় না। তাহাকে টাকা চাও—একপ বাক্য হয় না। তাহার নিকট বা কাছে টাকা চাও—এইকপ বলিতে হয়।

কোন কোন স্থলে সাক্ষর্যক ক্রিয়ার কৰ্ম অপ্রকাশিত থাকে ।
যথা—ভাবিয়া কিছু স্থির করা যায় না ।

কোন কোন স্থলে অকৰ্ম্যক ক্রিয়ারও—ক্রিয়ার সমার্থক পদ কৰ্ম থাকে । যথা—বেশ এক ঘুম ঘুমাইয়াছি । ‘সে’ ত স্থতের মরণ মরিয়াছে । ‘মিছা কান্না কাঁদিস্ না আর ।’ ‘কাষ্ঠ হাসি হাসিতেছে’ । তাহারা কপাটি (বা লুকাচুরি) খেলিতেছে । এক ক্রোশ পথ চলিয়াছি । একটু হাস । (১) এইরূপ কৰ্মপদকে ধাত্বর্থক বা ক্রিয়ার্থক কৰ্ম বলে । (২)

সমাপিকা ক্রিয়া ।

১৪৮ । পুরুষ ও কালভেদে সমাপিকাক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয় ।

কর্তার পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ নির্ণয় করা হয় ।

আমি ও আমরা পদের সহিত অন্য় হইলে অধিত ক্রিয়া উত্তম পুরুষ হয় ; কারণ ‘আমি’ উত্তম পুরুষ । তুমি ও তোমার পদের সহিত অধিত হইলে ক্রিয়া মধ্যমপুরুষ হয় ; কারণ, ‘তুমি’ মধ্যম পুরুষ । এতদ্বিন্ন সৰ্ব্বত্র ক্রিয়া প্রথম পুরুষ । কারণ, আমি ও তুমি ব্যতীত সমস্ত সৰ্ব্বনাম ও সমস্ত বিশেষ্যই প্রথম পুরুষ । (৩)

(১) একটু হাস—একটু (হাসি) হাস । এখানে ‘হাসি’ পদটি উহ্য আছে । ‘একটু’—ক্রিয়ার্থক কৰ্ম । এইরূপ একটু (সময়) অপেক্ষা কর । একটু (কান্না) কাঁদ ।

(২) বেশ ডাকিতেছে, বিলাতি কাগড় শীত ছিঁড়ে—ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়া অকৰ্ম্যক । (পরিশিষ্টে ধাতুমালা দেখ) ।

আমি সন্দেহ ও মিঠাই খাইয়াছি । এই বাক্যে ‘সন্দেহ’ ও ‘মিঠাই’—খাইয়াছি ক্রিয়ার কৰ্ম । কিন্তু ঐ ক্রিয়া বিকৰ্ম্যক নহে । প্রকৃত পক্ষে ঐ বাক্যের আকার—‘আমি সন্দেহ খাইয়াছি এবং আমি মিঠাই খাইয়াছি ।’ সংক্ষেপার্থ উক্তরূপে লিখিত হয় ।

(৩) আসাদ, এমদাদ, বলেন্দ্র ও আমি একত্র খাইয়া দেখিলাম ।—এখানে চারিটি কর্তা থাকিলেও ‘আমি’ কর্তা আছে বলিয়া উত্তম পুরুষের ক্রিয়া প্রয়োগ হইয়াছে ।

ক্রিয়ার সময়কে কাল বলে । কাল তিন প্রকার ; বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ ।

এতদ্ভিন্ন অনুজ্ঞাতেও ক্রিয়ার স্বতন্ত্র রূপ হইয়া থাকে ।

১৪৯ । কর্তার বচন অনুসারে ক্রিয়ার আকার বিভিন্ন হয় না ।

১৫০ । ক্রিয়াপদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ ।

ধাতুবিভক্তি ।

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
বর্তমানকাল {	১ম । ইতেছে (১)	ইতেছ	ইতেছি
	২য় । এ	অ	ই
অতীতকাল {	১ম । ইল	ইলে	ইলাম
	২য় । ইয়াছে	ইয়াছ	ইয়াছি
	৩য় । ইয়াছিল	ইয়াছিলে	ইয়াছিলাম
	৪র্থ । ইতেছিল	ইতেছিলে	ইতেছিলাম
	৫ম । ইত	ইতে	ইতাম
ভবিষ্যৎকাল	ইবে	ইবে	ইব
অনুজ্ঞা	উক	ও	—

বহিষ ও তুমি এক সঙ্গে যাও ।—এই স্থলে দুই কর্তা থাকিলেও মধ্যম পুরুষের কর্তা আছে বলিয়া মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া বসিয়াছে ।

(১) ইতেছে, ইয়াছে, ইয়াছিলে, ইয়াছিল, ইতেছিল, ইতেছিলাম প্রভৃতি মূলে এক একটি অসমাপিকা ক্রিয়া-বিভক্তি এবং এক একটি আছ ধাতুনিপন্ন ক্রিয়ার বোণে উৎপন্ন । যথা—ইতেছে=ইতে+আছে ; ইয়াছে=ইয়া+আছে ; ইতেছিল=ইতে+আছিল । সুতরাং 'ইয়াছিল' পদটি প্রথমে ইয়া+আছিল—এইরূপ ছিল । এইরূপ করিয়াছে=করিয়া+আছে ; করিতেছে=করিতে+আছে ; করিতেছিল=

প্রথম অতীতের 'ইল' বিভক্তির স্থানে সময়ে সময়ে ইলে হয় । যথা—
সেত আমায় টাকা দিলে ।

১৫১ । সম্ভার্যে ইতেছে, এ, ইল, ইয়াছে, ইয়াছিল, ইতেছিল, ঠিত, ইবে এবং উক বিভক্তির স্থানে যথাক্রমে ইত্বেছেন, এন, ইলেন, ইয়াছেন, ইয়াছিলেন, ইতেছিলেন, ইতেন, ইবেন ও উন হয় ।

অনাদর অর্থে—ইতেছ ও ইরাছ বিভক্তির স্থানে ইতেছিহু ও ইরাছিহু হয় ; ইলে, ইরাছিলে, ইতেছিলে ও ইবে স্থানে—ইলি, ইরাছিলি, ইতেছিলি ও ইবি হয় ; অনুজ্ঞার 'ও' স্থানে সময়ে সময়ে ইস্ বা সু হয় ; কোথাও বিভক্তির লোপ হয় ; কোথাও বা অন্যরূপ পরিবর্তন ঘটে । বিভক্তিযোগে এইরূপ পরিবর্তিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ ।

১৫২ । স্বরাস্ত ও হকারাস্ত ধাতুর উত্তর দ্বিতীয় বর্তমানের 'অ' বিভক্তি স্থানে প্রায় 'ও' হয় ; তখন ধাতুর অন্ত্য হকারের লোপ হয় ।

১৫৩ । কোন কোন ধাতুর উত্তর অনুজ্ঞার 'ও' বিভক্তির স্থানে বিকল্পে 'অ', কোথাও বা বিকল্পে 'ইও' হয় ।

যেখানে কাজ এখনও শেষ হয় নাই, সেইখানে প্রথম বর্তমানের ক্রিয়া প্রয়োগ হয় । যেখানে কোন ক্রিয়া—যথাযতঃ বা বরাবর হইয়া থাকে—এইরূপ বুঝায়, সেখানে দ্বিতীয় বর্তমান কালের ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

যেখানে ক্রিয়া এখনই হইল—এইরূপ বুঝায়, সেখানে প্রথম অতীত ; যেখানে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফল বর্তমান আছে—সেখানে দ্বিতীয় অতীত ; যেখানে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে এবং তাহার ফলও বর্তমান নহে, সেখানে তৃতীয় অতীতের ক্রিয়া প্রয়োগ হয় । কোন কাজ হইতেছিল, শেষ হয় নাই—এইরূপ অর্থ বুঝাইতে চতুর্থ অতীত ; এবং পূর্বে সম্ভাব্যতঃ বা চিরকাল ঘটিত—এইরূপ অর্থে পঞ্চম অতীতের ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

সাধারণতঃ আদেশ, উপদেশ ও অনুরন্য বুঝাইতে অনুজ্ঞার ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় । এই সকল অর্থে কেবল প্রথম ও মধ্যম পুরুষেই অনুজ্ঞার ক্রিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে । সেই জন্য উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞার স্বতন্ত্র বিভক্তি নাই ।

আশংসার্যেও অনুজ্ঞার পদ হয় । তখন দ্বিতীয় বর্তমানের বিভক্তি যোগে উত্তম পুরুষের পদ হইয়া থাকে ।

করিতে+আছিল । এরূপ স্বতন্ত্র পদ এখনও স্থানে স্থানে চলিত কথায় ব্যবহৃত দেখা যায় । বর্তমান লিখিত ভাষায় এরূপ স্বতন্ত্র ক্রিয়ার ব্যবহার নাই এবং ইতেছে, ইয়াছে প্রভৃতি এখন বিভক্তি হইয়া উঠিয়াছে ।

ধাতুরূপ ।

• হ ধাতু (হওয়া)

বর্তমান কাল ।

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ	[চলিত কথা]
১ম। হইতেছে	হইতেছ	হইতেছি	[হচে, হচেন,
(সঙ্গমে হইতেছেন)	(অনাদরে হইতেছিস্)		[হচ্চ, হচ্চি
২য়। হয়	হও	হই	
(স. হন, হয়েন)	(অনা. হস্)		

অতীতকাল ।

১ম। হইল	হইলে	হইলাম (১)	[হল, হলেন,
(স. হইলেন)	(অনা. হইলি)		হলে, হলাম
২য়। হইয়াছে	হইয়াছ'	হইয়াছি	হয়েছে, হয়েছ,
(স. হইয়াছেন)	(অনা. হইয়াছিস্)		হয়েছি
৩য়। হইয়াছিল	হইয়াছিলে	হইয়াছিলাম	হয়েছিল ইত্যাদি
(স. হইয়াছিলেন)	(অনা. হইয়াছিলি)		
৪র্থ। হইতেছিল	হইতেছিলে	হইতেছিলাম	হতেছিল ইত্যাদি
(স. হইতেছিলেন)	(অনা. হইতেছিলি)		

(১) পদ্যে 'হইল' স্থানে 'হইলা', এবং 'হইলাম' স্থানে 'হইন্মু'—এইরূপ পদ দেখা যায়। অল্প ধাতুরও এইরূপ পদ ব্যবহার আছে। যথা—করিলা, চলিলা; বাইন্মু, ফিরিন্মু। প্রাচীনলেখকগণ সময়ে সময়ে 'হইল' স্থানে 'হইলেক', 'করিল' স্থানে 'করিলেক'—এইরূপ একএকটি 'ক' সংযুক্ত ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন।

৫ম। হইত হইতে হইতাম হ'ত, হ'তেন ইত্যাদি
(স. হইতেন) (অনা. হইতিস্)

ভবিষ্যৎকাল ।

হইবে হইবে (১) হইব হবে, হবেন ইত্যাদি
(স. হইবেন) (অনা. হইবি)

অনুজ্ঞা ।

হউক হও, হইও (২) — [হ'য়ো
(স. হউন) (অনা. হইস, হ)

নিষেধার্থ বুঝাইতে (ক) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্তমানে ক্রিয়ায় সহিত 'না' যোগ করিতে হয়। যথা—হইতেছে না; হয় না, না হয়; হই না, না হই। (৩)

(খ) প্রথম অতীতেও ঐরূপ না যোগ করিতে হয়। যথা—হইলে না, না হইলে।

(গ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অতীতে 'না' যোগ করিতে হয়। যথা— যদি সে কার্য্য না হইয়াছে—বা না হইয়াছিল। দ্বিতীয় বর্তমানের ক্রিয়ায় 'নাই' যোগ করিয়াও এই দুই অতীতের নিষেধার্থক ক্রিয়া হয়। যথা—সে কার্য্য হইয়াছে বা হইয়াছিল; নিষেধার্থ ক্রিয়া—সে কার্য্য হয় নাই। তিনি খাইয়াছেন—তিনি খান নাই।

(১) প্রাচীন বাঙ্গালার, এবং পত্রাদিতে এখনও—সময়ে সময়ে 'হইবে' স্থানে 'হইবা' পদের প্রয়োগ দেখা যায়। এইরূপ করিবা, বাইবা, দিবা, আসিবা।

(২) অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের 'হইও' ও 'হও' এই দুই পদের অর্থগত প্রভেদ আছে। 'হইও' পদটি অনুরোধ এবং কিয়ৎপরিমাণে ভবিষ্যৎ কালের কার্য্য বুঝায়। অন্ত্যন্ত খাত্ত সম্বন্ধেও এইরূপ। যথা—বাও, বাইও; দাও, দিও।

(৩) 'না হয়' স্থানে সময়ে সময়ে 'নয়' ও 'নহে' এবং সম্ভাব্যার্থে 'নন' ও 'নহেন',—হয়। এইরূপ 'না হও' স্থানে সময়ে সময়ে 'নও' এবং অনাদরে 'নস্' হয়। 'না হই' স্থানেও সময়ে সময়ে 'নই' ও 'নহি' হয়।

(ঘ) চতুর্থ ও পঞ্চম অতীতে না যোগ হয় । যথা—হইতেছিলাম না (হতে ছিলাম না) ; হইতাম না ।

(ঙ) ভবিষ্যৎকালেও না যোগ হয় । যথা—হইবে না ।

(চ) অনুজ্ঞাতেও না যোগ হয় । যথা—না হউক, হইও না ।
অন্য ধাতু সম্বন্ধেও এইরূপ ।

বা ধাতু (যাওয়া) । (১)

বর্তমান কাল ।

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ	চলিত কথা
১ম। যাইতেছে	যাইতেছ	যাইতেছি	যাচ্ছে,
(স. যাইতেছেন)	(অনা. যাইতেছিস্)		যাচ্চ, যাচ্চি
২য়। যায়	যাও	যাই	
(স. যান)	(অনা. যাস্)		

অতীত কাল ।

১ম। যাইল	যাইলে	যাইলাম
(স. যাইলেন)	(অনা. যাইলি) *	
গেল	গেলে	গেলাম (২)
(স. গেলেন)	(অনা. গেলি)	

(১) 'যা' ধাতুর অর্থ সময়ে সময়ে 'হওয়া' হয় । যথা—এমন লোক দেখা (দৃষ্ট) যায় (হয়) । অষ্ট্রেলিয়ার সোণা পাওয়া যায় । পাঁচটি টাকা লওয়া যাইতে পারে ।

(২) কলিকাতা অঞ্চলের চলিত কথায়—গেলুম ; এইরূপ করলুম, খেলুম, দিলুম, গিরেছিলুম, করেছিলুম, খেয়েছিলুম, দিয়েছিলুম । পশ্চিমবঙ্গের চলিত কথায়—গেহু । এইরূপ করহু (বা করু), খেহু, দিহু, গিরেছিহু, করেছিহু, খেয়েছিহু, দিয়েছিহু ।

২য়। গিয়াছে (১) গিয়াছ গিয়াছি [গেছে, গেছেন
(স. গিয়াছেন) (অনা. গিয়াছিস্) ইত্যাদি]

৩য়। বাইরাছিল (২) বাইরাছিলে (২) বাইরাছিলাম (২)
(স. বাইরাছিলেন) (অনা. বাইরাছিলি)

গিয়াছিল গিয়াছিলে গিয়াছিলাম [গেছিল, গিয়েছিল
(স. গিয়েছিলেন) (অনা. গিয়াছিলি) ইত্যাদি।

৪র্থ। বাইতেছিল বাইতেছিলে বাইতেছিলাম [যেতেছিল
(স. বাইতেছিলেন) (অনা. বাইতেছিলি) ইত্যাদি।

৫ম। বাইত বাইতে বাইতাম [যেত, যেতাম
(স. বাইতেন) (অনা. বাইতিস্), ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল।

বাইবে বাটবে বাইব বাবে, বাব
(স. বাইবেন) (অনা. বাইবি)

অনুজ্ঞা।

বাউক বাও, বাইও — বাক্, যান
(স. বাউন) (অনা. বা, বাস্), যেও

কর্ ধাতু (করা)।

বর্তমান কাল।

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ [চলিত কথা]
১ম। করিতেছে করিতেছ করিতেছি [কর্চে, কচে ই.
২য়। করে কর করি
(স. করেন) (অনা. করিস্)

(১) বাইরাছে, বাইরাছ, বাইরাছি পদ হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান বাঙ্গালার
ঐক্য পদের ব্যবহার আরই দেখা যায় না।

(২) প্রয়োগ অল্প।

অতীত কাল ।

১ম । করিল	করিলে	করলাম	[কর'লে, কর'লে ই.
২য় । করিয়াছে	করিয়াছ	করিয়াছি	[করেছে ই.
৩য় । করিয়াছিল	করিয়াছিলে	করিয়াছিলাম	[করেছিল ই.
৪র্থ । করিতেছিল	করিতেছিলে	করিতেছিলাম	[কর'তেছিল ই.
৫ম । করিত	করিতে	করিতাম	[কর'ত, কর'ত ই.

ভবিষ্যৎ কাল ।

করিবে	করিবে	করিব	কর'বে ই.
-------	-------	------	----------

অনুজ্ঞা ।

করুক	কর, করিও .	—	[ক'রো
(স. করুন)	(অনা. কর, করিস্)		

দা ধাতু । (দেওঃ)

বর্তমান কাল ।

১ম । দিতেছে	দিতেছ	দিতেছি	[দিচ্ছে ই.
২য় । দেয় (১)	দাও, দেও .	দেই, দিই, দি	
(স. দেন)	(অনা. দিস্)		

অতীত কাল ।

১ম । দিল (ক)	দিলে	দিলাম (ক) দিলে, দিলেক	
(স. দিলেন)	(অনা. দিলি)		
২য় । দিয়াইছে	দিয়াছ	দিয়াছি	[দেছে, দিছি ই.
৩য় । দিয়াছিল	দিয়াছিলে	দিয়াছিলাম	[দিয়েছিল ই.

(১) সচরাচর 'দেয়' স্থানে—দিয়া থাকে ; দেও স্থলে—দিয়া থাকে ; দেই, দিই, দি স্থানে—দিয়া থাকি—এইরূপ প্রয়োগ হয় । এইরূপ স্থলে 'দিয়া' অসমাপিক । দিরা এবং 'থাকে' প্রভৃতি সমাপিকা দিরা । অল্প অনেক ধাতু সম্বন্ধেও এইরূপ । যথা—শুইয়া থাকে, আসিয়া থাকে ইত্যাদি । হ ধাতু প্রভৃতিরও এইরূপ প্রয়োগ হয় ।

৪র্থ। দিতেছিল দিতেছিলে দিতেছিলাম

৫ম। দিত দিতে দিতাম

ভবিষ্যৎ কাল ।

দিবে দিবে ' দিব

অনুজ্ঞা ।

দিউক্, দিক্ (১) দাও, দেও, দিও —

(স. দিন্) (অনা. দে, দিস্)

শো ধাতু (শোওয়া) ।

বর্তমান কাল ।

১ম। শুইতেছে শুইতেছ শুইতেছি [শুতেছে, শুকে ই.

২য়। শোয় শোও শুই

(স. শোন্) (অনা. শুস্)

অতীত কাল ।

১ম। শুইল শুইলে শুইলাম [শু'ল ই.

(স. শুইলেন) (অনা. শুলি)

২য়। শুইয়াছে শুইয়াছ শুইয়াছি [শুয়েছে ই.

৩য়। শুইয়াছিল শুইয়াছিলে শুইয়াছিলাম [শুয়েছিল ই.

৪র্থ। শুইতেছিল শুইতেছিলে শুইতেছিলাম [শুচ্ছিল ই.

৫ম। শুইত শুইতে শুইতাম [শু'ত ই.

ভবিষ্যৎ কাল ।

শুইবে শুইবে শুইব শু'বি ই.

অনুজ্ঞা ।

শুক শোও, শুইও (ক) — [(ক) শু'মো

(স. শুন্) (অনা. শো, শুস্)

আস্ ধাতু (আসা) ।

বর্তমানকাল ।

১ম । আসিতেছে আসিতেছ আসিতেছি [আস্তে

২য় । আসে (১) এস (১) আসি

(স. আসেন) (অনা. আসিস্)

অতীতকাল ।

১ম । আসিল (২) আসিলে (২) আসিলাম (২) [এল, এলে ই.

২য় । আসিয়াছে আসিয়াছ আসিয়াছি [এসেছে ই.

৩য় । আসিয়াছিল আসিয়াছিলে আসিয়াছিলাম [এসেছিল ই.

৪র্থ । আসিতেছিল আসিতেছিলে আসিতেছিলাম [আস্তেছিল ই.

৫ম । আসিত আসিতো আসিতাম [আস্ত ই.

ভবিষ্যৎকাল ।

আসিবে আসিবে আসিব [আস্বে ই.

অনুজ্ঞা ।

আশুক আসিও (ক) এস — [(ক) এসো

(স. আশুন) (অনা. আসিস্, আশ্)

আছ ও থাক্ ধাতু (থাকা) ।

বর্তমানকাল ।

১ম । আছে (৩) আছ (৩) আছি (৩)

(স. আছেন) (অনা. আছিস্)

থাকিতেছে (৪) থাকিতেছ থাকিতেছি [থাক্ছে ই.

(স. থাকিতেছেন) (অনা. থাকিতেছিস্)

(১) পদ্যে আইসে, আইস পদও দেখা যায় ।

(২) পদ্যে আইল (ও আইলা) আইলে, আইলাম পদও দেখা যায় ।

(৩) নিবেধার্থে—নাই ।

(৪) থাকিতেছে প্রভৃতি ক্রিয়া নিবেধবাচ্যেই অধিক ব্যবহৃত হয় ।

২য়। থাকে থাক থাকি
(স. থাকেন) (অনা. থাকিস্)

অতীতকাল।

১ম। ছিল ছিলে ছিলাম্ (১)

(স. ছিলেন) (অনা. ছিলি)

থাকিল থাকিলে থাকিলাম [থাক্ ই.

(স. থাকিলেন) (অনা. থাকিলি)

২য়। থাকিয়াছে থাকিয়াছ থাকিয়াছি [থেকেছে ই.

৫ম। থাকিত থাকিতে থাকিতাম [থাক্ত ই.

তৃতীয় ও চতুর্থ অতীতের পদ চলিত নাই।

ভবিষ্যৎকাল।^৬

থাকিব থাকিবে থাকিব [থাক্বে ই.

অনুজ্ঞা।

থাকুক থাক, থাকিও (ক) — [(ক) থেকো

(স. থাকুন) (অনা. থাকিস্, থাক্)

বল্ ধাতু (বলা) ।

বর্তমানকাল।

১ম। বলিতেছে বলিতেছ বলিতেছি [বল্তেছে, বল্ছে ই.

২য়। বলে বল বলি

অতীতকাল।

১ম। বলিল বলিলেন বলিলাম

২য়। বলিয়াছে বলিয়াছ বলিয়াছি [বলেছে ই.

(১) প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে এবং পদ্যে 'আছিল', 'আছিলে' ও 'আছিলাম' পদ দেখা যায়। ঐমতনসিংহ প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে আছিল্ পদটি চলিত আছে।

- ৩য় । বলিয়াছিল বলিয়াছিলে বলিয়াছিলাম [বলেছিল ই.
 ৪র্থ । বলিতোছিল বলিতেছিলে বলিতোছিলাম [বলতেছিল ই.
 ৫ম । বলিত বলিতে বলিতাম [বলত ই.

ভবিষ্যৎকাল ।

- বলিবে বলিবে বলিব [বলবে ই.

অনুজ্ঞা ।

- বলুক বল, বলিও (ক) — [(ক) বলো
 (স. বলুন) (অনা. বল্, বলিস্)

কহ ধাতু ।

বর্তমানকাল ।

- ১ম । কহিতেছে কহিতেছ কহিতেছি [কহিছে ই.
 ২য় । কহে কহ কহি [কয়, কন্, কও, কই,
 (স. কহেন) (অনা. ক, কস্)

কই, কহিও—বর্তমান গদ্য বাগ্‌লায় কম চলে । অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ
 কালের পদও কম চলে ; তৎপরিবর্তে বল্ ধাতুর পদ ব্যবহার হয় ।

গুন্ ধাতু (শোনা) ।

বর্তমানকাল ।

- ১ম । গুনিতেছে গুনিতেছ গুনিতেছি [গুন্তেছে, গুন্ছে ই.
 ২য় । শোনে গুনে শোন, গুন গনি

অতীতকাল ।

- ১ম । গুনিল গুনিলে গুনিলাম [গুনিলে ই.
 ২য় । গুনিয়াছে গুনিয়াছ গুনিয়াছি [গুনেছে ই.
 ৩য় । গুনিয়াছিল গুনিয়াছিলে গুনিয়াছিলাম [গুনেছিল ই.
 ৪র্থ । গুনিতেছিল গুনিতেছিলে গুনিতেছিলাম [গুন্তেছিল ই.
 ৫ম । গুনিত গুনিতে গুনিতাম [গুন্ত ই.

ভবিষ্যৎকাল।

তুনিবে তুনিবে তুনিব [তুন্বে ই.
অনুজ্ঞা।

তুম্বক শোন, তুনিও (ক) — [(ক) তুনো
(স. তুম্বন) (অনা. শোন, তুনিস্)

চাহ্ ধাতু (দেখা ও প্রার্থনা করা)।

বর্তমানকাল।

১ম। চাহিতেছে (১) চাহিতেছ চাহিতেছি [চাইতেছে, চাইছে ই.

২য়। চাহে, চায় চাও চাহি, চাই
(স. চাহেন, চান) (অনা. চাঁহিস্, চাস্)

অনুজ্ঞা।

চাউক, চাহক (২), চাও, চাহিও — [চা'ক্, চা'ন, চা, চা'গ্

বহ ধাতু (বহন করা)।

বর্তমানকাল।

১ম। বহিতেছে বহিতেছ , বহিতেছি [বহিতেছে, বহিছে ই.

২য়। বহে, বয় বহ, বও বহি, বই
(স. বহেন, ব'ন্) (অনা. বহিস্, বস্)

অনুজ্ঞা।

বহুক, বউক বহ, বও, বহিও —

(স. বহন, ব'ন) (অনা. ব, ব'স, বহিস্)

(১) দর্শনার্থক চাহ ধাতুর কখন কখন 'চাহিয়া আছে', 'চেয়ে আছে'—
এইরূপ এক একটি অসমাপিকা ও এক একটি সমাপিকা ক্রিয়ার সংযোগে ভাবপ্রকাশ
হয়। দ্বিতীয় বর্তমানের ক্রিয়াসম্বন্ধেও এইরূপ।

(২) সচরাচর 'চাহিয়া (বা চেয়ে) দেখুক' এইরূপ দুই ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য হয়।

সহপ্রভৃতি হান্ত ধাতু এইরূপ । (১)

স ধাতু—সইতেছে (সইছে), সইতেছ (সইছ), সইতেছি (সইছি),
সইব (সব), সব, সও, সই—ইত্যাদিরূপ পদ হয় । যথা—জল সও ।

১৫২ । কোন কোন স্থলে অতীতকালেও বর্তমানের ক্রিয়া ব্যবহৃত
হয় । যথা—

(ক) বুদ্ধ খৃষ্টের ৪৭৪ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন ।

(খ) তিনি যখন আমাদের বাটীতে আসেন, তখন আমি বেড়াইতে
গিয়াছিলাম ।

(গ) তাঁহাকে ক্রমাগতই নিষেধ করিতেছি, তিনি কিছুই শুনেন না ।

(ঘ) ‘বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র নামিতেছেন ; পদভরে পরিত নমিত
ও কম্পিত হইতেছে ; সম্মুখস্থিত উপলসকল দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহা-
দের পথ প্রদান করিতেছে ।’

(ঙ) ‘বৃহস্পতি বলেন— সন্ন্যাসীর সাজ পোশাক-হীনের জীবিকা ।’

(চ) এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই ।

(ক) ঐতিহাসিক বর্তমান ।

(খ) যখন, তখন, যত, তত প্রভৃতি শব্দদ্বারা অতীতে বর্তমান ।

(গ) ক্রিয়ার সাতত্ব বুঝাইতে অতীতে বর্তমান ।

(ঘ) বর্ণনার বিষয় বিশদ ও প্রত্যক্ষবৎ করিবার জন্য অতীতে বর্তমান ।

(ঙ) অতীত লেখকদিগের কোন কথার উল্লেখ করিয়া সময়ে সময়ে অতীতে
বর্তমান কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় ।

(চ) নিষেধার্থক অন্যর সঙ্গে থাকিলে ‘কখনও’ প্রভৃতি শব্দের যোগে কোন
কোন স্থলে অতীতে বর্তমানের ক্রিয়া বসে ।

১৫৩ । যে ক্রিয়া এখনই সম্পন্ন হইল বা হইবে, তাহাতে সময়ে
সময়ে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের পরিবর্তে বর্তমান কালের প্রয়োগ হয় ।
যথা—তিনি এইমাত্র কলিকাতায় বাইতেছেন (গেলেন) ; এই তাঁহাকে

(১) ভবিষ্যৎকালে—সইব । চলিতকথায়—সইব, সব ইত্যাদি পদ হয় ।

পত্র লিখিতেছি (লিখিলাম) । তুমি কবে যাইতেছ (যাইবে) ? তাই করি (করিব) । ব্যস্ত হও কেন—এখনই তাঁহাকে পত্র লিখিতেছি (লিখিব) ।

১৫৪। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের উল্লেখ বা উদ্দেশ্য করিয়া সেই সময়ে বর্তমান—এইরূপ বুঝাইতে অতীতে বর্তমানের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় । যথা—‘বিশ্বামিত্র দেখিলেন,—এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলনা হয় না ।’ ‘সে সব আর কিছু নহে ; মাল-মসলা প্রস্তুত রহিয়াছে, এখনও পৃথিবী বা দোর-জগৎ গঠিত হয় নাই ।’—বান্ধীকির জয় ।

১৫৫। সময়ে সময়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের পরিবর্তে প্রথম অতীতের ক্রিয়া এবং ভবিষ্যৎকালের পরিবর্তে দ্বিতীয় অতীতের ক্রিয়া প্রযুক্ত হয় । যথা—‘ছুৰ্ভিক্ষে মরিয়া গেলাম’ (যাইতেছি) । এখন যে দিকে পা যাইবে সেই দিকে চলিলাম (চলিব) । যখন পলাইয়াছে, তখন আর সে টাকা দিয়াছে (দিবে) ।

১৫৬। বিধি-অর্থ এবং উপদেশ, অনুমোদন ও প্রার্থনাদি বুঝাইতে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় । যথা—‘সদা সত্য কথা কহিবে ।’ একবার আমার সহিত দেখা করিবে । অদ্য আমাদের বাটীতে আহার করিবেন ।

এই সকল অর্থে অনুজ্ঞার ক্রিয়াও হয় । যথা—কখন মিথ্যা কথা কহিও না ;—শাস্ত্রের এই প্রধান উপদেশ ।

১৫৭। প্রশ্নবাক্যে সময়ে সময়ে অতীতকালে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় । যথা—কপাল মন্দ না হইলে এমন ছেলে মরে [বা মরিবে] (মরিল) কেন ?

১৫৮। যদি, যেন, যতকাল প্রভৃতি শব্দের যোগে ভবিষ্যৎ কালে বর্তমানের ক্রিয়া হয় । যথা—আশার্কাদ করুন,—যেন জয়লাভ করি । যতকাল আমার নিকট আছ (থাকিবে) ততকাল তুমি নিরাপদ ।

১৫৯। যেখানে এক ক্রিয়ার সহিত প্রথমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও উত্তম পুরুষের কর্তার অবয়ব হয়, সেখানে ক্রিয়া উত্তম পুরুষের হইয়া থাকে। মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষের কর্তার সহিত অবয়ব হইলে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া হয়। যথা—আজম, আমি ও তুমি একত্র যাইব। তুমি ও সুলতান একত্র যাও।

নাম-ধাতু।

১৬০। নামধাতুর উত্তর বিভক্তিযোগ হইলে ক্রিয়া হয়।

‘উত্তর করিল’—এই অর্থে উত্তর শব্দের অর্থ ‘ক’ প্রত্যয় হইয়া ‘উত্তর’ ধাতু হইল। (১) এটি নাম ধাতু। ইহার উত্তর ধাতুবিভক্তি বসিলে ‘উত্তরিল’, ‘উত্তরিলেন’ প্রভৃতি পদ হয়। এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল—জিজ্ঞাসিল; নীরব হইল—নীরবিল; ধ্বনি করিল—ধ্বনিল; গর্জন করিল—গর্জিল; বাহির হইল—বাহিরিল; উজ্জল করিয়া—উজ্জলিয়া; প্রসারিত করিয়া—প্রসারিয়া; বিসর্জন করিল—বিসর্জিল; ফুলযুক্ত হইয়াছে—ফুলিয়াছে; (ধানের গাছগুলি ফুলিয়াছে)। এইরূপ কলিয়াছে, মুকুলিল, মঞ্জরিল। প্রকাশ হইল বা করিল—প্রকাশিল; উদয় হইল—উদিল। ঠেলা (লাঠি) দ্বারা মারিল—ঠেলাইল। (২)

১৬১। কতকগুলি অমুকার-অব্যয়ের উত্তর এই প্রত্যয় হইয়া

(১) ‘ক’ প্রত্যয়ের লোপ হয়। তিন্ন তিন্ন অর্থে এই প্রত্যয় হইয়া থাকে।

(২) এই সকল শব্দ পদ্যেই সচরাচর ব্যবহার হয়। তবে পদ্যেও কতকগুলি চলিতেছে। যথা—‘গভীর গর্জিয়া আমার পাশস্থলে জলশ্রোত চলিতেছে।’ (সন্ন্যাস) ‘যেহ শত সহস্র কামান একত্র ধ্বনিতোছে।’ বলিল, ফুলিয়াছে প্রভৃতি ক্রিয়া কথাবর্ত্তায় সর্বদা চলে। চলিত পদ্যে নামধাতু-নিম্পন্ন পদের প্রচলন ক্রমেই বাড়িতেছে।

নামধাতু নিম্ন হইল। অব্যয়গুলির উত্তর ‘আ’ আগম হয়। যথা—
মড়্, মড়্ শব্দের উত্তর ‘ক্’ প্রত্যয় ও ‘আ’ আগম হইয়া মড়্, মড়া ধাতু
হইল। তাহার উত্তর ধাতুবিভক্তি বসিয়া মড়্, মড়াইয়া পদ হইল। এইরূপ
কন্কনা, চড়্, চড়া, ঝন্কনা প্রভৃতি অনেক নামধাতু আছে। ব্যবহার
অনুসারে ঐ সকল ধাতুর ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রযোজক-ক্রিয়া।

১৬২। প্রেরণ করা বা প্রযোজিত করা—অর্থাৎ চালান, করান,
ধাওয়ান, দেওয়ান ইত্যাদিরূপ অর্থ বুঝাইতে ধাতুর উত্তর ‘আ’ প্রত্যয়
হয়। ঐ প্রত্যয়ান্ত ধাতু হইতে যে সকল ক্রিয়াপদ হয়, তাহাদের নাম
প্রযোজক-ক্রিয়া। (প্রযোজকের ক্রিয়া = প্রযোজক ক্রিয়া।)

‘আ’ প্রত্যয় হইলে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর নানারূপ আকার-পরিবর্তন
ঘটে। যথা—যা + আ = যাওয়া ; ধু + আ = ধোয়া ; লিখ্ + আ = লিখা,
লেখা ধাতু।

প্রযোজকধাতুর রূপ যথা—

ধাতু	সাধারণ ক্রিয়া	প্রযোজক-ক্রিয়া
কর্	করিতেছি	করাইতেছি
পড়্	পড়িতেছি	পড়াইতেছি
শু	শুইতেছি	শোয়াইতেছি
ধু	ধুইতেছি	ধোয়াইতেছি
যা	গিয়াছি, যাইয়াছি	যাওয়াইয়াছি
বহ, ব	{ বহিতেছি	{ বহাইতেছি
	{ বইতেছি	{ বওয়াইতেছি
লিখ	লিখিতেছি	{ লিখাইতেছি
		{ লেখাইতেছি

শিখ	শিখিতেছি	{ শিখাইতেছি শেখাইতেছি
জান	জানিতেছি	
		জানাইতেছি

১৬৩। (ক) অকস্মিক ধাতু হইতে উৎপন্ন প্রযোজক-ক্রিয়া সাকস্মিক হয় ; (খ) সাকস্মিক ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলে দ্বিকস্মিক হয় ; (গ) দ্বিকস্মিক ধাতু হইতে উৎপন্ন প্রযোজক-ক্রিয়া দ্বিকস্মিকই থাকে । যথা—

(ক) বোম্বাই আমার গাছটি এবার ফলিয়াছে । (১) প্রযোজক-ক্রিয়া—অনেকষত্রে বোম্বাই আমার গাছটি এবার ফলাইয়াছি ।

(খ) সেলিম আরবি পড়িতেছেন ।

প্রযোজক-ক্রিয়া । মৌলবিসাহেব সেলিমকে আরবি পড়াইতেছেন ।

(গ) জিতেন ইবাদকে দশটি টাকা দিয়াছিলেন ।

প্রযোজক-ক্রিয়া । জিতেন তাঁহার বন্ধুগণের দ্বারা ইবাদকে দশটি টাকা দেওয়াইয়াছিলেন । অথবা সুরেন্দ্র জিতেনের দ্বারা ইবাদকে দশটি টাকা দেওয়াইয়াছিলেন ।

১৬৪। কখন কখন সাধারণ ক্রিয়ায় কৰ্ত্তা প্রযোজক-ক্রিয়ার কস্মিক হয় । যথা—বালক দুধ খাইতেছে ;—জননী বালককে দুধ খাওয়াইতেছেন ।

কখন কখন বিকল্পে হয় । যথা—অন্নদা রমাপ্রসন্নের নিকট অঙ্ক কষিতেছেন ;—(ক) রমাপ্রসন্ন অন্নদাকে অঙ্ক কষাইতেছেন ;

(খ) রমাপ্রসন্ন অন্নদাকে দিয়া অঙ্ক কষাইতেছেন (২) ।

(১) নামধাতুরণ প্রযোজকক্রিয়া হয় । যথা—কল—কলিয়াছে ; কলা—কলাইয়াছে ।

(২) (ক) ও (খ) বাক্যে অর্থগত প্রভেদ আছে । (ক) বাক্যে কল—অন্নদার অর্থাৎ অন্নদা বাহাতে অঙ্ক কষিতে পারে, তাহাই রমাপ্রসন্নের উদ্দেশ্য । (খ) বাক্যে

বাঙ্গালার কোন কোন স্থলে, ক্রিয়া ধাতুর প্রসিদ্ধ অর্থ হইতে স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করে। যথা—‘শীত করিতেছে’; অর্থাৎ শীত বোধ হইতেছে। ঘোর অন্ধকার করিয়া (অর্থাৎ হইয়া) আসিল (অর্থাৎ হইল)। মেঘ করিয়াছে; অর্থাৎ হইয়াছে বা উঠিয়াছে। কুয়াসা করিয়াছে; অর্থাৎ হইয়াছে। অনেক গাল, অনেক প্রহারও খাইয়াছে; অর্থাৎ সহিয়াছে। তিনি নিশ্চয় বাইবেন না—দেখিয়া (অর্থাৎ বুঝিয়া) আমি একাকী চলিলাম। সভার কাজে যোগ দিবেন—অর্থাৎ সাহায্য করিবেন। (১) দরোজা দাও। তাহাকে ছুটা চড়ু কসাইয়া দাও (অর্থাৎ কসাও)। ছুধে কাটি দাও (অর্থাৎ কাটি দিয়া ছুধ নাড়)।

অসমাপিকা ক্রিয়া ।

১৬৫। ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ‘ইয়া’, ‘ইলে’ ও ‘ইতে’ বিভক্তি যোগ হইলে অসমাপিকা ক্রিয়া হয়। (২)

কাল, পুরুষ বা বচন-ভেদে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপান্তর হয় না।

চলিত কথায় ‘ইয়া’ স্থানে ‘ঐ’ ও (স্বর বর্ণের পর) ‘য়ে’ হয়; এবং ‘ইলে’ ও ‘ইতে’—এই দুই বিভক্তির ‘ই’ লোপ হয়। যথা—করিয়া—

কল—রমাপ্রসন্নের; অর্থাৎ রমাপ্রসন্ন তাঁহার নিজের অঙ্ক অন্নদার দ্বারা কবাইয়া লইতেছেন।

(১) ‘সে দিন সকলেই... টাচিলে আসিয়া সভার যোগদান করে’ এখানে সভার ‘যোগদান করে’—অপপ্রয়োগ। যোগ দেন—এই বাক্যে দা ধাতু দানার্থক নয়। সুতরাং এখানে ‘দেন’ অর্থে ‘দান করেন’ নহে।

(২) অথেকে ‘ইয়া’, ‘ইলে’ ও ‘ইতে’—এই তিনটিকে কৃতপ্রত্যয় বলেন। তাহা স্বীকার করিলে তদুত্তর বিভক্তিযোগ আবশ্যক; নতুবা গম্য হইবে না। বিভক্তি যোগ করিয়া আবার তাহার লোপের বিধান পৌরষমাত্র। কলতঃ এই পঞ্চগুলি নাম-পদ নহে; ক্রিয়াপদ।

করে ; খাইয়া—খেয়ে ; খাইয়া, গিয়া—গিৰে (১) ; কৰিলে—কৰিলে ; খাইলে—গেলে ; খাইতে—যেতে ।

(ক) অনন্তর অৰ্থে ধাতুর উত্তর 'ইয়া' বিভক্তি হয় । যথা—ছন্ধ পান কৰিয়া পড়িতে যাও । (২)

হেতু অৰ্থেও 'ইয়া' বিভক্তি হয় । যথা—ও কথা বলিয়া কান্দ নাই । এখন আর দারজিলিঙে গিয়া ফল নাই । এত বয়সে বিলাতে পড়িতে গিয়া কি হবে ?

‘আসিবার সময় কৰ্ম্মে পড়িয়া গেলাম ;’ ‘কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম ;’ ‘সতীশ রাগিয়া উঠিলেন ;’ ‘এক ঘণ্টা ঘুমাইয়া লও ;’ ‘লোকটাকে একবারে মারিয়া ফেলিল ;’ ‘একটা কথা বলিয়া লই ;’ ‘আমি প্রাতঃকালে বেড়াইয়া থাকি ;’ ‘তিনি রীতিমত চাঁদা দিয়া আসিতেছেন ;’—এইরূপ স্থলে 'ইয়া' বিভক্তির প্রায় স্বার্থেই ব্যবহার হয় । কেবল একটু জোর দিয়া বলিবার জন্য 'ইয়া'-যুক্ত ক্ৰিয়ার সহিত এক একটি সমাপিকা ক্ৰিয়ার প্রয়োগ হইয়াছে । (৩)

এই ক্ৰিয়ার কৰ্ত্তা নির্দেশ কৰিতে হয় না । অস্থিত সমাপিকা ক্ৰিয়ার কৰ্ত্তাই এই ক্ৰিয়ার কৰ্ত্তা ।

(খ) যেখানে একটি ক্ৰিয়ার পরবৰ্ত্তী কালে অন্য একটি ক্ৰিয়া ঘটে,

(১) খাইলে ও য়ে—পূৰ্ব্ববঙ্গে চলে ।

(২) প্রাচীন লেখকেরা 'কৰিয়া' স্থানে সময়ে সময়ে 'করত' ব্যবহার করিতেন । 'হইয়া' পদের পরিবর্তেও সময়ে সময়ে 'হওত' পদ ব্যবহৃত হইত ।

(৩) এইরূপ স্থলে সচরাচর বা, থাক, বস, দা, পড়, উঠ, আস ও কেল ধাতু-নিম্ন সমাপিকা ক্ৰিয়ার প্রয়োগ দেখা যায় । ঐ সকল ধাতুর অৰ্থ প্রায়ই একটি হয় না । 'কৰিয়া কেলিল'—ইহার মোটামুটি অৰ্থ—'কৰিল' ; বেড়াইয়া থাকি অৰ্থাৎ বেড়াই ।

কোন কোন স্থলে অৰ্ধগত কিছু বিশেষণ থাকে । যথা—মরেশ মরেশকে তিন টাকা দিয়া থাকিবেন (অৰ্থাৎ হরত দিয়াছেন) ।

অথবা একটি ক্রিয়া পরবর্তী অত্র ক্রিয়ার কারণ হয়, সেখানে ধাতুর উত্তর 'ইলে' বিভক্তি হয়। যথা—টাকা পাইলে তিনি সব করিবেন।

অনেক স্থলে এই শ্রেণীর ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কর্তা থাকে। যথা—আমি ফিরিয়া আসিলে তুমি যাইও। সূর্য্য উঠিলে আর হিমের ভর থাকে না।

ক্রিয়াধরের সমকাল-ঘটনা-স্থলে কখন কখন 'ইলে' বিভক্তি হয়। যথা—বারটা বাজিলে সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে আসিবে।

(গ) নিমিত্ত-অর্থে এবং ক্রমিকতা, সামর্থ্য, বিধি ও প্রয়োজন বুঝাইতে এবং বিষয়াধিকরণের অর্থে ও ধাত্বর্থে 'ইতে' বিভক্তি হয়। যথা—ভরত রামকে ফিরাইয়া আনিতে (আনিবার নিমিত্ত) চলিলেন। দস্যাদল দেশ লুণ্ঠিতে ও ছারখার করিতে লাগিল। (ক্রমিকতা)। সে দিবসে আট ক্রোশ চলিতে পারে। (সামর্থ্য)। ভোমাকে ভবানীপুরে যাইতে হইবে। (অর্থ্যাৎ যাইবার প্রয়োজন আছে)। এইরূপ কাজ করিতে হয় (বা নাই)। (বিধি)। জীবন লিখিতে পড়িতে (লেখা পড়া বিষয়ে) বেশ দক্ষ। আজি সকালে তাঁহাকে আসিতে (অর্থ্যাৎ তিনি আসিতেছেন)—দেখিলাম। (ধাত্বর্থ)।

'ইয়া' বিভক্ত্যন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ও অরিত সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা অধিকাংশ স্থলে এক হয়। যথা—প্রাতঃকালে উঠিয়া বেড়াইবে।

কোন কোন স্থলে স্বতন্ত্র কর্তা থাকে। যথা—রাত্রি আগিয়া আমার অনুখ হইয়াছে। সেদিন গঙ্গান্নান করিয়া অনুখ হইয়াছিল। দশ ক্রোশ পথ চলিয়া পারে বেদনা হইয়াছে।

পুনঃপুনঃ কার্য্য অথবা ক্রমিকতা বুঝাইলে সময়ে সময়ে 'ইতে' ও 'ইয়া' বিভক্ত্যন্ত পদের দ্বিত্ব হয়। যথা—অনেক সাধ্যসাধনা করিতে করিতে তাঁহার মত ফিরিল। চক্রে দেখিতে দেখিতে গৃহে চলিলাম। পড়িয়া পড়িয়া মাথা ঘুরিতেছে।

কৃৎপ্রত্যয় ।

১৬৬। ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতকগুলি প্রত্যয় হয়। তাহাদের সাধারণ নাম কৃৎ বা কৃৎপ্রত্যয়। কৃৎপ্রত্যয়াস্ত শব্দকে কৃদন্ত শব্দ বলে।

১৬৭। কৃদন্ত শব্দের উত্তর শব্দবিভক্তি বসিলে পদ হয়। এইরূপ পদের নাম কৃদন্ত পদ।

১৬৮। কতকগুলি কৃদন্ত পদ বিশেষ্য, কতকগুলি বিশেষণ। (১)

বাচ্য।

১৬৯। যখন যে কারকের অর্থ প্রধানরূপে বাচ্য (বাচ্য) হয়, তখন সেই কারক বাচ্য হইয়া থাকে।

কর্তা-কারকের অর্থ প্রধানরূপে বাচ্য (বাচ্য) হইয়া কোন প্রত্যয় হইলে, তাহাকে কর্তৃবাচ্যের প্রত্যয় বলে। এইরূপ কর্ম, করণ, অপাদান বা অধিকরণ কারকের অর্থ বাচ্য হইয়া কোন প্রত্যয় হইলে তাহাকে যথাক্রমে কর্মবাচ্য, করণবাচ্য, অপাদানবাচ্য বা অধিকরণবাচ্যের প্রত্যয় বলে।

ধাতুর অর্থ বাচ্য হইয়া কোন প্রত্যয় হইলে তাহাকে ভাব-বাচ্যের প্রত্যয় বলে।

(১) সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলি কৃদন্ত পদ ক্রিয়ার দ্বারা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও উহার নাম-পদ; অর্থাৎ কৃদন্ত শব্দ শব্দ-বিভক্তি-যুক্ত হইয়া ঐ সকল পদ নিষ্পন্ন হয়। ঐরূপ অনেক পদ বাঙ্গালায় চলিত আছে। যথা—কর্তব্য, দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃতভাষায় কৃদন্ত পদের দ্বারা ক্রিয়াপদেরও ভিন্ন ভিন্ন বাচ্য আছে। বাঙ্গালায় ক্রিয়ার বাচ্যভেদ নাই। ঘরিতে গেলে বাঙ্গালায় সমস্ত ক্রিয়াপদই কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ। বাচ্যভেদ নাই বলিয়া ক্রিয়াপদের বাচ্য নির্দেশ করিতে হয় না।

১৭০। বাঙ্গালাভাষায় কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, করণবাচ্য, অধিকরণ-
বাচ্য ও ভাববাচ্যে কৃতপ্রত্যয় হয়। সুতরাং বাঙ্গালার বাচ্য পাঁচ।
তন্মধ্যে করণ ও অধিকরণবাচ্যের প্রত্যয়দ্বারা নিম্ন পদ অন্ন; সুতরাং
বাঙ্গালার প্রধানতঃ তিন বাচ্য;—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

যে রাঁধে=রাঁধুনি। এখানে রাঁধ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ‘নি’ প্রত্যয়
হইয়াছে; করণ কর্তাকে (যে রাঁধে, তাহাকে) বুঝাইবার নিমিত্ত ঐ
প্রত্যয় হইয়াছে। এইরূপ যাহা জ্ঞানান যায়=জ্ঞানানি। এখানে
জ্ঞা ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ‘নি’ প্রত্যয় হইয়াছে। যাহা দিয়া পার হওয়া
যায়=পারানি (পয়সা)। এখানে পারা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ‘নি’
প্রত্যয় হইয়াছে। ইট বহে যাহাতে=ইটবহা (গাড়ি)। এখানে বহ
ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ‘আ’ প্রত্যয় হইয়াছে। কর্ ধাতু+আ=
করা; এখানে ধাতুর অর্থ বুঝাইতে ‘আ’ প্রত্যয় হইয়াছে। এটি ভাব-
বাচ্যের প্রত্যয়। বাঙ্গালার অপাদানবাচ্য নিম্ন ক্রমস্তম্বক প্রায় দেখা
যায় না।

১৭১। কৃতপ্রত্যয় করিলে ধাতুর নানাপ্রকার পরিবর্তন হয়।
প্রয়োগ-অনুসারে ঐ সকল পরিবর্তন-বুঝিতে হইবে।

১৭২। কোন্ কোন্ ধাতুর উত্তর কোন্ কোন্ প্রত্যয় হয়, তাহা
প্রয়োগ-অনুসারে নির্ণয় করিতে হইবে।

১৭৩। (ক) কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, করণবাচ্য, অধিকরণবাচ্য ও
ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ‘আ’ প্রত্যয় হয়। (১) যে ধরে=ধরা
(ধর+আ)। যথা—হাতধরা, ধামাধরা। যে রাঁধে=রাঁধা,
(রাঁধ+আ)। যথা—ভাতরাঁধা ভ্রাঙ্গণ। যে কাটে=কাটা। যথা

(১) অনেকস্থলে করিক ও উপগদের পরবর্তী ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয়।

—গলাকাটা লোক । যে মায়ে = মারা (মার + আ) । যথা—পাখী-
মারা শিকারী । যে চষে = চাষা (চষ + আ) । যাহা চষা যায় = চষা
(জমি) । যাহা রাঁধা যায় = রাঁধা । যথা—রাঁধা ভাত । যাহা পাতা
যায় = পাতা (পাত + আ) । যথা—পাতা উনান ; ঘরপাতা দধি ।
যাহা তোলা যায় = তোলা (তুল + আ) । যথা—বাজারের তোলা
(দান) । যাহা তুলিয়া রাখা যায় = তোলা । যথা—তোলা কাপড় ।
হাত-তোলা । যাহা কাটা যায় = কাটা । যথা—বাটালি-কাটা মুখ ।
যাহা দ্বারা ধরা যায় = ধরা । যথা—পাখীধরা ফাঁদ । যাহার দ্বারা মারা
যায় = মারা । যথা—ইহুর্মারা কল । এইরূপ পাঠ্যাকাটা খাঁড়া । বহে
বাহাতে = বহা (বহ + আ) । যথা—ইটবহা গাড়ি । মায়ে যাহাতে
(বসিয়া) = মারা । যথা—পাখীমারা ডোঙ্গা । বাসা করে যেখানে =
বাসা । ভাববাচ্যে—দেখ + আ = দেখা (দর্শন) ; কর + আ = করা ;
শু + আ = শোয়া (শ্রবণ) । এইরূপ লওয়া, যাওয়া, হওয়া, পরা,
বসা, চষা । (১)

(খ) কর্তৃবাচ্যে, কর্মবাচ্যে, করণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কতকগুলি
ধাতুর উত্তর ‘নি’ প্রত্যয় হয় । যথা—(কর্তৃবাচ্যে) ভাঁড়া + নি =
ভাঁড়ানি ; বিলা + নি = বিলানি ; বেড়া + নি = বেড়ানি ; লাগা + নি =
লাগানি ; হারা + নি = হারানি । (কর্মবাচ্যে) জালা + নি = জালানি ।
(করণবাচ্যে) পারা + নি = পারানি । (ভাববাচ্যে)—হাঁপা + নি =
হাঁপানি ; লাকা + নি = লাকানি ।

(গ) কর্তৃবাচ্যে, কর্মবাচ্যে, করণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কতকগুলি
ধাতুর উত্তর ‘অনি’ ও ‘উনি’ প্রত্যয় হয় । যথা—কর্তৃবাচ্যে) রাঁধ্—

(১) বিশেষার্থ বুঝাইলে সময়ে সময়ে এইরূপ কোন কোন পদের স্থিত হয় ।
যথা—কাটা কাটা কথা ।

রাঁধনি, রাঁধুনি । (কর্মবাচ্যে) ধর—ধরনি । (করণবাচ্যে) ছাঁক—
ছাঁকুনি, ছাঁকনি ; ছেঁচ—ছেঁচনি, ছেঁচুনি ; মহ (ম)—মহনি,
মহনি, মউনি । (ভাববাচ্যে) চাহ—চাহনি, চাহনি ; বক—বকনি,
বকুনি ; কাঁদ—কাঁদনি, কাঁদুনি ; বহ—বহনি, বহনি ; গাঁধ—গাঁধনি,
গাঁধুনি ; চাহ (চা)—চাহনি, চাহনি, চাউনি ; ছা—ছাউনি ; বিছ—
বিছনি, বিছুনি ; আঁট—আঁটনি, আঁটুনি ; শুন্—শুননি, শুহুনি । (১)

(ঘ) কর্তৃবাচ্যে কোন কোন ধাতুর উত্তর 'ইয়ে' প্রত্যয় হয় ।
যথা—বল—বলিয়ে ; কহ—কহিয়ে, কইয়ে ; চল—চলিয়ে ; গাহ (গা)—
গাহিয়ে, গাইয়ে । (২) বাজা—বাজিয়ে, বাজাইয়ে ।

(ঙ) 'কর্তৃবাচ্যে' কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'উনে' প্রত্যয় হয় । যথা
—থা—থাউনে ; চল—চলুনে ; কর—করুনে ; বক—বকুনে ; ভাঙ—
ভাঙুনে । (৩)

(চ) কর্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'অন্ত' ও 'ল' প্রত্যয় হয় ।
যথা—ফুট—ফুটন্ত ; জাগ—জাগন্ত ; ঘুম—ঘুমন্ত ; জল—জলন্ত । এই-
রূপ নিবন্ত, বাড়ন্ত, অকুরন্ত (ফুরন্ত নয়—বাহা ফুরায় না), জীবন্ত ও
জীৱন্ত । পাক—পাকাল ; ডাঁশা—ডাঁশাল ।

(ছ) কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'না' প্রত্যয়
হয় । যথা—দেনা, পাওনা, গাওনা, শুথনা, খেলনা, বাজনা, কান্না,
মাওনা । কচিং অধিকরণবাচ্যে হয় । যথা—ঝরণা ।

(জ) কতকগুলি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'আই' প্রত্যয় হয় । যথা—
খোদাই, চোলাই, ঢালাই, বাছাই, বাধাই, যাচাই, বদলাই । এই
প্রত্যয় কচিং কর্মবাচ্যেও হয় ।

(১) শুধুনি পদে দেখা যায় । (২) গাহক শব্দ সংস্কৃত গায়ক শব্দের অনুকরণ ।

(৩) জীলঙ্গে ই প্রত্যয় করিয়া করুণী, বকুণী ও ভাঙ্গুণী হয় ।

(ব) কতকগুলি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ‘অন’ প্রত্যয় হয় । যথা—
চল্+অন=চলন ; বল+অন=বলন ; মিল+অন=মিলন ; সৃজ+
অন=সৃজন ; দেখ+অন=দেখন । এইরূপ কসন, পড়ন, ফলন,
কেরন । চাপা+অন=চাপান ; চালা+অন=চালান ।

(ঞ) কর্মবাচ্যে, করণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে প্রযোজক-ক্রিয়ার ধাতু ও
নামধাতুর উত্তর ‘ন’ প্রত্যয় হয় । যথা—(কর্মবাচ্যে)—দেখান বা
(কপালে) হোঁওয়ান (টাকা) ; সামলান (ধন) ; লুকান (টাকা) ।
(করণবাচ্যে)—মারণ (বাণ) । (ভাববাচ্যে)—বলান, লওয়ান, চালান,
করান, দেওয়ান, মাখান, খাওয়ান, চাপান, কামান, বসান । (স্বার্থে আ
প্রত্যয়ান্ত হইলেও এই প্রত্যয় হয়) । ঘুমান, হাঁকান, লাকান ।

(ট) কতকগুলি ধাতুর উত্তর যথাসম্ভব কত্ববাচ্যে, কর্মবাচ্যে ও
ভাববাচ্যে ত প্রত্যয় হয় । যথা—(কত্ববাচ্যে) জাগ+ত=জাগ্রত ;
চিন্ত+ত=চিন্তিত ; বস+ত=বসত (১) (প্রজা) ; প্র+বৎ+ত=
প্রবর্ত ; ভাব+ত=ভাবিত । (কর্মবাচ্যে)—মান+ত=মানত, মানিত ;
দা+ত=দায়িত (টাকা) ; জান+ত=জানিত (লোক)—(অজানিত)
চল+ত=চলিত (কথা) । (ভাববাচ্যে)—কহ+ত=কহত (কহত-প্রমাণ
অর্থাৎ কথাপ্রমাণ) পড়+ত=পড়িত ; লিখ+ত=লিখিত ।

(ঠ) কত্ববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উপর ‘অ’ ও ‘এ’ প্রত্যয় হয় ;
প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বিত্ব হয় । যথা—পড় পড় (ছাদ) ; কাঁদ কাঁদ
(মুখ) ; মর মর (লোক) । এইরূপ ডোব ডোব (ডুব+অ) ; কাট কাট ।
‘এ’ প্রত্যয় হইলে পূর্বপদের প্রত্যয়ের লোপ হয় । যথা—জল্ জলে ;
ঝক্ ঝকে ।

(১) অধিকরণবাচ্যেও ‘বসত’ হয় । যথা—বসত জমি ।

(ড) কর্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে, অধিকরণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর ‘তা’ ও ‘তি’ প্রত্যয় হয়। যথা—পড়তা, ক্ষেয়তা, করতা (ওজনে যাহা বাদ যায়) (১), ধরতা। চল্‌তি, বাড়্‌তি, ফিরতি, কমতি, বস্‌তি (জমি)।

(ঢ) কর্ম্মবাচ্যে ‘খা’ ধাতুর উত্তর ‘বার’ ও ‘বি’ এবং দা ধাতুর উত্তর ‘বি’ প্রত্যয় হয়। যথা—খাবার, খাবি (২); দা-দাবি।

(ণ) সংস্কৃত জ্ঞা, ঋ ও বিপূর্ব্বক স্ব ধাতুর উত্তর বাঙ্গালার কর্তৃবাচ্যে ‘জ’ প্রত্যয় হয়। যথা—জ্ঞাত, ঋত, বিস্মৃত। যথা—বিরোধের কথা জ্ঞাত থাকিলেও তোমাকে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

(ত) কর্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ‘ও’ প্রত্যয় হয়। কর্তৃবাচ্যে যথা—পড়্—পড়ো (ছাত্র); ধার্—ধেরো; খা—খেরো, খেকো (খেয়ো খন্দের, মাহুখখেকো বাঘ); জাঁক—জেকো। ভাববাচ্যে যথা—চড়া—চড়াও; ঘেরা—ঘেরাও।

(থ) ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ণ্ প্রত্যয় হয়। ণ্ লোপ হয়; প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না; ধাতুর অন্তে আকার থাকিলে তাহারও লোপ হয়। যথা—বাড়্ + ণ্ = বাড়; শাণা + ণ্ = শাঁণ। এইরূপ আছাড়, চাল, ছাড়, জাল, ধার, পাত, মার, তার। কচিং কর্ম্মবাচ্যেও এই প্রত্যয় হয়। যথা—পাত।

(দ) পৌনঃপুন্য অর্থে, পরস্পরের কার্য্য বা সমবেত কার্য্য বুঝাইতে এবং ব্যাপ্তি বা আতিশয়া বুঝাইতে ধাতুর উত্তর ‘যঙ’ প্রত্যয় হয়। ‘যঙ’ প্রত্যয়ান্ত শব্দের নাম যঙস্ত শব্দ। যঙের লোপ হয়।

(১) এই অর্থে মূলধাতুর ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয় না। এইরূপ অন্ত অনেক ধাতুও আছে, তাহাদের কৃদন্ত পদের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু মূলধাতুর ব্যবহার বাঙ্গালার নাই। যথা—কলাই, চোরাই, সাফাই।

(২) মূলতঃ খাবার সম্বন্ধ পদ। খাবার অর্থাৎ খাইবার জন্ম। এখন প্রত্যয়ান্ত শব্দের জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছে।

যঙ প্রত্যয় করিলে ধাতুর দ্বিৎ হয় । এবং পূর্বভাগের উত্তর ‘আ’ এবং শেষ ভাগের উত্তর ‘ই’ হয় ।

পোনঃপুত্র অর্থে নড়্—নড়ানড়ি (পুনঃপুনঃ নড়া) আপ্রত্যয়ান্ত নড়্—নাড়ানাড়ি (পুনঃ পুনঃ নাড়া) । এইরূপ—গড়্—গড়াগড়ি ; চল্—চলাচলি, তাড়্—তাড়াতাড়ি ; দৌড়্—দৌড়াদৌড়ি ; দেখ্—দেখাদেখি (রামের দেখাদেখি—অর্থাৎ রামের কার্য্য পুনঃ পুনঃ দেখিয়া শ্রামও পাঠে মন দিল ।)

পরস্পরের কার্য্য অর্থে—দেখ্—দেখাদেখি (তাহারা দেখাদেখি করিতেছে) ; বল্—বলাবলি ; বক্—বকাবকি ; মার্—মারামারি ।

ব্যাপ্তি অর্থে—ছড়্—ছড়াছড়ি (সর্বত্র ছড়ান) ; মাথ্—মাথামাথি (সর্বত্র মাথা) । অতিশয়ার্থে—পীড়্—পীড়াপীড়ি ।

১৭৪ । কর্তৃবাচ্যের প্রত্যয়যোগে নিম্নরূপ ক্রদন্ত পদ কর্তার বিশেষণ হয় । যথা—আমি পাঁচজন রাঁধুনি ব্রাহ্মণ চাই ।

এইরূপ কর্ম্মবাচ্য, করণবাচ্য ও অধিকরণ বাচ্যের প্রত্যয়যোগে নিম্নরূপ ক্রদন্তপদ যথাক্রমে কর্ম্ম, করণ ও অধিকরণপদের বিশেষণ হইয়া থাকে ।

১৭৫ । ভাববাচ্যের প্রত্যয়যোগে নিম্নরূপ ক্রদন্তপদগুলি বিশেষ্য ; ইহাদের নাম ভাব-বিশেষ্য । যথা—তাহাকে চালান বিষয় ব্যাপার । এখানে ‘চালান’ ভাববিশেষ্য ; ‘তাহাকে’ ঐ ভাববিশেষ্যের কর্ম্ম ।

অনেকগুলি ভাববিশেষ্যের মূল ধাতুর ক্রিয়া বাঙ্গালার চলে না । ‘একটা হরিণ শিকার করিয়া আনিব’—এখানে শিকার ভাববিশেষ্য ; কিন্তু ‘শিকারিল’—এরূপ পদ চলে না । ‘রাজাকে দর্শন করিল’—এখানে ‘দর্শন’—ভাববিশেষ্য ; কিন্তু ‘দর্শিল’—এরূপ পদ চলে না । এইরূপ গৃহে গমন করিল ; বিদেশে যাত্রা করিল ; চোরকে গুলি করিল ; হুটিগ জারি করিল ; তাহাকে টেলিগ্রাফ কর ; আমাকে একটু মেহেরবানি করুন ; আপনি বিজে তদারক করুন । এই সকল হলে ‘গমন’, ‘যাত্রা’, ‘গুলি’, ‘জারি’, ‘টেলিগ্রাফ’, ‘মেহেরবানি’ ও ‘তদারক’ ভাববিশেষ্য । কিন্তু ঐ সকল পদের মূল ধাতুর ক্রিয়াপদ বাঙ্গালার চলিত নাই ।

অনেকগুলি সংস্কৃত ক্রদন্ত শব্দ বাঙ্গালার চলিত আছে। উদাহরণস্বরূপে কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) কর্ণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে 'তব্য' 'অনীয়' ও 'ব' (ণ্যৎ, বৎ ও কাপ) প্রত্যয়।

[কর্ণবাচ্যে বিহিত প্রত্যয়গুলি করণ, অপাদান ও অধিকরণ বাচ্যেও হইতে পারে।]

ধাতু	তব্য	অনীয়	ব (ণ্যৎ)
বচ্	বক্তব্য	বচনীয়	বাচ্য
বি + অব + ক্ত	—	—	ব্যবহার্য্য
বি + চর	—	—	বিচার্য্য
আ + চর	—	—	আচার্য্য আশ্চর্য্য
কৃ	কর্তব্য	—	ধার্য্য
কৃ	কর্তব্য	করণীয়	কার্য্য
ক	—	—	আর্য্য
ভুজ	ভোক্তব্য	—	ভোণ্য, ভোজ্য
হস	—	—	হাস্য
ভূ	—	—	ভার্গ্য্য
মন	মন্তব্য	—	মান্য
ক্র	—	—	শ্রাব্য
অন্য + বস	—	—	অন্যবস্যা, অন্যবাস্ত্য (বৎ)
পূজ	পূজিতব্য	পূজনীয়	পূজ্য
দা	দাতব্য	দানীয়	দেয়
মা	—	—	মেয় (অনুমের)
ভূ	ভবিতব্য	—	ভব্য
গম	গম্যব্য	—	গম্য
সেব	—	সেবনীয়	সেব্য
ন + জি	—	—	অজের
ভক্ষ	—	—	ভক্ষ্য
বি + ধা	—	—	বিধেয়
স্মৃ	স্মর্তব্য	স্মরণীয়	—
পালি	—	পালনীয়	পাল্য
সুগ	—	—	সুগর্য্য
সহ	—	সহনীয়	সহ্য
স্বয়	—	—	স্বয়্য

লভ	লক্ৰবা	—	লভ্য (ক্যপ)
কৃ	—	—	কৃত্য
দৃশ	দৃষ্টব্য	দর্শনীয়	দৃশ্য
পরি+চর	—	—	পরিচর্য্যা
বিদ্	—	—	বিদ্যা
শাস্	—	—	শিষ্য
হৃ	—	—	হৃদ্য
হন	—	—	হত্যা (১)
ভূ	—	—	ভূত্যা

(খ) অতীতকালে সক্রিয়ক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ত' প্রত্যয় হয় । গমন, প্রাপ্তি ও আরোহণার্থক ধাতুর উত্তর কতৃবাচ্যে ত হয় ; অক্রিয়ক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ত হয় । এবং সকল ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ত হয় । (২)

বধা—কৃ+ত=কৃত ; দা+ত=দত্ত ; দৃশ্+ত=দৃষ্ট ; প্রচ্ছ+ত=পৃষ্ট ; ত্রস্+ত=ত্রস্ত ; গিজস্ত ত্রস+ত=ত্রাসিত । আ+বৃ+ত=আবৃত ; নি+(গিজস্ত) বৃ+ত=নিবারিত ; পালি+ত=পালিত ; লস্জ+ত=লগ্ন ; মস্জ+ত=মগ্ন ; ভন্জ+ত=ভগ্ন ; গৈ+ত=গীত ; পা+ত=পীত ; গ্রহ্+ত=গ্রথিত ; জৃ+ত=জীর্ণ ; শৃ+ত=শীর্ণ ; উৎ+তৃ+ত=উত্তীর্ণ ; বি+স্তৃ+ত=বিস্তৃত, বিস্তীর্ণ ; গম+ত=গত ; হন+ত=হত ; বপ+ত=বপ্ত ; অম+ত=প্রাস্ত ; শম+ত=শান্ত ; কী+ত=কীর্ণ ; কী+ত=কীন ; শুব্+ত=শুক ; পচ্+ত=পক ; কৃদৃ+ত=কুর ; পূবৃ+ত=পূর্ণ ; প্র+সদৃ+ত=প্রসন্ন ; ছিদৃ+ত=ছিন্ন ; তিদ্+ত=ভিন্ন ; ইবৃ+ত=ইষ্ট ; বজ্জ+ত=ইষ্ট ; ব্যাধৃ+ত=বিদ্ধ ; হৃ+ত=হিত ; অনু+হৃ+ত=অনুষ্ঠিত ; প্র+ক্লৃ+ত=প্রক্লৃ ; আ+হ্নে+ত=আহৃত । ভূজ্জ+ত=ভূজ (ভক্ষিত) ; ভূয় (বীকান) ; ক্লজ্জ+ত=ক্লজ ; ত্রা+ত=ত্রাত, ত্রাণ ; বা+ত=বাত ; নিবৃ+বা+ত=নির্বাপ ।

(গ) অতীত কালে কর্তৃবাচ্যে 'তবৎ' প্রত্যয় । বধা—কৃ+তবৎ=(কৃতবৎ) কৃতবান্ ; দা+তবৎ=(দত্তবৎ) দত্তবান্ ; দৃশ+তবৎ=(দৃষ্টবৎ) দৃষ্টবান্ ; লভ+তবৎ=(লক্ৰবৎ) লক্ৰবান্ ।

ত্রীলিঙ্গে কৃতবতী, দত্তবতী, দৃষ্টবতী ইত্যাদি ।

(১) সংস্কৃতে হনধাতু অন্তপদের পরস্থিত না হইলে হত্যা হয় না । 'ব্রহ্মহত্যা' পদ সিদ্ধ ; কিন্তু কেবল 'হত্যা' অসিদ্ধ । বাঙ্গালার কেবল 'হত্যা' চলিত আছে । সংস্কৃতে বিদ্যা, শিষ্য, পরিচর্যা—ভাববাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় নিপন্ন ।

(২) কতকগুলি ধাতুর উত্তর বর্তমানকালে ত হয় ।

(ঘ) কর্তৃবাচ্য ভিন্ন অন্ত-কারক-বাচ্যে ও ভাববাচ্যে 'তি' প্রত্যয় । কৃ+তি=কৃতি; গৈ+তি=গীতি; যা+তি=মিতি (জ্যামিতি, পরিমিতি); শক্+তি=শক্তি; বচ+তি=উক্তি; নম্+তি=নতি (প্রণতি, বিনতি); গম+তি=গতি; মন+তি=মতি; বৃথ+তি=বৃদ্ধি; যুচ+তি=যুক্তি; দৃশ+তি=দৃষ্টি; ক্রম+তি=ক্রান্তি; শম+তি=শান্তি; ভ্রম+তি=ভ্রান্তি; হৃ+বপ+তি=হৃদ্বপ্তি; সন্+অন্+তি=সমষ্টি; প্র+নৃ+তি=প্রনৃতি (কর্ম্মবাচ্যে সম্ভাবন, অপাছনবাচ্যে জননী, ভাববাচ্যে এসব) ।

(ঙ) বর্তমান কালে অৎ (শত্) ও আন (শানচ্) প্রত্যয়; অতীত কালে বন্ (কহ) এবং ভবিষ্যৎকালে স্যৎ (স্যাতৃ) প্রত্যয় । ইহাদের মধ্যে 'অৎ', 'বন্' ও 'স্যৎ' কর্তৃবাচ্যের প্রত্যয়; 'আন' কোন স্থলে কর্তৃবাচ্যে, কোন স্থলে কর্ম্মবাচ্যে হইয়া থাকে । অৎ বধা—চল—চলৎ; জীব—জীবৎ; অস—সৎ । 'আন' বধা—বৃত—বর্তমান; আস—আসীন; বৃথ—বর্দ্ধমান; বিদ—বিদ্যমান; মূ—ক্ষিরমাণ; বি+রাজ—বিরাজমান; প্রতি+ই—প্রতীয়মান; কৃ—ক্রিয়মাণ; দৃশ—দৃশ্যমান; বন্ বধা—বিদ্—(বিদন্) [অৎ হাবে বন্]—বিদ্বান্; 'স্যৎ' বধা—ভূ—ভবিষ্যৎ ।

(চ) কর্তৃবাচ্যে 'অক' (পক, বক) প্রত্যয় । ঈগ—গায়ক; জনি—জনক; কৃ—কারক; ধৃ—ধারক; অহু+বদ—অনুবাদক; যাচ—বাচক; হন—যাতক; দৃশ—দর্শক; শুব—শোবক; নী—নারক । পরি+অট—পর্ষাটক । (বক) নৃৎ—বর্ডক, এইরূপ রজক, ধনক ।

(ছ) কর্তৃবাচ্যে 'তৃ' প্রত্যয় । কৃ—কর্তা (কর্তৃ); দা—দাতা (দাতৃ); ভুজ—ভোক্তা (ভোক্তৃ) । এইরূপ বচ—বক্তা; দৃশৃ—দ্রষ্টা; নী—নেতা; গ্রহ—গ্রহীতা; হৃ—সম্বিতা; বৃথ—বোদ্ধা; বি+ধা—বিধাতা; শ্র—শ্রোতা; শৃজ—শ্রষ্টা; নি+বহ—নিরস্তা; উপ+নিশ—উপদেষ্টা; ত্রৈ—ত্রাতা; তৃ—কর্তা ।

(জ) কর্তৃবাচ্যে 'ইন্' (গিন্, ইন্, ঘিগ্ন্) প্রত্যয় । বধা—অনু—কৃ—অনুকারী; হা—হারী; অপ+রাধ—অপরাধী । বহ—বারী (প্রতিবারী, সত্যবারী, মিথ্যাবারী, ব্রহ্মবারী); ভূ—ভাবী; হা—হারী; আ+গম—আগামী; নী—নারী (শয্যা-নারী, জলনারী); মাংস+অশ—মাংসানী; ময়+হন—ময়যাতী । পা—পায়ী (ভক্তপায়ী) । মজ্জ—মজ্জী; পরি+গ্রম—পরিগ্রমী । এইরূপ বিজয়ী, মাংসবিক্রয়ী । যুজ—যোগী; অহু+রনৃজ—অনুরাগী ।

(ঝ) কর্তৃবাচ্যে (ব ও বট্) প্রত্যয় । বধা—প্রিয়+বদ—প্রিয়বদ; বশ+বদ—বশবদ; (১) ভয়+কৃ—ভয়কর; অজ+কব—অজকব; কেম+কৃ—কেমকরী (স্ত্রী); ভয়+কৃ—ভয়কর; ধন+জি—ধনঞ্জয়; শুভ+কৃ—শুভকর;

(১) বাঙ্গালীর প্রিয়বদ, বশবদ, ভয়বদ প্রকৃতি পদ দেখা যায় । এগুলি আরোপ না করাই ভাল ।

পূর+দৃ—পূরদয়; স্বয়+বৃ—স্বয়ংবর; বিব+ভৃ—বিবস্তর, বিবস্তরা (স্ত্রী); সৰ্ব্ব+সহ—সৰ্ব্বসহা (স্ত্রী); ভূজ+গম—ভূজঙ্গ, ভূজঙ্গম; উরস্+গম—উরঙ্গ, উরঙ্গম; ব্রজ+গম—ব্রজঙ্গ, ব্রজঙ্গম; পত+গম—পতঙ্গ, পতঙ্গম; বিহায়স্+গম—বিহঙ্গ, বিহঙ্গম; ইয়া+মদ—ইয়ঙ্গদ। বহু+ধৃ—বহুকরা।

(ঞ) কর্তৃবাচ্যে ঞ্ প্রত্যয়। বধা—ন+সৃধ্য+দৃশ—অসৃধ্যাম্পশ্যা (স্ত্রী)।

(ট) কর্তৃবাচ্যে অ (ড) প্রত্যয়। বধা—ভূজ+গম—ভূজঙ্গ; এইরূপ উরঙ্গ, ভূরঙ্গ, প্রবঙ্গ, পতঙ্গ, বিহঙ্গ। ন+গম—নগ; অগ্র+জন্—অগ্রজ; এইরূপ অনুজ, জলজ, দ্বিজ, প্রজা। মনস্+জন্—মনসিজ, মনোজ; সরস্+জন্—সরসিজ, সরোজ। বি+জ্ঞা—বিজ্ঞ। গৃহ+হা—গৃহহ; এইরূপ মধ্যাহ্ন, পাত্নাহ্ন, ভূমিষ্ঠ। দ্বি+পা—দ্বিপ; এইরূপ মধুপ, নৃপ, ভূপ, গোপ। বর+দা—বরদ, (স্ত্রী) বরদা; এইরূপ ধনদ। শোক+অপ+হন—শোকাপহ। শোক+আ+বহ—শোকাবহ।

(ঠ) কর্তৃবাচ্যে অ (ক) প্রত্যয়। বধা—প্রী—প্রিয়; মহী+কহ—মহীকহ; পুং+ত্রে—পুত্র (পুত্র)।

(ড) কর্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয়। স্থপ—সর্পাঃ দিব—দেব; এইরূপ জলধর, ক্রেশকর, হুঃখহর, নিদাহ, সরীসৃপ, কিকট।

(ঢ) কর্তৃবাচ্যে অ (টচ্) প্রত্যয়। কৃত+হন—কৃতঘ্ন। শত্রু+হন—শত্রুঘ্ন; ভূ+চর—ভূচর; ধে+চর—ধেচর; এইরূপ নিশাচর, জলচর। সহ+চর—সহচর।

(ণ) কর্তৃবাচ্যে ই (ধি), ইকৃ, উক, আলু, উর (কুর, ঘুর), ক্র, বর, র ও কিপ্ প্রত্যয়। কিপের সমস্ত লোপ হয়; কিছুই থাকে না। 'ই' বধা—আজ্ঞন+ভৃ—আজ্ঞভরি; 'ইকৃ' বধা—সহ—সহিকৃ; বৃধ—বর্জিকৃ। 'উক' বধা—ভৃ—ভাবুক; কন—কামুক; হন—ঘাতুক। 'আলু' বধা—দয়—দয়ালু; নিত্র—নিত্রালু; তন্মালু। 'উর' বধা—ভনজ—ভনজুর। 'ক্র' বধা—শত্রু—শত্রু; ভী—ভীকৃ। 'বর' বধা—ঈশ—ঈশ্বর; স্থা—স্থাবর; নশ—নশ্বর; যা+যঙ—যাযাবর। 'র' বধা—হিন্দু—হিন্দ্র; নম—নম্র; চন্দ্র—চন্দ্র। 'কিপ্' বধা—উৎ+ভিদ্—উদ্ভিদ্; বিজ্ঞান+বিদ্—বিজ্ঞানবিৎ; সেনা+নী—সেনানী; অগ্র+নী—অগ্রণী; গম—জগৎ; সম্+রাজ—সম্রাট্; ইন্দ্র+জি—ইন্দ্রজিৎ; পরি+সদ্—পরিবদ্; স্বয়ম্+ভূ—স্বয়ভূ।

(ভ) ইচ্ছার্থে ধাতুর উত্তর 'নন্' প্রত্যয় হয়। সমস্ত ধাতুর বিহ হয়; শেবে 'ন' থাকে। ধাতু সমস্ত হইয়া ধাতুই থাকে; উহার উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হইয়া তদ্ভক্তর বিভক্তি বসে। বধা—পা+সন্—শিপাস্ ধাতু।

(ধ) সমস্ত ধাতু এবং অস্ত কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'ঔ' প্রত্যয়। বধা—সমস্ত পা—শিপাহ; সমস্ত ঘৃ—মুর্ঘ্য; সমস্ত ভূজ—বুভুহ; সমস্ত জি—জিগীষু; ইব—ইজু; এইরূপ ভিকৃ, বিন্ধু।

(দ) কর্তৃবাচ্যে উক ও কৃন্ প্রত্যয়। বধা—জাগৃ—জাগরক। কৃব—কৃবক, কৃবিক।

(খ) কর্তৃবাচ্যে ‘অন’ প্রত্যয়। ভগ—ভগন। এইরূপ দমন, সাধন, নাশন, ভীষণ, রমণ, নন্দন, বর্জন, লষণ, শোভন, জনাৰ্জন, মধুসূদন, সুদর্শন, দুৰ্য্যোধন।

(গ) কর্তৃবাচ্যে ভিন্ন অস্ত্র কারকবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে ‘অ’ (যঞ, অল্, থল্, শ) প্রত্যয়।

অ (যঞ)—রম—রাম; বস—বাস; লভ—লাভ; রন্জ—রাগ; পচ—পাক; ইতিহ+অস্—ইতিহাস; অদ্—ঘাম। এইরূপ—ব্যবহার, আহার, প্রয়োগ, লোপ, শোক, নিবাস, আচার, সঙ্গ, ভাগ, যোগ, নীহার।

অ (অল্)—জি—জয়; ভী—ভয়; প্রতি+ই—প্রত্যয়; হন—বধ; বি+শ্মি—বিস্ময়।

অ (থল্)—হ+কৃ—হকর; এইরূপ হুঙ্কর, হুল্লভ, হুর্জিব। অ (শ)—কৃ—ক্রিয়া।

অ—সনস্ত পা—পিপাসা (ত্রীলিঙ্গ); সনস্ত কিং—চিকিৎসা; সনস্ত জি—জিগীষা; সনস্ত মা—মীমাংসা; সনস্ত হন—জিহাংসা; সনস্ত ভূজ—বৃত্তিকা; (নাষ ধাতু) তপস্য—তপস্যা।

কতকগুলি ‘অ’ প্রত্যয় নিম্নের শব্দ সংস্কৃতে কেবল ত্রীলিঙ্গ হয়। বধা—পত্নীকা, লজ্জা, কৃপা, ব্যথা, চিন্তা, প্রজ্ঞা, প্রশংসা, লেখা, বয়।

(গ) কর্তৃবাচ্যে ভিন্ন অস্ত্র কারকবাচ্যে ‘নি’ প্রত্যয় হয়। বধা—ধৈ+নি—ধানি; হা+নি—হানি।

(ক) কর্তৃবাচ্যে ভিন্ন অস্ত্র কারকবাচ্যে ‘অন’ (ল্যুট্) প্রত্যয়। বধা—কৃ—করণ, লী—লয়ন; এইরূপ সেচন, (১) নয়ন, চরণ, স্থান, দর্শন, ভূষণ, শ্রবণ, জ্ঞান, গান, ত্রাণ, অনুষ্ঠান। অর্চ—অর্চনা, বিদ-বৈদনা; এইরূপ বস্ত্রণা, কলনা (যুৎ বা ল্যুট্)।

বঙ্ প্রত্যয়নিম্নের অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালার চলিত আছে। সম্ প্রত্যয়ের প্রায় বঙ্ প্রত্যয়যোগে ও সংস্কৃতে ষষ্ঠ্য ধাতু হয়; এবং অনেক স্থলে বঙের লোপ হয়। বঙ্ প্রত্যয়ারস্ত ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হয়। বধা—দীপ+বঙ্=দেদীপ্যধাতু+আন=দেদীপ্যমান; জল+বঙ=জাজ্বল্য+আম=জাজ্বল্যমান। গম+বঙ্+অ=গঙ্গম। এইরূপ—চঞ্চল, সন্ন্যাস, বাবাবর।

১৭৬। বাঙ্গালা কৃদন্ত পদের ন্যায় সংস্কৃত-ভাববাচ্যনিম্নের কৃদন্ত পদও ভাববিশেষ্য হয়। সাক্ষ্যক ধাতু হইতে যে ভাববিশেষ্য হয়, তাহার কর্তৃ থাকে। বধা—দরিদ্রকে ‘দয়া’ কর। এখানে দরিদ্রকে এই পদ ‘দয়া’ এই ভাববিশেষ্যের কর্তৃ। এই রূপ—আমার কথা ‘শ্রবণ’ কর। ইংরাজি ‘লেখা’ তাহার কাজ নয়।

১৭৭। ব্যবহার, যোগ, প্রয়োগ, লোপ, আহার প্রভৃতি পদ বাঙ্গালার বিশেষ্য

ও বিশেষণ উভয়রূপেই প্রয়োগ হয়। যথা—‘বাক্সালায় এরূপ পদ ব্যবহার (ব্যবহৃত) হয় না।’ ‘বাক্সালায় এরূপ পদের ব্যবহার নাই।’

‘বাক্সালায় এরূপ পদ প্রয়োগ (প্রযুক্ত) হয় না।’ ‘ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই বিভক্তি শব্দে যোগ (যুক্ত) হয়।’

১৭৮। কারকবাচ্যে নিম্নরূপ-কৃদপদ তত্ত্বকারকের বিশেষণ হইয়া থাকে।

পদপরিচয় ।

১৭৯। বাক্যে যে সকল পদ থাকে, সেই সকলের পরিচয়দান ও পরস্পর সম্বন্ধ নির্দেশ করার নাম পদপরিচয়।

১৮০। পদপরিচয় দিতে হইলে সর্বাপ্রায়ে বাক্যস্থ ক্রিয়াগুলি নির্ণয় করিতে হয়। তাহার পর ক্রারকোক্ত প্রণালীতে প্রশ্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কারকগুলি স্থির করিতে হইবে। প্রত্যেক কারক নির্ণয়ের সময় বিশেষণপ্রকরণে লিখিত প্রশ্ন করিয়া, তাহাদের বিশেষণ থাকিলে, সেগুলিও স্থির করা আবশ্যিক। অত্র পদ থাকিলে তাহার সহিত অত্রাত্র পদের সম্বন্ধ বুঝিয়া তাহার স্বরূপ; এবং অব্যয় থাকিলে তাহারও নির্দেশ করিতে হইবে।

১৮১। বক্তার ইচ্ছা অর্থাৎ বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া পদপরিচয় দিতে হইবে। কেবল বিভক্তি ধরিয়া কোন নামপদের কারক নির্ণয় করিতে গেলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। যথা—(ক) ‘এখান হইতে চন্দ্রকে ছোট দেখায়’—এই বাক্যে ‘দেখায়’ এই ক্রিয়ার অর্থ—‘দৃষ্ট হয়’। প্রশ্ন—কে দৃষ্ট হয়? উত্তর—চন্দ্র। সুতরাং এখানে ‘কে’-বিভক্তিযুক্ত হইলেও চন্দ্র—‘চন্দ্রকে’—এই পদটি কর্তা।

(খ) ‘তোমাকে বড় কুশ দেখাইতেছে’। এই বাক্যেও কর্তা—‘তোমাকে’ (অর্থাৎ তোমার শরীর অর্থাৎ তুমি)।

সংস্কৃতো বিবক্ষা-অনুসারে কারক নির্ণয় হইয়া থাকে।

১৮২। ক্রিয়ার পরিচয়-দানকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নির্দেশ আবশ্যক।—(ক) সমাপিকা বা অসমাপিকা। (খ) অকর্ম্মক বা সাকর্ম্মক। (গ) ক্রিয়া সমাপিকা হইলে কাল, পুরুষ, বচন। (ঘ) অসমাপিকা ক্রিয়া হইলে—বিভক্তি। (ঙ) কর্ত্তা কে এবং (ক্রিয়া সাকর্ম্মক হইলে) কর্ম্ম কি? (১)

১৮৩। বিশেষ্যের পরিচয়ে (ক) কোন্ শ্রেণীভুক্ত; (খ) লিঙ্গ, বচন; (গ) বিভক্তি; (ঘ) বিভক্তি-যোগের কারণ; (ঙ) সম্বন্ধ পদের (ক্রিয়া বা অত্র পদের) সহিত সম্বন্ধ। সর্ব্বনাম সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

১৮৪। বিশেষণের পরিচয়ে (ক) বিরূপ বিশেষণ; (খ) কাহার বিশেষণ।

১৮৫। অব্যয়ের পরিচয়ে শ্রেণীবিভাগ এবং অত্র পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে তাহারও নির্দেশ আবশ্যক।

১৮৬। সমস্ত বিশেষ্যই প্রথমপুরুষ। এই কারণে বিশেষ্যের পুরুষ নির্দেশ করিতে হয় না। সর্ব্বনাম ও সমাপিকা ক্রিয়ার পুরুষ বলিতে হয়।

১৮৭। অসমাপিকা ক্রিয়ার কাল, বচন ও পুরুষ নির্দেশ করিতে হয় না। যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই, তাহাদের কর্ত্তাও নির্দেশ করিতে হয় না। কেবল ধাতুর উল্লেখ করিয়া বিভক্তির পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হইল।

১৮৮। ভাববিশেষ্যের লিঙ্গ ও বচন উল্লেখ করিতে হয় না; কর্ম্মের আকাজ্জা থাকিলে (অর্থাৎ সাকর্ম্মক ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলে) কর্ম্মপদ বলিয়া দিতে হইবে।

(১) সাকর্ম্মক ক্রিয়া বিকর্ম্মক হইলে তাহাও নির্দেশ করিতে হইবে। ক্রিয়ার বাচ্য নির্দেশ করিতে হয় না। ক্রমস্ত পদে প্রত্যয়ের বাচ্য নির্দেশ করিতে হয়; কারণ-
ভিন্ন ভিন্ন বাচ্যে ভিন্ন ভিন্ন কৃৎ প্রত্যয় হয়।

উদাহরণ ।

সে দিন চন্দ্র উদয় হইলে, বনের ভিতর অন্ধকার কমিয়া গেলে আমরা হরিণশিকারে বাহির হইলাম। এই বাক্যে—‘হইলে’, ‘গেলে’ ও ‘হইলাম’—এই তিনটি ক্রিয়া ।

(ক) হইলে—অসমাপিকা ক্রিয়া, ‘হ’ ধাতু, অকর্ম্মক, ইলে বিভক্তি ।
কর্তা—চন্দ্র ।

চন্দ্র—বিশেষ্য, অপ্ৰাণিবাচক—সংজ্ঞাবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন ;
কর্তাকারকে ‘এ’ বিভক্তি (লোপ হইয়াছে) ; ‘হইলে’—এই অসমাপিকা
ক্রিয়ার কর্তা ।

উদয়—ভাববিশেষ্য, বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, চন্দ্রের বিশেষণ ।
দিন—বিশেষ্য, অপ্ৰাণিবাচক—দ্রব্যবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন ;
অধিকরণ কারকে ‘এ’ বিভক্তি (লোপ হইয়াছে) ।

সে—সর্বনাম বিশেষণ—‘দিন’ এই পদের বিশেষণ ।

(খ) গেলে—অসমাপিকা ক্রিয়া ; যা ধাতু, অকর্ম্মক, ইলে বিভক্তি ;
কর্তা—অন্ধকার ।

কমিয়া—অসমাপিকা ক্রিয়া ; কন্ ধাতু, অকর্ম্মক, ইয়া বিভক্তি ;
‘গেলে’ এই ক্রিয়ার সহিত সংবদ্ধ । (কমিয়া গেলে = কমিলে ।)

অন্ধকার—বিশেষ্য, অপ্ৰাণিবাচক—দ্রব্যবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন,
কর্তায় ‘এ’ বিভক্তি (লোপ হইয়াছে) ; ‘গেলে’—এই ক্রিয়ার কর্তা ।

(গ) হইলাম—সমাপিকা ক্রিয়া ; ‘হ’ ধাতু, অকর্ম্মক, বর্তমানকাল,
উত্তমপুরুষ, একবচন, ইলাম বিভক্তি ; কর্তা—আমরা ।

আমরা—সর্বনাম, উত্তমপুরুষ, পুংলিঙ্গ, বহুবচন, ‘রা’ বিভক্তি,
কর্তাকারক । ‘হইলাম’—এই ক্রিয়ার কর্তা ।

বাহির—ভাব-বিশেষ্য, বিশেষণরূপে ব্যবহৃত ; ‘আমরা’—এই পদের বিশেষণ ।

শিকারে—ভাববিশেষ্য, নিমিত্তার্থে ‘এ’ বিভক্তি ।

হরিণ—বিশেষ্য, প্রাণিবাচক-জ্ঞাতিবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন, ‘শিকার’—এই ভাববিশেষ্যের কর্ম ।

বনের—বিশেষ্য, অপ্রাণিবাচক-জ্ঞাতিবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন ; সম্বন্ধপদে ‘র’ বিভক্তি ।

ভিতর—বিশেষ্য, অপ্রাণিবাচক-দ্রব্যবোধক, পুংলিঙ্গ, একবচন, অধিকরণ কারকে ‘এ’ বিভক্তি (লোপ হইয়াছে) ।

সংক্ষেপ-অব্যয় ।

(ক) তাঁহাকে ভয় করিব কেন ?

এই বাক্যে ক্রিয়া—করিব । ইহার কর্তা—আমি (উহা), কর্ম—‘ভয়’ এই ভাববিশেষ্য । তাঁহাকে—‘ভয়’ এই ভাববিশেষ্যের কর্ম ।

(খ) তুমি ও বাহাদুর দুটিতে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া যাও ।
এই বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া—‘যাও’ ; কর্তা—তুমি ও বাহাদুর । ‘দুটিতে’—‘তুমি’ ও ‘বাহাদুর’ এই দুই পদের সমপদ । হাত—‘ধরাধরি’ এই ভাববিশেষ্যের কর্ম ; ধরাধরি—‘করিয়া’ এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম ।
‘ও’—সংযোজক অব্যয় ।

(গ) সতীশের ভাই-পরিচয়ে ক্ষিতীশ আমার নিকট আসিয়াছিল ।
এই বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া—আসিয়াছিল ; কর্তা—ক্ষিতীশ ; সতীশের সম্বন্ধ পদ, ‘ভাই-পরিচয়ে’—এই সমাসযুক্ত পদের মধ্যে ‘ভাই’এর সম্বন্ধ ।

(১) ভাই-পরিচয়ে—করণকারক ।

(১) সমাসযুক্ত পদের এক একটির সহিত অন্তপদের অর্থ সম্বন্ধে ছাত্রদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ আবশ্যিক । ইহাকে ‘একদেশাধর’ বলে ।

(ঘ) আমেদ নামে একটি বালক ছিল। (১) এই বাক্যে আমেদ—বালকের সমকারক ; নামে—করণকারক। এইরূপ স্থলে উপলক্ষণে ‘এ’ বিভক্তি হইয়াছে বলিলেও চলে।

(ঙ) গৃহক জাতিতে* চণ্ডাল ছিলেন। এই বাক্যে ‘গৃহক’ কর্তা ; ‘চণ্ডাল’ গৃহকের সমপদ বা বিধেয় বিশেষণ ; ‘জাতিতে’ করণকারক অথবা উপলক্ষণে ‘এ’ বিভক্ত্যন্ত পদ।

(চ) ললিতকে যত্নপূর্বক পড়াইতে পারিলে (সে) পণ্ডিত হইত।

(ছ) যত্নপূর্বক পড়াইতে পারিলে ললিত পণ্ডিত হইত।

এই দুই বাক্যের অর্থ প্রায় একরূপ হইলেও বাক্যের গঠন-অনুসারে

(চ) বাক্যে ‘ললিতকে’—‘পড়াইতে’ ক্রিয়ার কর্মপদ, এবং (ছ) বাক্যে ‘ললিত’—‘হইত’ ক্রিয়ার কর্তা।

[কোন পদ দুই বা অধিক ক্রিয়ার সহিত অধিত হইলে প্রায় আসন্ন পূর্ববর্তী ক্রিয়ার সহিতই তাহার প্রধানরূপে অদ্বয় হয়।]

(জ) টাকাটা হাতে হাতে একশত হাত ফিরিয়া আসিল। অর্থ—টাকাটা (এক জনের) হাত হইতে (অন্যের) হাতে (গিয়া ক্রমে) একশত হাতে ফিরিয়া (আবার আমার হাতে) আসিল। এখানে প্রথম ‘হাতে’ অপাদান ; দ্বিতীয় ‘হাতে’ ও ‘হাত’—অধিকরণকারক।

(ঝ) তোমার (বা তোমাকে) আর পূজা করিতে হইবে না। এখানে ক্রিয়া—হইবে না। কর্তা—‘পূজা করিতে’ এই বাক্যাংশ। ‘করিতে’—অসমাপিকা ক্রিয়া ; ইহার কর্ম—পূজা। ‘তোমার’ (বা তোমাকে) সম্বন্ধ পদ (কর্তা-সম্বন্ধ)।

(১) এটি সংস্কৃত বাক্যের অনুকরণ। চলিত বাঙ্গালার ‘আমেদ বলিয়া (বা বলে) একটি বালক ছিল’—এইরূপ বাক্য হয়। অর্থ—আমেদ বলিয়া যাহাকে ডাকে এমন একটি বালক ছিল। উল্লিখিত বাক্যে, ‘বলিয়া’ (বা বলে) অব্যয়।

(ঞ) আমার পাঁচ জন মজুর চাই। এখানে—‘আমার’ (অর্থাৎ আমি) ‘চাই’ এই ক্রিয়ার কর্তা।

(ট) ওসমান ও তুমি উভয়ে মিলিয়া এই কাজ কর। এখানে কর্তা—ওসমান ও তুমি ; ‘উভয়ে’ ওসমান ও তুমির সমপদ।

প্রথম ও মধ্যমপুরুষের কর্তা আছে বলিয়া মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া হইল।

(ঠ) কাসেম, তুমি ও আমি—তিনজনে একত্র যাইব। এখানে কর্তা—কাসেম, তুমি ও আমি। তিনজনে—উহাদের সমপদ। প্রথম-পুরুষ, মধ্যম-পুরুষ ও উত্তমপুরুষের কর্তা আছে বলিয়া উত্তমপুরুষের ক্রিয়া হইল।

(ড) আমি নয় সোমবারে যাইব। এখানে নয়=না হয়। অর্থাৎ (আমি না গেলে যদি) না হয়, (তাহা হইলে) আমি সোমবারে যাইব। নয়—নিবেদ্যার্থক ক্রিয়া ; কর্তা—‘আমি না গেলে’ এই বাক্যাংশ—উহু আছে।

বাক্যপ্রকরণ।

১৮৯। বাক্যে অন্ততঃ কর্তা ও ক্রিয়া এই দুটি পদ থাকা আবশ্যক। নতুবা অর্থ সম্পূর্ণ হয় না।

১৯০। বাক্য দুই প্রকার। গদ্য ও পদ্য। যাহা ছন্দোবদ্ধ নহে তাহা গদ্য ; এবং যাহা ছন্দোবদ্ধ রচিত তাহা পদ্য।

গদ্য।

১৯১। (ক) তুমি যাও। (খ) যাই। (গ) তুমি কবে দেশে যাইবে? (ঘ) শনিবার।—এই চারিটিই বাক্য। (ক) বাক্যে কর্তা ও ক্রিয়া আছে। (খ) বাক্যে কর্তা (আমি) প্রকাশ না থাকিলেও উহু আছে ; অল্পের সময় ঐ পদের নির্দেশ করিতে হইবে। (ঘ) বাক্যে

কর্তা বা ক্রিয়া কিছুই নাই। কিন্তু (গ) বাক্যের সহিত উক্তস্বরূপে লিখিত হইলে উহাতে ‘আমি’, ‘দেশে’ ও ‘যাইব’ এই তিনটি পদ যে উহ্য আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় ; সুতরাং (গ) বাক্যের সহিত লিখিত হইয়া (ঘ)ও বাক্য হইয়াছে। অন্ততঃ কেবলমাত্র ‘শনিবারে’ বলিলে বাক্য হইবে না। অতএব আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যেখানে সম্পূর্ণ বাক্যার্থ বোধ হয়, সেখানে যে কোন একটি পদও বাক্য হইবে।

(ক) নির্বাসিত হুমায়ুন আবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার—।

(খ) নির্বাসিত—আবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

(গ) নির্বাসিত হুমায়ুন আবার দিল্লীর সিংহাসন—করিয়াছিলেন।

এখানে (ক) বাক্যে ‘করিয়াছিলেন’, (খ) বাক্যে ‘হুমায়ুন’, (গ) বাক্যে ‘অধিকার’—এই তিনটি পদ শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে ঐ বাক্যগুলি অসম্পূর্ণ। অতএব বাক্যস্থ পদসকলের অর্থবোধের একটি উপায়—আকাঙ্ক্ষা।

১৯২। বাক্যের অর্থবোধের দ্বিতীয় উপায়—যোগ্যতা। (১)

‘অগ্নিপানে পিপাসা দূর করি’—এখানে ‘অগ্নি’ পানীয় নহে ; এবং তাহার পিপাসানাশের শক্তি বা যোগ্যতা নাই। সুতরাং এটি বাক্য হইবে না। ‘জলপানে পিপাসা দূর করি’—এটি বাক্য।

১৯৩। অর্থবোধের তৃতীয় উপায় আসক্তি বা নৈকট্য। ‘আমার পুড়িয়া কাপড় গিয়াছে।’ এখানে ‘আমার’ পদের সহিত ‘কাপড়’ এই

(১) দেবমহিমাদি প্রকাশ নিমিত্ত এবং পরিহাসার্থ সময়ে সময়ে যোগ্যতাহীন বাক্য প্রযুক্ত হয়। যথা—‘পদ্মেরে লজ্জাও গিরি’। ‘আমার ঘোড়া উড় ত’। অভিজ্ঞিত বর্ণনায় সময়ে সময়ে আপাত-যোগ্যতাহীন বাক্য প্রযুক্ত হয়। যথা—

‘কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।

পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলি।’

পদের অবয়ব। কিন্তু এই দুই পদের মধ্যে ‘পুড়িয়া’ বলাতে অর্থবোধের ব্যাঘাত হইতেছে। সুতরাং এটি বাক্য নহে। ‘আমার কাপড় পুড়িয়া গিয়াছে’—এটি বাক্য।

অতএব বাক্যস্থিত পদগুলির উপযুক্ত সংস্থান আবশ্যক। নিম্নে তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটি নিয়ম প্রবৃত্ত হইল।

(ক) সাধারণতঃ কৰ্ত্তা প্রথমে, পরে ক্রিয়া বসে। যথা—মেঘ ডাকি-তেছে ; হামিদ পড়িতেছে।

(খ) ক্রিয়া সাকৰ্ম্মক হইলে কৰ্ম্মটি ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যথা—সুরেশ সতীশকে ডাকিতেছে।

(গ) দ্বিকৰ্ম্মক ক্রিয়া হইলে মুখ্যকৰ্ম্ম ক্রিয়ার পূর্বে এবং গৌণকৰ্ম্ম মুখ্যকৰ্ম্মের পূর্বে বসে। যথা—দরিদ্রকে অন্ন দাও।

(ঘ) করণকারক প্রায় কৰ্ত্তার পর এবং ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যথা—রহিম ছুরিঘারা হাত কাটিয়াছে।

(ঙ) অপাদানকারক ক্রিয়ার পূর্বে এবং কৰ্ত্তার পূর্বে বা পরে বসে। যথা—‘রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।’ বৃক্ষ হইতে ফল পড়িল।

(চ) অসমাপিকা ক্রিয়া কৰ্ত্তার পর এবং সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যথা—‘রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া.....প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।’

(ছ) অধিকরণ প্রায় কৰ্ত্তার পূর্বে বসে। যথা—সমুদ্রজলে লবণ আছে।

উল্লিখিত নিয়মসমূহের ব্যতিক্রমও সৰ্ব্বদা দৃষ্ট হয়। কলতঃ বৈকল্প পদসংস্থান প্রকৃত বাক্যার্থ বুঝাইয়া শ্রুতিমধুর হয়, গ্রন্থকারগণ সেইরূপেই পদসংস্থান করেন।

১২৪। আমি ও তুমি—এই দুই কৰ্ত্তৃপদ অনেক সময়ে অল্পত্ব থাকে ; ক্রিয়াপদ দ্বারাই কৰ্ত্তার নির্ণয় হয়। যথা—যাহা বলি, তাহাই কর।

১২৫। ‘যাহা’ শব্দের সহিত ‘তাহা’ শব্দের নিত্যসম্বন্ধ। অর্থাৎ বাক্যে ‘যাহা’ শব্দের পদ থাকিলে, সঙ্গে সঙ্গে ‘তাহা’ শব্দের পদ থাকে। নতুবা বাক্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যথা—যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই রক্ষা করিতেছেন।

প্রত্যয়ান্ত ‘যাহা’ ও ‘তাহা’ শব্দ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। যত ও তত, যখন ও তখন, যেখানে ও সেখানে, যথা ও তথা এবং যেমন ও তেমন নিত্যসম্বন্ধ।

কোন কোন স্থলে ‘যাহা’, কোন স্থলে বা ‘তাহা’ শব্দের পদ অপ্রকাশিত থাকে। যথা—‘যখন তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তখন অবশ্যই আহাৰ দিবেন।’ তিনি রাজা, ‘আমাদিগকে * রক্ষা করিবেন।’ আমাদের বৈদেশিক শত্রুর ভয় নাই, যেহেতু আমাদের রাজা মহাবল পরাক্রান্ত।

১২৬। সম্বোধন পদ প্রায়ই বাক্যের আদিতে বসে। যথা—ওহে প্রমথ, এদিকে এস। কোন কোন স্থলে বাক্যমধ্যেও বসে। যথা—এস হে অন্তর, আমরা যাই।

১২৭। যাহাকে সম্বোধন করা যায়, তাহার প্রতি অল্প বা অধিক সম্মান প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হইলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা বা নামের সহিত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ যোগ করিয়া সম্বোধন করিতে হয়। অধিকসম্মান-প্রদর্শন; উদ্দিষ্ট হইলে, নাম বা উপাধি উল্লেখ না করিয়া ‘ধর্ম্মাবতার’, ‘মহারাজ’ প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করা হয়। যথা—ধর্ম্মাবতার, আমি দরিদ্র লোক; যেন মায়া না যাই। গুরুদেব, রাজাবাবু, খোদাবন্দ ও হজুর শব্দও ঐরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদপেক্ষা অল্প সম্মান প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হইলে সম্মানের তারতম্য অনুসারে নিম্নলিখিতরূপ সম্বোধন পদ ব্যবহৃত হয়।

(ক) শাস্ত্রীমহাশয় (১), বিদ্যারত্নমহাশয়, দেওয়ানজিমহাশয় (২), বাবুজি মহাশয়, বাবু মহাশয়, ঠাকুর মহাশয়, বাবু সাহেব, মোল্লাসাহেব, মৌলবিসাহেব, দারোগাসাহেব, মিঞাসাহেব, মোল্লাজি, কমিশনারবাবু ।

(খ) সেখজি, ভট্টাচার্য্যমহাশয়, মিত্রজামহাশয় (৩), মিত্রমহাশয়, দেওয়ানজি, ডাক্তারবাবু ।

(গ) হাক্কেজসাহেব, অন্তর্য্যচরণ বাবু, ভুবনেশ্বর বাবু ।

(ঘ) হাক্কেজমিঞা, অভয় বাবু, ভুবন বাবু ।

(ঙ) ও শশীর বাপ, হাঁগা সিধুর পিষী ।

যেখানে সত্ত্বম বা অসত্ত্বম প্রদর্শন উদ্দিষ্ট নয়, অথবা ঘনিষ্ঠতাস্থলে কেবল নাম ধরিয়া বা উপাধির উল্লেখ করিয়া সোধোদন হয় । যথা—‘ও নীলরতন,’ ‘ও নীল,’ ‘ও রতন,’ ‘ওহে ঘোষাল ।’

অনাদরসূচক সোধোদনে শব্দের ক্রিয়দংশ পরিত্যক্ত ও অন্ত্যস্বর প্রায়ই বিকৃত হয় । যথা—ওরে রামা, ওরে হরে ।

স্নেহপাত্রদিগকে ও বালকদিগকে অনেকে সময়ে সময়ে অনাদরসূচক পদে সোধোদন করেন । কিন্তু তাহাতে প্রকৃত অনাদর প্রকাশিত হয় না । ফলতঃ বক্তার মনের ভাব অনুসারে আদর বা অবজ্ঞা বুঝায় ।

১৯৮ । সোধোদন পদের পর তুমি বা আপনি শব্দের পদ প্রয়োগ করিয়া বাক্যগঠন করিতে হয় । তবে অনেক স্থলে এই পদ উহ্য থাকিয়া যায় ।

(১) ‘শাস্ত্রীমহাশয়’ ; বাজালা-সন্নাস-নিম্পন্ন ; ‘শাস্ত্রিমহাশয়’ সংস্কৃত-সন্নাস-নিম্পন্ন পদ ।

(২) সংস্কৃত ভিন্ন অন্যভাষা হইতে গৃহীত শব্দের উত্তরই সাধারণতঃ ‘সাহেব’ ও ‘জি’ বসে । তবে কোন কোন স্থলে সংস্কৃত শব্দের উত্তরও ইহাদের ব্যবহার দেখা যায় । যথা—রাজাসাহেব, গুরুজি, পণ্ডিতজি ।

(৩) মিত্রজা অর্থাৎ মিত্রজ অর্থাৎ মিত্রবংশপ্রসূত । এইরূপ দত্তজা, ঘোষজা ।

যথা—মহারাজ, আপনার মঙ্গল হউক । ‘বল দেখি, শশী, তুমি কেন কলঙ্কী ?’ মাধব, (তুমি) এস ।

১৯৯ । কারক ও অস্ত্রান্ত পদেও সম্মান বা অবজ্ঞা প্রদর্শনার্থ উক্তরূপ পদ বা পদসমষ্টির প্রয়োগ হইয়া থাকে । যথা—মহারাজের অনুমতি হইলেই রামকে দেওয়ানজির নিকট পাঠাইব ।

সম্মম ও গৌরব দেখাইতে হইলে ‘আপনি’ এবং অন্যদ্বারে ‘তুই’ ব্যবহৃত হয় । স্নেহপাত্রের প্রতি সময়ে সময়ে ‘তুই’ ব্যবহৃত হয় । আবার প্রেমের আধিক্যে কখন কখন লোকে দেবতাকে ‘তুই’ বলে । যথা—‘আজি তোরে দেখ্‌ব মাগো, মা হারে কি ছেলে হারে ।’

তুমির পরিবর্তে বসিলেও ‘আপনি’ প্রথমপুরুষ ।

সমধিক-সম্মম-প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হইলে, মহারাজ, শ্রীযুত, ছজুর প্রভৃতি পদের ব্যবহার হয় । যথা—শ্রীযুতের (বা মহারাজের) কখন আগমন হ’ল ? এইরূপ স্থলে ঐ সকল পদ সর্বনামের স্থায় ব্যবহৃত হইয়াছে ।

২০০ । বিশেষণ।—বিশেষণ সাধারণতঃ বিশেষ্যের পূর্বে বসে ; কিন্তু যেখানে বিশেষণ উদ্দিষ্ট হয় অথবা যেখানে বিশেষণের সহিত ক্রিয়ার নিকট-অবয়ব থাকে, সেখানে বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে । যথা—ধার্মিক লোক নিত্য সুখী । পরোপকার করিতে পারিলে সাধুরা সুখী হন ।

২০১ । সর্ব-নামের বিশেষণ প্রায়ই পরে বসে । যথা—আমি অতি দীন হীন ; তিনিই সাধু । তবে ভাষান্তর হইতে অনুবাদে এবং কবিতায় কখন বা পূর্বে বসে । যথা—“দীন হীন অভাজন আমি” । ক্রিয়ার বিশেষণ সময়ে সময়ে ক্রিয়ার পরে বসে । যথা—তিনি চলেন খুব দ্রুত ।

এক বিশেষ্যের দুই, তিন বা অধিক বিশেষণ হইতে পারে । যথা—সুশীল, শাস্ত ও বুদ্ধিমান লোকের সর্বত্র জয়লাভ হয় । কিন্তু সর্বনাম-

বিশেষণ প্রায়ই একাধিক হয় না। যথা—সেই ব্যক্তি, এই ফুল। তবে
 আবেগ বা উচ্ছ্বাস প্রদর্শনস্থলে একাধিক সর্বনামবিশেষণ কচিৎ দেখা যায়।
 যথা—‘এ কি সেই বয়ুনা’? ‘সেই আমি, সেই তুমি, এই সে গোকুল’।

২০২। কতকগুলি শব্দ কখনও বিশেষ্য, কখনও বিশেষণ হয়।
 যথা—সাদা ফুল; নীলের চেয়ে সাদা ভাল। ‘ধন্য রাজার পুণ্য দেশ’;
 ‘পুণ্য সঞ্চয় কর’।

এইরূপ লাল, নীল, পীতাদি; পাপ, ধর্ম, অধর্ম, শুভ, অশুভ, সমুদ্র,
 উপর, অর্ধ, অর্ধেক, সত্য, মিথ্যা, বিশেষ, অতিশয়, অসাধু, সাধু, হিত,
 অহিত, নঙ্গল, বাবু, মহাশয় প্রভৃতি কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণ হয়।

২০৩। না, নাই, নয়।—‘না’ সময়ে সময়ে বিশেষ্য ও বিশেষণব্য
 ব্যবহৃত হয়। যথা—তঁাহার কথায় ‘না’ করা আমার সাধ্য নয়। ‘নাই’—
 এই অব্যয় ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া প্রয়োগ হয়। ‘নয়’ কখনও অব্যয়,
 কখনও ক্রিয়া হয়। আছে, আছ, আছি—এই তিন ক্রিয়াপদ নিষেধার্থে
 ‘নাই’ হয়। সুতরাং ‘নাই’ কখন অব্যয়, কখন ক্রিয়াপদ।

‘আমি যত্ন ও আগ্রহ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম।’ এখানে ‘যত্ন ও
 আগ্রহ পূর্বক’—এই বাক্যাংশ ক্রিয়ার বিশেষণ। যত্নপূর্বক ও আগ্রহ-
 পূর্বক বলিবার প্রয়োজন নাই।

২০৪। ও, এবং।—দুই পদের সংযোগ করিতে ‘ও’; দুই বাক্যের
 সংযোগ করিতে ‘এবং’ ব্যবহৃত হয়। দুই অপেক্ষা অধিক পদের সংযোগ-
 স্থলে প্রথমকথিত পদের পর কমা (,) দিতে হয়। যথা—রাম, শ্রাম ও
 আমি—তিন জনে চলিলাম। কোন কোন স্থলে অর্থের গোলনিবারণের
 জন্য উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়। যথা—‘সন্ধির নিয়মে উকার স্থানে
 সময়ে সময়ে ‘ও’ এবং ‘অব্’ হয়।’

২০৫। একটি বাক্য আর একটি বাক্যের হেতু হইলে ঐ দুই বাক্যের

মধ্যে ‘সুতরাং’ ও ‘অতএব’ বসে । বাক্যার্থ সংক্ষেপে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে ‘কলে’, ‘ফলত’ (ও ফলতঃ) এবং ‘বস্তুত’ (ও বস্তুতঃ) অব্যয় ব্যবহৃত হয় । ‘কিন্তু’, ‘পরন্তু’ ও ‘তবে’ অব্যয় বাক্যার্থের সংকোচক । পূর্ব বাক্যের বিপরীতার্থ পরবাক্যে প্রকাশিত হইলে ঐ দুই বাক্যের মধ্যে ‘বরং’ ও প্রত্যুত বসে । উভয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতেও ‘বরং’ ব্যবহৃত হয় । যথা—ধনের অপব্যবহারে সুখ নাই, বরং দুঃখ আছে । নবীন অপেক্ষা নাজের বরং বুদ্ধিমান । ছমির ধনবান; তবে কিছু রূপণ ।

২০৬ । নিম্নলিখিত অব্যয়গুলির মধ্যে নিত্য লব্ধক আছে ।

যদি, যদিও—তবু, তবে, তথাচ, তথাপি । বরং—তবু, তথাপি, তথাচ । অপেক্ষা, চেয়ে—বরং ।

২০৭ । অনেকগুলি বাঙ্গালা অব্যয় কেবল ধ্বনি-মূলক হইলেও এক একটা অনির্ভর্যচরিত্র অর্থ প্রকাশ করে । এইরূপ অব্যয় প্রায়ই যুগ্মভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ একটা অব্যয়ের সহিত আর একটা অব্যয় কথার মাত্রা স্বরূপে বোড়া থাকে । যথা—আইটাই করিতেছে । এইরূপ উদ্ধ খুঁক, নিস্পিস, নজগজ, ছটকট, হাঁস ফাঁস, ফটি নাটি ।

২০৮ । কতকগুলি অব্যয় কথার মাত্রা স্বরূপে বিশেষ্যের পরে বসিয়া ঐ বিশেষ্যের সম্ভাব্য অন্য পদার্থ বুঝাইয়া দেয় ; আবার কোন কোন স্থলে ঐ বিশেষ্যের অর্থ প্রসারিত করে । বিশেষণের পর বসিলে বিশেষণেরও অর্থ প্রসার হয় । যথা—ছেলে পিলে = ছেলে ও তৎসদৃশ অন্য মজ্জা, রকম সৰকম = ভাবভঙ্গী ; এইরূপ জল টল, নরম সরম, বোকা শোকা । অব্যয়দ্বিতীয় এই সকল বিশেষ্য ও বিশেষণ যে অর্থ প্রকাশ করে, কেবল-মাত্র ঐ পদগুলি সে অর্থ প্রকাশ করে না ।

২০৯ । এই শ্রেণীর কতকগুলি অনুকার-অব্যয় ক্রিয়ার পর বসিয়া উক্তরূপে ক্রিয়ার অর্থ প্রসারিত করে । তখন এই সকল অব্যয় নাম-

ধাতুস্থ প্রাপ্ত হয়; এবং ক্রিয়াতে যে বিভক্তি থাকে সেই বিভক্তি গ্রহণ করে। যথা—(বুঝ অজ) বুঝিয়া অজিয়া=বুঝিয়া, আয়ত্ত করিয়া, বিচার করিয়া। (নাড়া ছাড়া) নাড়িলাম চাড়িলাম, বাঁচাইতে পারিলাম না। (নাড়িলাম চাড়িলাম)=সেবা শুক্রিয়া করিলাম, চেষ্টা করিলাম। ঝেড়ে পেড়ে (=ভাল করে ঝেড়ে, বেছে) তুলে রাখ। এইরূপ থাকে দাবে, খেয়ে দেয়ে, নেয়ে টেয়ে।

২১০। ব্যবহার অনুসারে অনুকার-অব্যয়, অবস্থাব্যচক অব্যয় এবং কথার মাত্রা অব্যয়ের প্রয়োগ করিতে হয়। ‘জলটল খাও’ না বলিয়া ‘জল সল খাও’ বলিলে চলিবে না। যে শব্দের সহিত যে ধ্বনিমূলক অব্যয়ের সংযোগ চলিত আছে, তদ্বিত্ত অল্প অব্যয়ের প্রয়োগ হয় না।

২১১। সমাস। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে সমাসনিষ্পন্ন নূতন নূতন শব্দ বাংলায় সর্বদাই প্রচলিত হইতেছে; আবার বিভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত পদ ও বাংলা-পদ বাংলা-সমাসের নিয়মে মিলিত হইয়া বাংলা ভাষায় চলিতেছে। এইরূপ কোন কোন পদ সন্ধি-নিষ্পন্নও হইতেছে। বে-অকুব শব্দ ভাষান্তর হইতে বাংলার গৃহীত হইয়াছে; তদ্বিপরীতে সাকুব (স+অকুব) শব্দটিও সৃষ্ট হইয়া দেশবিশেষে ও সম্প্রদায়বিশেষে চলিতেছে।

২১২। ঘরবাড়ী, জমিজমা, কান্নাকাটি, পুথিপত্র, জিনিসপত্র, তৈজসপত্র প্রভৃতি শব্দে পরবর্তী শব্দগুলির দ্বারা পূর্ববর্তী শব্দগুলির অর্থ প্রসারিত হইতেছে। এইরূপ অর্থপ্রসার উদ্দিষ্ট হইলেই ঐ সকল পুনরুক্তি-যুক্ত পদের প্রয়োগ হয়।

২১৩। প্রয়োগ অনুসারে বাংলা-তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত পদের ব্যবহার হয়; ইচ্ছামত নূতন শব্দ গড়িয়া লওয়া যায় না।

২১৪। তুত (ও তুতা) এবং ত প্রত্যয়। অপত্য-অর্থে কতকগুলি

শব্দের উত্তর এই দুই প্রত্যয় হয় । যথা—ঝেঠা—ঝেঠতুত (ও ঝেঠতুতা) ।
এইরূপ খুড়তুত, শিবতুত, মাস্তুত । মামা—মামাত । দেশবিশেষে ঝেঠাত,
পিষাত প্রভৃতি পদও চলে । (১)

২১৫। স্বার্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর ‘তর’ প্রত্যয় হয় । যথা—
কেমনতর, যেমনতর । এই প্রত্যয়ে শব্দার্থ কিঞ্চিৎ প্রসারিত হয় ।

২১৬। ক্রিয়া।—সাতত্য বা পোনঃপুনা বুঝাইতে ক্রিয়ার বিহ
হয় । যথা—কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু লাল করিয়াছে ।

২১৭। সর্বদা দেখিবে শুনিবে ; বন্ধ করিয়া পড়িবে শুনিবে ; ‘খাওয়া-
ইয়া খোয়াইয়া’ ঘরে তুলিয়া দিলাম ; ‘মাজিয়া ঘষিয়া’ পরিষ্কার করি-
লাম ;—ইত্যাদি স্থলে উত্তর ক্রিয়ারই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে এবং
উত্তর ক্রিয়ার সংযোগবশতঃ তদতিরিক্ত আরও কিছু বুঝাইতেছে ।
যথা—দেখিবে শুনিবে=দেখিবে, শুনিবে, রক্ষা করিবে, সাহায্য করিবে
ইত্যাদি । পড়িবে শুনিবে=পড়িবে, শুনিবে, লিখিবে ইত্যাদি । খাওয়া-
ইয়া খোয়াইয়া=খাওয়াইয়া খোওয়াইয়া মুছাইয়া ইত্যাদি । মাজিয়া
ঘষিয়া=মাজিয়া ঘষিয়া, মুছিয়া ইত্যাদি । সুতরাং এইরূপ ক্রিয়াবৈধেতে
অর্থের প্রসার হয় ।

২১৮। বিশেষ্যের উত্তর ক্ প্রত্যয় (নামধাতু-প্রত্যয়) করিয়া
যেমন নাম ধাতু উৎপন্ন হয়, কতকগুলি বিশেষণ ও অব্যয়ের উত্তরও সেই-
রূপ ঐ প্রত্যয়ের যোগে নামধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তদন্তর
বিভক্তি বসিয়া ক্রিয়াপদ হয় । বিশেষণ যথা—নরম+ক্=নরম্ ধাতু ;

(১) ভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত কয়েকটি শব্দের উত্তরও এই প্রত্যয় হইয়া তুলিন্দ্র
পদগুলি সম্প্রদায়বিশেষে চলে । যথা—চাচা—চাচাত ; ফুফু—ফুফুত ।

চাচা, নানা প্রভৃতি ভিন্নভাষা হইতে গৃহীত কয়েকটি শব্দের উত্তর বাঙ্গালা ‘ই
প্রত্যয় হইয়া চাচী, নানী প্রভৃতি হইয়াছে । এই সকল শব্দও সম্প্রদায়বিশেষে চলে ।

নরমিয়া, নরমিয়াছেন (চলিত কথায় নরমে, নরমেছেন)। কচ্ মচ্ + ক্ =
কচ্ মচ্ ধাতু ; কচ্ মচাইয়া, কচ্ মচাইতেছে ।

১১৯। কতকগুলি অমুকার ও অবস্থাচক অব্যয় ক্রিয়ার সহিত যুক্ত
হইয়া ক্রিয়ার অবস্থাভেদ বুঝাইয়া দেয়। যথা—হন্ হন্ করিয়া আসিতেছে ;
রন্ রন্ করিয়া আসিতেছে ; শুড় শুড় করিয়া আসিতেছে ; তড় বড়
করিয়া আসিতেছে ; বম্ বম্ করিয়া (বৃষ্টি) আসিল ; শ্বড় শ্বড় করিয়া
আসিতেছে। উক্তরূপ অর্থ বুঝাইতে হন্ হনাইয়া (হন্ হনিরে), রন্
রনাইয়া, শুড় শুড়াইয়া (শুড়শুড়িরে), তড়বড়াইয়া, শ্বড়শ্বড়াইয়া (শ্বড়
শ্বড়িরে), বম্ বমাইয়া (বম্ বমিরে) ইত্যাদিরূপ পদও হয়।

২২০। কৃত প্রত্যয়—বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে বিহিত
প্রত্যয় সমূহ যোগে ভাববিশেষ্য উৎপন্ন হয়ঃ তবে সাধারণতঃ ধাতুর
উত্তর ভাববাচ্যে বিহিত ‘আ’ প্রত্যয় যোগে এবং প্রযোজক-ক্রিয়া-ধাতুর
উত্তর ‘ন’ প্রত্যয় যোগে বাঙ্গালা ভাববিশেষ্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যথা—
কন্ + আ = করা ; করা + ন = করান।

পদ্য ।

২২১। পদ্য দুই প্রকার ; কবিতা ও গীতি। পদ্যো পদসংস্থানের নিয়ম নাই।
ছন্দের অনুসারে হবিধাযুক্ত এবং বাহ্যিতে শুনিতে ভাল হয়, সেইরূপে পদ বসান
হয়।

২২২। চন্দ্র দুই প্রকার,—মিত্রাকর ও অমিত্রাকর। পদ্যের এক একটি ভাগকে
চরণ বলে। এক একটি কবিতায় দুই বা অধিক চরণ থাকে। এক চরণের শেষ
বাক্যসম্বন্ধ ও উপধাষ্যের সহিত অল্প চরণের ঐক্য বর্ণের মিল থাকিলে তাহাকে
‘মিত্রাকর’ ছন্দ বলে। ঐক্য মিল না থাকিলে তাহাকে অমিত্রাকর ছন্দ বলে।

মিত্রাকর ছন্দের—পরার, ত্রিপদী, চৌপদী, মালবীণ, একাবলী, ভোটক, তুণক
প্রভৃতি নামা ভেদ আছে। উদাহরণ যথা—

পরার—‘অন্নপূর্ণা উত্তরিল গাঙ্গিনীর তীরে।

পার কর বলিলা ভাকিলা পাটনীয়ে।’

ত্রিগদী—কুটিল স্বরূপি কুল

প্রকৃত মধুপকুল

হৃদয়ে স্থগত তার বহে সমীরণ ।

চমকিলে কণপ্রভা

করে তার চাকপ্রভা

কণেকে আলোকময় সমস্ত গগন ।

চৌপদী—চিরস্থায়ী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন

বুঝিতে পারে ।

কি বাতনা বিবে বুঝিবে সে কিসে কতু আশীর্ষবে

বংশেনি বায়ে ।

[ত্রিগদী ও চৌপদীর লঘু, দীর্ঘ, ললিত, তরল প্রভৃতি নানা ভেদ আছে ।]

মালকাঁপ—

কোতোয়াল বেন কাল ঝাড়া চাল ঝাঁকে ।

ধরি বাণ ধরসান হান হান হাঁকে ।

একাবলী—

ভো নভোমণ্ডল ! বল স্বরূপ ।

কে দিল তোমার এরূপ রূপ ।

ভোটক—

নম নিত্য নিরাময় বিষপতে ।

নকশিচর্য পাণি-নিধান-গুণে ।

তুণক—

মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে ।

ভারতের তুণকের ছলবল বাড়িছে ॥

অমিতাকর—

নরি আমি কবিগুরু, তব পদাশুজে,

বাস্তবিক, হে ভারতের শিরচূড়ামণি ।

নব্য লেখকেরা উক্তরূপ মিত্রাকর ছন্দ ঠিক অনুসরণ করেন না । তাঁহারা প্রায়ই বিশ্রুত্বে কবিতা লেখেন ।

২২৩। শব্দের কোমলভাসাধন, ছন্দের অনুরোধ ও কবিতার সৌন্দর্য্য সাধনের জন্য কবিগণ অনেক স্থলে বৃত্তাকর ভাবিয়া কথা বসান ; ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করেন ; নূতন পদের সৃষ্টি করেন এবং একার্থক পদে ভিন্নার্থ আরোপ করেন । উপরি লিখিত উদাহরণসমূহে ‘গাদিনীর’ (গদ্যার), উত্তরীলা, ডাকিলা, ঝাঁকে (বিক্ষেপ করে), নরি প্রভৃতি পদ পদো ব্যবহৃত হইয়াছে । যদ্যো ঐরূপ পদের ব্যবহার হয় না ।

গীতি । স্বর তাল প্রভৃতি ভেদে গীতি বা গান নানাপ্রকার বিশ্রুত্বে লিখিত হয় । গীতিময় কাব্যকে গীতিকাব্য বলে ।

পারশিষ্ট ।

(১)

কাব্য ।

১। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে । কাব্য পদ্যে ও পদ্যে রচিত হয় । কোন কোন কাব্যে পদ্য ও পদ্য দুই থাকে ; তৎসমুদয়ে কাব্য—পদ্য-কাব্য, পদ্য-কাব্য ও পদ্য-পদ্যময় কাব্য, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ।

২। রস বরপ্রকার ; যথা—আদি, হান্ত, করুণ, রোদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত । কোন মতে এতদতিরিক্ত বৎসল রস আছে । আদি রসে পাঠকের মনে অনুরাগ, হাস্যরসে কৌতুক, করুণরসে শোক, রোদ্ররসে ক্রোধ, বীররসে উৎসাহ, ভয়ানক রসে ভয়, বীভৎস রসে ঘৃণা, অদ্ভুতরসে বিস্ময়, শান্তরসে শান্তি এবং বৎসল রসে স্নেহ হারী হয় । সেই জন্য অনুরাগাদিকে যথাক্রমে ঐ সকল রসের হারিতাব বলে ।

৩। কাব্য দুই প্রকার ;—(ক) দৃষ্ট কাব্য ও (খ) শ্রব্য কাব্য ।

(ক) যে কাব্যের অভিনয় রঙ্গভূমিতে দেখা যায়, তাহার নাম দৃশ্য কাব্য । ষাটকাণ্ডি দৃশ্য কাব্য । [কোন কথা না বলিয়া কেবল আকার-ইন্দ্ৰিতেও একপ্রকার দৃশ্য কাব্যের অভিনয় হয় । ইহার নাম ইন্দ্ৰিচাণ্ডি-দৃষ্টকাব্য] (১)

(খ) যে কাব্য পাঠ করিয়া শুনা যায়, তাহার নাম শ্রব্য কাব্য । সীতার বনবাস, মেঘনাদবধ প্রভৃতি সমস্তই শ্রব্য কাব্য ।

৪। কোন এক মহাপুরুষ বা একবংশীয় অনেক মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া লিখিত বড় কাব্যকে মহাকাব্য বলে ; আর যে গ্রন্থে বিভিন্নবিবরক ছোট ছোট অনেক কবিতা থাকে, তাহার নাম কোষ-কাব্য ।

অলঙ্কার ।

অলঙ্কার শব্দ ও অর্থের শোভাসম্পাদন করে । সেইজন্যই অলঙ্কার—এই নাম ।

যে সকল অলঙ্কার শব্দের শোভা সাধন করে, তাহাদের নাম শব্দালঙ্কার । শব্দালঙ্কার অনেক প্রকার ; তাহার মধ্যে অনুপ্রাস, বসক ও স্লেষ অধিক প্রসিদ্ধ ।

(১) ইন্দ্ৰিচাণ্ডিও ভাবা ; কারণ উহাতেও অভিশ্রুত অর্থ ব্যক্ত হয় । তবে এইরূপ ভাবা ব্যাকরণের অর্থাৎ শব্দশাস্ত্রের অধিকারভুক্ত নয় ।

যে সকল অলঙ্কার অর্থের শোভা সম্পাদন করে, তাহাদের নাম অর্থালঙ্কার । অর্থালঙ্কার অনেকপ্রকার ; তাহার মধ্যে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অর্থাভাস-বাস, দৃষ্টান্ত, ব্যাক্তিস্ততি, ব্যক্তিরেক, অতিশয়োক্তি ও বতাবোক্তি অধিক প্রচলিত ।

উদাহরণ।—(১) ‘শশধরের সুধাধর কিরণ-সম্পাতে চন্দ্রকান্ত বর্ণিত তারকার্ত্তের করণ বিলাপে দরালুসুন্দর বিগলিত হয় । সন্দাকিনীর তটস্থিত সন্দার-কুসুমামোদিত নন্দনবনই দরালুসুন্দরের উপমাযুক্ত ।’—সন্দর্ভহার ।

এখানে একরূপ বর্ণ বারংবার বিস্তারিত সৌন্দর্য্য জন্মিয়াছে । এই অলঙ্কারের নাম অন্তপ্রাস ।

(২) আট পণে আনিরাছি আষ সের চিনি ।

অন্য লোকে ভুজা দেয় ভাণ্ডো আনি চিনি ।

এখানে তিনার্থক একরূপ ‘চিনি’ শব্দের পুনরাবৃত্তি হইয়া সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হইয়াছে । এই অলঙ্কারের নাম—‘বন্ধক’ ।

(৩) কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্ত চুরাচর ।

বাহার প্রভাষ প্রভা পার প্রভাকর ।

এখানে ঈশ্বর, গুপ্ত ও প্রভাকর পদ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই অলঙ্কারকে রোম বলে ।

শব্দালঙ্কারের গৌরব কমিয়া যাইতেছে ।

(৪) ছিন্ন মোরা হলোচনে গোদাবরীতীরে,

কপোত কপোতী বধা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে,

বাঁধি নীড় থাকে সুখে ।—মেঘনাদ বধ ।

এখানে সাদৃশ্য দেখাইয়া সৌন্দর্য্য উৎপাদন করা হইয়াছে । এই অলঙ্কারের নাম—উপমা । ইহাতে উপমের (বাহ্যকে উপমা দেওয়া বার) ; উপমান (বাহার সহিত উপমা দেওয়া বার) ; সাদৃশ্যবাচক শব্দ এবং সাধারণ বর্ণ এই চারিটি অঙ্গ থাকে । যেমন, বধা, বেরণ, ভ্রা, তুল্য, সদৃশ প্রভৃতি শব্দ—উপমাবাচক ।

(৫) ‘ভোমার বদন-সুধাকর দর্শনেই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে ।’—শকুন্তলা ।

এখানে উপমেরকে উপমানরূপে বলা হইয়াছে । এই অলঙ্কারের নাম রূপক ।

(৬) ‘সুনিগ্গণ রক্তচন্দন সহিত যে অর্থ দান করিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ হইলেন ।’

এখানে উপমেরকে উপমান বলিয়া সম্ভাবনা করা হইয়াছে । এই অলঙ্কারকে উৎপ্রেক্ষা বলে ।

(৭) একা দাব বর্জমান করিয়া বত্তন ।

বত্তন মহিলে কোথা মিলরে বত্তন ।—ভারতচন্দ্র ।

এখানে সাক্ষাৎকার্য বিশেষের সমর্থন হইয়াছে। এইরূপ বিশেষ ব্যাঙ্গও সামান্যের সমর্থন হয়। এই অলঙ্কারের নাম অর্থান্তরঙ্গ্য।

(৮) কালের কঠোর হিরা রূপে মুক্ত নয়।

খোজাধার পূর্ণশশী রাহগ্রস্ত হয়। সত্যাবশতক।

এখানে সমান-ধর্মবিশিষ্ট দুই বিষয়ের সাদৃশ্য প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহাকে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার বলে। ইহাতে উপমাবাচক পদ থাকে না, সাধারণধর্মও যেমন হয় নাই।

(৯) অতি বড় বুদ্ধগতি সিদ্ধিতে নিপুণ।

কোন গুণ নাহি তার কপালে আশ্রয়।

এখানে বিন্যাসে স্ততি করা হইয়াছে। এইরূপ স্ততিক্ষেত্রেও বিন্যাস হয়। ইহার নাম ব্যাঙ্গস্ততি।

(১০) চন্দ্র সবে বোল কলা হাস বুদ্ধি তার।

কুকচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌধটি কলার।

এখানে উপমান অপেক্ষা উপমের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে হীনতাও বর্ণিত হয়। এই অলঙ্কারের নাম ব্যতিরেক।

(১১) ‘আকাশে ঝড়োতিকার জার ছোট ছোট তারা ফুটিতে লাগিল। দূরে গভীর ঘাটের উপরেও এক একটি করিরা তারা ফুটিতে লাগিল।’ সম্যাস। এখানে উপমের ধাঁপের উল্লেখ না করিয়া উপমান তারাকেই উপমেররূপে বলা হইয়াছে। এই অলঙ্কারের নাম অতিশয়োক্তি।

(১২) ‘মধুর সে গায়, মধুর বাজার,

মধুর মধুর ভাবে।

মধুর আদরে, মধুর অধরে,

মধুর মধুর হাসে।’

এখানে প্রকৃতধর্মনার সৌন্দর্য আছে, এই অলঙ্কারের নাম অত্যাশোক্তি।

(১)

যতি-চিহ্ন ।

পড়িবার সময় অর্থবোধের জন্য স্থানে স্থানে খামিতে হয় । ঐ খামির নাম যতি ।
লেখার যতির মানাক্রম চিহ্ন আছে ; নিম্নে কয়েকটি প্রদর্শিত হইল ।

।—দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ।

,—কমা বা অঙ্গচ্ছেদ ।

;-সেমিকোলন বা অর্দ্ধচ্ছেদ ।

†—এক চিহ্ন ।

!—বিশ্ময় চিহ্ন ।

[], (), { }—বেটনো বা বন্ধনী ।

—রেখাংশ ।

—ড্যাশ বা রেখা ।

অভ্যন্তর চিহ্ন ।

+—সংযোগ চিহ্ন ।

=—সমুচ্চয় চিহ্ন ।

' ' " " —উদ্ধার চিহ্ন ।

ঐ—ঐমুখ ; চিঠি, খাতা ও পত্রে প্রথম
লিখিত হয় ।

*—তারকাচিহ্ন (টাকার চিহ্ন) ।

†—অজ্ঞান (ঐ) ।

* * * ।—..... বর্জন চিহ্ন ।

—হস্ত বা অঙ্গর্শক চিহ্ন ।

^—উদ্ধার বা তোলায় চিহ্ন ।

পু—পূরক অর্থাৎ আবার ।

সাং—সাক্ষিন, নিবাসস্থান ।

তাং—তারিখ, দিন ।

দং—দরুণ, কারণ ।

মং, মঃ—সম্বলনে বা মোট ।

দিং—দিগন্ত ।

হিং—হিসাব ।

মাং—মারফত, দ্বারা ।

উঃ—উজ্জরত, নিম্নত ।

&c.—ইত্যাদি ।

:—সংক্ষেপচিহ্ন ।

—ঐ

সংযোজনচিহ্ন ;—প্রাচীনেরা সংযোজন পদের পর বিশ্ময়চিহ্ন (!) দিতেন ; নব্য
লেখকেরা এক একটি (,) কমা দেন ।

(৩)

বাক্য বিশ্লেষণ ।

১। সকল বাক্যেরই দুটি প্রধান অংশ থাকে । প্রথম—উদ্দেশ্য ; দ্বিতীয়—
নিষেধ ।

১ম। বাহ্যিক সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, তাহা উদ্দেশ্য । ২য়। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে

বাহা বলা বার, তাহা বিধেয়। (কোন বাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয় উহা থাকিলে বহিরা লইতে হয়।)

২। বাক্যে কর্তা উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়া বিধেয়।

৩। কর্তার বিশেষণ, সমপদ ও বিধের বিশেষণ, কর্তার সহিত সম্বন্ধ সম্বন্ধ পদ যে সকল পরিচায়ক বা ক্যাংপ কর্তার বিশেষণের কার্য করে, যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়া ও তৎসংসৃষ্ট পদ দ্বারা উদ্দেশ্যের (কর্তার) অর্থ প্রসারণ হয় এবং যে সকল সমাপিকা ক্রিয়া হেতুপদের অর্থ প্রকাশ করে, তাহারা উদ্দেশ্যের প্রসারক।

৪। কর্তা ভিন্ন অন্ত সমস্ত কারক ও উহাদের সহিত অধরবিশিষ্ট অন্তপদ বা বাক্যাংশ, ক্রিয়ার বিশেষণ বা তদ্ব্যবহিক বাক্যাংশ, ক্রিয়ায়ী অন্তান্ত পদ বা বাক্যাংশ এবং কর্তার যে সকল বিশেষণ, সমপদ ও বিধের বিশেষণ ব্যতিরেকে ক্রিয়ার অর্থ পূর্ণ না হয়, তাহারা বিধেয়ের প্রসারক।

যথা—‘সাক্ষাৎ বৃহস্পতি জনকনামে মহাজ্ঞানী এক রাজা ছিলেন।’ এখানে এক রাজা—উদ্দেশ্য; সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, জনকনামে ও মহাজ্ঞানী—উদ্দেশ্যের প্রসারক। ছিলেন—বিধেয়। ‘মহাজ্ঞানী জনক রাজা সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ছিলেন।’ এখানে জনক রাজা—উদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানী—উদ্দেশ্যের প্রসারক। সাক্ষাৎ বৃহস্পতি বিধেয়ের প্রসারক; কারণ এই পদ ব্যতিরেকে বিধেয়ের অর্থ পূর্ণ হয় না। ‘সাক্ষাৎ বৃহস্পতি জনক রাজা মহাজ্ঞানী ছিলেন।’ এখানে ‘সাক্ষাৎ বৃহস্পতি’ উদ্দেশ্যের এবং ‘মহাজ্ঞানী’ বিধেয়ের প্রসারক।

৫। বাক্য তিন প্রকার। (ক) সরল, (খ) যৌগিক ও (গ) মিশ্র।

(ক) যে বাক্যে একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহা সরল বাক্য। (খ) পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা অধিক উপাদান-বাক্যের সংযোগে, সংযোজক অব্যয় বা অন্তপদের সাহায্যে যে পূর্ণ বাক্য হয়, তাহার নাম যৌগিক বাক্য। [যে করেকটি বাক্য লইয়া একটি পূর্ণ বাক্য গঠিত হয়, তাহারা উপাদান বাক্য। কোন যৌগিক বাক্যে সংযোজক অব্যয়াদি অপ্রকাশিত থাকিলে বাক্যবিশেষণ-কালে তাহা উহা করিয়া লইতে হয়।] (গ) মিশ্র বাক্যে একটি প্রধান উপাদান-বাক্য থাকে; তন্নির প্রধান বাক্যের সহিত সংশ্লিষ্ট এক বা অধিক অপ্রধান বা সহযোগী উপাদান-বাক্য থাকে।

[যে বাক্যের অর্থ বুঝিবার জন্য অন্য বাক্যের প্রয়োজন হয় না, তাহা প্রধান বাক্য। অপ্রধানবাক্যে প্রধানবাক্যের অঙ্গবর্ণন। সহযোগী বাক্য প্রধান-বাক্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও উহার অঙ্গবর্ণন নহে এবং স্বয়ং পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।]

৬। বিশেষণের প্রণালী।

সরল বাক্য। (১) আজি একটা প্রকাণ্ড সাহ ধরা পড়িয়াছে। (২) আকবরের বিজয়ী সেনা উড়িষ্যার বুদ্ধবাজা করিল।

বাক্য	উদ্যোগ	উদ্দেশ্যের প্রসারক	বিধের	বিধের প্রসারক
(১) আজি একটা প্রকাণ্ড বাছ ধরা পড়িয়াছে।	একটা বাছ	প্রকাণ্ড	ধরা পড়িয়াছে	আজি
(২) আকবরের বিজয়ী সেনা উড়িষ্যার বুদ্ধ-বাত্রা করিল।	সেনা	(ক) আকবরের (খ) বিজয়ী	করিল	(ক) উড়িষ্যার (খ) বুদ্ধবাত্রা

বৌদ্ধিক বাক্য। (১) (ক) আমি ভিজিতে ভিজিতে বাটতে পৌঁছিয়াছি, (খ) আর সেই প্রবল বৃষ্টি একবারে বন্ধ হইল। (২) (ক) তুমি এই কাগজে এখনই সই কর, (খ) না হয় তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হখীর এই কাগজে তোমার নাম লিখিয়া দিল।

বাক্য	সংযোগক পদ	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের প্রসারক	বিধের	বিধের প্রসারক
(১) (ক) আমি ভিজিতে ভিজিতে বাটতে পৌঁছিয়াছি।	—	আমি	ভিজিতে ভিজিতে	পৌঁছিয়াছি	বাটতে
(খ) আর সেই প্রবল বৃষ্টি একবারে বন্ধ হইল।	আর	বৃষ্টি	১। সেই ২। প্রবল	বন্ধহইল	একবারে ১। এই
(২) (ক) তুমি এই কাগজে এখনই সই কর।	—	তুমি	—	সই কর	কাগজে ২। এখনই
(খ) না হয় তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র হখীর এই কাগজে তোমার নাম লিখিয়া দিল।	না হয়	পুত্র	১। তোমার ২। জ্যেষ্ঠ ৩। হখীর	লিখিয়া দিল	১। তোমার নাম ২। এই কাগজে

যৌগিক বাক্যের কোন উপাদান-বাক্যে উদ্দেশ্য (কর্তা) বা বিধের (স্বাধিকারী) উক্ত থাকিলে বিশেষণ সময়ে ঐ পদ ধরিয়া লইতে হইবে। ‘হয় তুমি, না হয় তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র স্থধীর এই কাগজে এখনই সই কর’—উপরিলিখিত দ্বিতীয় উদাহরণ বাক্যে যদি এইরূপে লিখিত হইত, তাহা হইলে বিশেষণের পূর্বে উপাদান-বাক্য দুটি নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত্যাস করিয়া লইতে হইত।

(১) তুমি এই কাগজে এখনই সই কর।

(২) তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থধীর এই কাগজে এখনই সই করন।

সংযোজক পদ—হয়, না হয়।

মিশ্রবাক্য। মিশ্রবাক্যে অপ্রধান বাক্যগুলি প্রধানবাক্যের অঙ্গবরূপে বিশেষ্য বিশেষণ বা ক্রিয়ার বিশেষণের কার্য্য করে। ইহাদিগকে যথাক্রমে (১) উপাদান-বিশেষ্য বাক্য, (২) উপাদান-বিশেষণ বাক্য ও (৩) উপাদান-ক্রিয়াবিশেষণ বাক্য বলে। যথা—(১) ‘আমি জানি না—বিধু এখন কোথায়।’ এই বাক্যে উদ্দেশ্য (কর্তা) —‘আমি’। বিধের (ক্রিয়া)—‘জানি না’। বিধেরের প্রসারণ (কর্ম)—‘বিধু এখন কোথায় (আছেন)’—এই বাক্য। এই বাক্যটি বিশেষ্যের (কর্মকারকের) কাজ করিতেছে বলিয়া এটি উপাদান-বিশেষ্য-বাক্য। এইরূপ—‘তিনি যে ক্রিয়া আসিবেন, তাহা সম্ভব হয়।’ এখানে—‘তিনি যে ক্রিয়া আসিবেন’—উপাদান-বিশেষ্য বাক্য।

(২) ‘যে সমস্ত রাজা ও বীরপুরুষ সভাহলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হইলেন।’—এখানে ‘যে সমস্ত রাজা ও বীরপুরুষ সভাহলে উপস্থিত ছিলেন’—এই অপ্রধান বাক্যটি ‘তাঁহারা’ এই পদের অবস্থা বুঝাইয়া বিশেষণের কাজ করিতেছে। এই বাক্যটি উপাদান-বিশেষণ-বাক্য।

(৩) ‘বাহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারেন, সেই আশায় তিনি বৈদ্যনাথে গিয়াছেন।’—এখানে বাহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন (—সম্পূর্ণ-আরোগ্য-লাভার্থ)—এই বাক্যটি ক্রিয়ার বিশেষণের কাজ করিতেছে বলিয়া এটি উপাদান-ক্রিয়াবিশেষণ বাক্য।

সহযোগী বাক্য যথা—‘তিনি বিলাতে পড়িতে বান এবং সেখানে তিন বৎসর থাকেন।’ এখানে প্রধান বাক্য—‘তিনি বিলাতে পড়িতে বান।’ সহযোগী বাক্য—‘সেখানে তিন বৎসর থাকেন।’ সংযোজক পদ—এবং।

মিশ্রবাক্যের বিশেষণ প্রণালী।—

‘বাগশাহ সেনাপতি জরসিংহকে আনাইলেন এবং বলিলেন, যে হিন্দু সিপাহী কল্যা নদীর প্রোড়ে ভাসিয়া গিয়াছিল এবং বাহাতে মজ্জমান বুদ্ধ ককিরের প্রাণরক্ষা করিতে পারে, সেই জন্ত নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাকে আমার নিকট আন।’

উপাদান বাক্য	বাক্যের প্রকৃতি	সংযোজক শব্দ	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের প্রকাশ	বিধের	বিধের প্রকাশ
১। বাছসাহ সেনাপতি জয়- সিংহকে ডাকাইলেন।	প্রধান উপা- দান বাক্য	—	স্বাস্থ্যসাহ	—	ডাক- ইলেন	১। সেনাপতি ২। জয়সিংহকে
২। এবং বলিলেন	সহযোগী উপা- দান বাক্য	এবং	(বাছসাহ)	—	বলিলেন	—
৩। যে হিন্দু সিপাহী কল্যা- নদীর স্রোতে ডাঙ্গিয়া গিয়া- ছিল।	উপাদান বিশে- ষণ বাক্য	(যে)	যে সিপাহী	হিন্দু	ডাঙ্গিয়া গিয়াছিল	১। কল্যা ২। নদীর স্রোতে
৪। এবং বাহাতে রাজসান যুদ্ধ করিবার জীবন রক্ষা করিতে পারে।	উপাদান ক্রিয়া- বিশেষণ বাক্য	এবং	(যে সিপাহী)	—	করিতে পারে	১। বাহাতে ২। রাজসান যুদ্ধ করিবার জীবন রক্ষা
৫। সেই ক্ষুদ্র নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিয়াছিল।	উপাদান বিশে- ষণ বাক্য	—	(যে সিপাহী)	—	করিয়া ছিল	১। সেই ক্ষুদ্র ২। নিজের প্রাণ ৩। উপেক্ষা
৬। তাহাকে জামার নিকট আন।	উপাদান বিশেষণ বাক্য	—	(তুমি)	—	আন	১। তাহাকে ২। জামার নিকট

(৪)

খাতুনাল। (১)

(প)—পথে ব্যবহৃত হয়। (ক)—নাথখাতু
 (চ)—চলিত কথার ব্যবহৃত হয়
 অগ্রসর (প)—অগ্রসর হওয়া।
 অনুমান (প)—অনুমান করা
 অধেব্ (প)—অধেবণ করা
 অর্চ (প)—পূজা করা
 অর্জ (প)—উপার্জন করা
 অর্প (প)—সমর্পণ করা
 অর্প — বটা
 অংক — অঙ্কিত করা
 অক্রম (প)—অক্রমণ করা
 আগ, আগা—অগ্রসর হওয়া
 আগা — ঐ করা
 আগল, আগল—রক্ষা করা ; ঢোক দেওয়া
 আগলা, আগলা—ঐ
 অঁচ—অনুমান করা
 অঙলা, অঙলা (ক)—অঙলি দ্বারা বঁটা
 আচর (প)—আচরন করা
 আচর (প)—আচরণ করা
 আঁচা—আচরন করা
 আঁচড়া—বধপ্রহার করা ; নখানুরূপ অস্ত্র
 দ্রব্য দ্বারা পরিকার করা
 আহ—বাঁকা
 আহাড়—সহসা বা সবলে পড়া
 আহড়া—সবলে আঘাত করা, আহড়ান ;
 হিটান
 অঁটি—দৃঢ় করিয়া বঁধা, অঁটা
 অট্কা—অবরোধ করা
 আড়া—আড় হয়ে পড়া

আঁকু—হঠাৎ ভয় পাইয়া অব্যক্ত শব্দ
 করা
 আন্—আনা
 আবর (প) ঢাকা ; আবরণ মধ্যে রাখা
 আরত (প) আরত করা
 আরোপ (প)—আরোপ করা
 আরোহ (প)—চড়া
 আলিঙ্গ (প)—আলিঙ্গন করা
 আস্—আসা
 আহ্লাক(র. প)—ডাকা
 ইচ্ছ (প)—ইচ্ছা করা
 ইতা (চ)—অবসন্ন হওয়া
 উগার—উল্গার করা
 উচা, উঁচা—অতিক্রম করা
 উঁচলা—উপর উপর বাড়িয়া লওয়া, ওঁচলান
 উভল— ঐ ; অতিরিক্ত হওয়া
 উজল (প)—উজ্জল করা
 উজা—শ্রোতের বিপরীত দিকে বাওয়া
 উঠ—উঠা
 উঠা—তোলা
 উড়—উড়ান হওয়া
 উড়া—উড়ান, দোলান ; অগ্রাহ্য হওয়া
 দেওয়া ; অবীকার করা
 উত্তরা (চ)—উপস্থিত হওয়া ; বাসা
 উত্তর (প, ন)—উপস্থিত হওয়া ; উত্তর করা
 উতলা, উতল, উথল—কঁপিয়া উঠা
 উপচা—ছাপাইয়া বাওয়া
 উপহাস (প) ভাসানো করা
 উপল (প) উপস্থিত হওয়া

(১) যে সকল খাতুর ক্রিয়াপদ বাঙ্গালীর চলে তাহাদের তালিকা।

উপার্জ—উপার্জন করা
 উন্ (প)—উপহিত হওয়া
 উল—নাশা ; এবৃত্ত হওয়া
 উল্ট—পরিবর্তিত হওয়া
 উলটা—পরিবর্তিত হওয়া ও করা
 উন্না—উন্না করা ; এবর্তিত করা ; এদী-
 পের সলিতা আগাইয়া দেওয়া
 এগ, এগা—আগাইয়া বাওয়া
 এড়া—এড়ান ; বাদ দেওয়া ; পুন কাটান
 এলা—আলগা হওয়া বা করা, অবসর
 হওয়া
 ওলা, উলা—নামান
 কচ্লা—যৰ্ণন করা, রগড়ান
 কড়—রাগ করা
 কড়কা—শাসন
 কপ্চা—কথা কহিতে শিখা ; অভ্যাস
 করা
 কম—কমা, হ্রাস হওয়া
 কম্প (প) কাপা
 কন্—করা
 কব—বর্ণাদি পরীক্ষা করা ; আঁটা
 কস—শাসন করা ; রসশূদ্ধ করা ; বল-
 পূর্বক একত্র করা
 কসা—এহার করা ; লাগান
 কহ—বলা
 কাচ, কাচা—খোত করা ; ভাণ করা
 কাঁচ—কাঁচা হওয়া বা করা (খেলার) ;
 নুতন করিয়া আরম্ভ করা
 কাট—কাটা ; ছিন্ন হওয়া বা করা ;
 কাষড়ান (সাপে কাটিয়াছে)
 কাটা—অতিবাহিত করা, কাটান
 কাড়—বলপূর্বক ছিনাইয়া লওয়া
 কাড়া—ব্যবহারার্থ লওয়া ; কাজে লাগান
 কাড়—পরিষ্কার করা

কাড়া—পরিষ্কার করা বা করান, বাচাই
 করা
 কাত, কাতা—অবসর হওয়া ; কাত হওয়া
 কান্দ, কান্দ—রোদন করা
 কাঁপ—কম্পিত হওয়া
 কামা—কোরকর্ষ করা ; উপার্জন করা
 কান্ড়া—দংশন করা ; আঁটিয়া বরা
 কাল—অতি শীতল হইয়া বাওয়া
 কাশ—কাশ
 কিন্—ক্রয় করা
 কিল (চ)—কিল মারা
 কুচ—খণ্ড খণ্ড করা
 কুঁচ, কুঁচা—বস্ত্রাদি কুঞ্চিত করা ; গুছান
 কুল, কুলন, কুলন (প)—কুলন করা
 কুট—খণ্ড খণ্ড করা ; প্রস্তুত করা ;
 কোটা ; গুঁড়া করা
 কুড়, কুঁড়—বনন করা, কোটা
 কুড়া—গুড়ান ; সংগ্রহ করা
 কুঁধা—কৌধান
 কুঁদ—কুঁদন করা ; বস্ত্রোন্মিষিত করা
 কুপ, কোপ (প) কুপিত হওয়া
 কুন্—কোরা ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটিয়া
 বাহির করা
 কুলা—কুলান, পথ্যাপ্ত হওয়া
 কুলুপ (প, ন)—আটকান ; বন্ধ করা
 কেচ্চা (চ)—বিশুদ্ধল করা বা হওয়া
 কৌকড়া—কুঞ্চিত হওয়া ও করা
 কৌচ্কা, কুঁচ্কা—ঐ ঐ
 কোটা—প্রস্তুত করান
 কৌধা—কৌধান
 কৌদা—উৎকর্ষ করান
 কৌদলা—কৌদাল দিয়া বেঁড়া
 কোপা—(মাটি) কাটা
 ক্রন্দ (প)—কাঁদা

কন্ (প) — কন্না করা
 কন্ — কন্না হওয়া
 কুন্ (প) — কুন্না হওয়া
 ক্লেপ — উগ্রস্ত হওয়া
 ক্লেপ (প) — ক্লেপণ করা
 ক্লেপা — রাগান, খেপান
 কোরা — কন্না করা
 কচ্ — বকা, বাক্যব্রণা দেওয়া
 কতা — হিসাব করিয়া দেখা
 কন্ (প) — বোঁড়া
 কন্ — কলসে বাওয়া, পুড়ে বাওয়া
 কন্ — কসা, স্থলিত হওয়া ; হীন হওয়া
 কন্না হওয়া
 কন্সা — স্থলিতকরা ; বাহির করা
 কা — কাওয়া ; কন্না পাওয়া
 কাট — কাটা, পরিভ্রম করা ; উপযুক্ত হওয়া
 কাটা — কাটান বিহীন করা
 কাপ — মানানসই হওয়া
 কাবলা — কাবলাইয়া লওয়া
 কামচা, কামচা — নখাযাত করা
 খিচ, খিচা — খিচান, তিরস্কার করা
 খুঁচ, খুঁচ — খোচা ; উত্তেজিত করা ;
 বেদনা যোগ হওয়া
 খুঁজ — অন্বেষণ করা
 খুঁট — খুঁটিয়া লওয়া, সংগ্রহ করা
 খুঁড় — খনন করা ; ইর্গা করা ; কোটা
 (মাথা বোঁড়া)
 খুঁড়া — খোঁড়ার দ্বারা বাওয়া ; গোড়ালি
 উঁচা করিয়া পায়ের অঙ্গুলির উপর
 ঠাটান ; শক্তির অতিরিক্ত কাজ
 করিতে প্রয়াস করা
 খুন্ — উৎকর্ষ করা, খোদা
 খুপ — চক্ৰদ্বারা আঘাত করা ; আঘাত করা
 খুল — খোলা

খুল — (মাটি) বোঁড়া
 খেঁকা — মুখভঙ্গীপূর্বক ধমক দেওয়া
 খেঁচ, খেঁচ — হস্তগত বিক্রেপ করা ; বেদনা
 অনুভব হওয়া
 খেঁচকা — বারংবার বকা ; কথার উত্তেজিত
 করা
 খেঁচি — অধিক খাওয়া
 খেলা — তাড়াইয়া দেওয়া
 খেপ — রাগ করা
 খেপা — খেপান, রাগান
 খেলা — খেলা করা
 খেলা — বিস্তার করা ; কোন জবাব লইয়া
 খেলায়
 খিমচ, খিমচা — নখ ও অঙ্গুলি দ্বারা
 পেষণ করা
 খোঁচা — উত্তেজিত করা
 খোঁড়া — খোঁড়ার দ্বারা বাওয়া, খনন
 করান
 খোদ — উৎকর্ষ করা
 খোদা — উৎকর্ষ করান
 খোপা — ঠোকাইয়া
 খোয়া — হারান ; কন্না করা
 খোবলা — খোবলান
 গচ্ — লওয়া ; গুটী হওয়া
 গচ্চা — দেওয়া
 গচ্চা — গচ্চান, উজ্জীবিত হওয়া
 গঠ, গড় — গঠন করা
 গড়া — জল পাত্রাদ্বারা পরিষ্কার করা ; গড়াইয়া
 বাওয়া ; বিশুদ্ধ হওয়া ; নষ্ট হওয়া ;
 শয়ন করা গঠন করান
 গণ, গণ — গণনা করা
 গন্না, গন্না — গন্না করা
 গন্না — অগ্নি সংযোগে জ্বল হওয়া ; কন্না
 হওয়া ; গলে গড়া ; কণ হওয়া ; গলা

গলা—গলিত করা
 গা, গাহ্—গান করা
 গাড়্—গোড়া
 গাঁথ্—গাঁথা, প্রস্তুত করা
 গাদ্—গোরা, ঠাসা
 গাপ্ (প)—গোপন করা
 গাল্—গালি দেওয়া ; অগ্নিসংযোগে দ্রব করা ; রস নিঃসারণ করা
 গিল্—গলাধঃকরণ করা, গ্রাস করা, খাওয়া
 গুচ্ছা—সংবৃত্ত করা ; সংগ্রহ করা ; (অর্থ) সঞ্চয়িতা করা
 গুঁজ্—গোয়া, অন্তর্নিবিষ্ট করা
 গুঞ্জ (প)—গুঞ্জন করা
 গুটা—সঙ্কুচিত করা ; গুটিয়ে লওয়া
 গুড়া—ঐ কড়ান ; সঙ্কুচিত হওয়া
 গুঁড়—চূর্ণ হওয়া
 গুঁড়া—চূর্ণ করা ; অত্যধিক প্রহার করা
 গুঁতা—দৃশ্যপ্রহার করা, আঘাত করা, উত্তেজিত করা
 গুম্ব, গুম্বুর—ভিতরে ভিতরে কষ্টভোগ করা
 গুল্—তরল পদার্থে মিশান
 গুলা গোলা—গোলা করা, উল্টা পাল্টা হওয়া বা করা, ঐ ভাবের বেধনা অনুভূত হওয়া
 গেড়া—ক্লেশব্যঞ্জন অব্যক্ত শব্দ করা
 গোড়া—ঐ
 গ্রাস (প)—গ্রাস করা
 ঘট—ঘটা ; সংঘটিত হওয়া
 ঘনা—ঘীরে ঘীরে নিকটে আসা
 ঘব্, ঘস—ঘর্ষণ করা, রগড়ান
 ঘস্ড়া (প)—রগড়ান
 ঘাট—কম হওয়া

ঘাঁট—মর্দন করা, কম্বলিত করা, নাড়াচাড়া, বাঁধা
 ঘাঁটা—খেপান, রাগান
 বাবড়া (গ)—অপ্রস্তুত হইয়া বাওয়া
 বাঘ—যগ্নাক্ত হওয়া
 বাচ—শেষ হওয়া
 বাঁট্—মিশান, পেঁষণ করা, অব্বেষণ করা
 আন্দোলন করা
 বাবা (ন)—মিত্রা বাওয়া
 বাব্—বেড়ান ঘোরা
 বালা—খোলান, আবিল করা
 বাঘ, বাঘ (প)—ঘোষণা করা
 বাবা (ন)—ঘৃণা মারা
 বাস্—প্রতিষ্ট হওয়া
 বায়্, বায়্—বেটন করা
 বায়া—বেটন করা
 বাঙা (গ)—বেড়ান, পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করা
 বাস্—নিকটস্থ হওয়া
 বাচ্—বিরক্ত হওয়া ; ক্রুদ্ধ হওয়া
 উঠিয়া বাওয়া, ভাদিয়া বাওয়া
 বাচকা—বাঁটা
 বাড়্—আরোহণ করা ; রাগ করা ; অতিরিক্ত হওয়া
 বাড়া—চড় মাথা ; অতিরিক্ত করা ; চড়ান, চাপান (ভাত চড়াও)
 বাম্, বাম্কা—নিহরিয়া উঠা, হঠাৎ জ্বর পাওয়া
 বাব—চরা
 বাচ (প)—চর্চা করা
 বাল্—চলা, উপযুক্ত হওয়া সংকুলন হওয়া
 বাব—চাব করা
 বা—দেখা, প্রার্থনা করা ;
 বাক্—আবাধন লওয়া

চাপ্ (প)—উন্মূখ হওয়া, আসন্ন হওয়া
 চাঁচ—চাঁচা, পরিষ্কার করা
 চাট—সেহন করা, চাট
 চাপ—চাপা
 চাপড়া—চাপড় দান
 চাপা—(নৌকা) বাঁধা, ঘোঁকাই দেওয়া,
 অধিক ভার দেওয়া
 চার—ছড়াইয়া পড়া
 চারা—ছড়ান, পৃথক্ পৃথক্ পোতা ; সামন-
 সম্মুখ ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া
 চাল—চালুনি দ্বারা পরিষ্কার করা ;
 চেলা ; স্থানান্তরিত করা ; চালা
 চালা—প্রযুক্তি করা, সংকুলন করিয়া
 দেওয়া ; চালান
 চাহ্—সেবা, প্রার্থনা করা
 চিতা—চিত হইয়া পড়া
 চিত্র (প)—চিত্রিত করা, আঁকা
 চিন্—চিনা, জানা
 চিত্ত্ (প)—চিত্তা করা
 চিবা—চৰ্কাণ করা
 চিন্সা—ভুবরান ; শুধাইয়া যাওয়া
 চিহ্ন—চেনা, চেলা করা
 চু, চুঁ—কুণ্ঠিত হওয়া ; অভ্যস্ত পুড়িয়া
 যাওয়া
 চুক্—শেষ হওয়া, মিটিয়া যাওয়া, ভুল
 করা
 চুকা—শেষ করা, মিটান
 চুখা—উন্মূখ করা, বানান
 চুচ্, চুচ্ (প)—বেগে ঘোড়ান ; চুঁচিয়া
 দেওয়া
 চুটা—সতেন্নে কোন কাজ করা
 চুন্—বাহা
 চূপ—দীর্ঘ হওয়া, ধান
 চূপ্—ভুব্ধান, শুধান

চুবা—ভোবান
 চুন্, চুন্ (প)—চুখন করা
 চুমুক (প)—চুমুক দেওয়া
 চুন্কা—কড়ুন করা, উকান
 চুন্—চোবা
 চুন্, চুন্—চূর্ণ করা
 চেচ, চেচা—চীৎকার করা
 চেত্—চৈতন্ত্যক হওয়া, ঠকিয়া শেখা
 চেপ্, টা—চেপ্ টা হইয়া যাওয়া
 চেলা—বিদীর্ণ করা, চেলান
 চোওয়া—অভ্যস্ত দক্ষ করা
 চোনা—(পক্ষর) মৃত্যোগ্রস্ত করা
 চোলা—চোলাই করা
 চোপা, চুপা—অস্ত্র দ্বারা কাটা
 চোবা—ভোবান
 ছক্—কার্য্যের প্রণালী নির্ণয় করা ; ছকা
 ছটকা—বাহির হইয়া পড়া বা যাওয়া
 ছট্কাটা (প)—অস্থির হওয়া
 ছড়্—টানা, চামড়া ছাড়ান
 ছড়া—ছড়ান, বিছান
 ছল—ছলনা করা
 ছা—ছাওয়া
 ছাক্—ছাকা
 ছাঁচ—ছেচা, চূর্ণ করা, ভাজা, অধিক
 আঘাত করা
 ছাট ছাঁট—বান দেওয়া, ক্রিয়দংশ
 কাটিয়া ফেলা
 ছাড়—ছাড়
 ছাড়া—পরিষ্কার করা, স্বকৃন্ত করা,
 পৃথক্ করা
 ছান, ছান—বাঁধা, সাজান, পাতি
 ছান্—দলন করা, বাধা ; গড়া
 ছাপ—মুদ্রিত করা, অন্তরিত হওয়া,
 লুকাইয়া রাখা

হুড়্—চর্ম ছাড়ান (পাঁটা ছড়িতেছে);
অধিক টানা (বাই ছড়িতেছে)
হাপা—অতিরিক্ত হওয়া, হাপাইয়া
বাওয়া; মুগ্ধিত করান; গোপন করা
ছিচ্—(জল) সেক করা; (জল) নিঃ-
সারণ করা
ছিট্—কাটা; ঘরের চাল ও বেড়ার
বাঁধারি প্রভৃতি বাঁধা
ছিটা—ছিটান; ছড়ান
ছিটকা—ছিটকাইয়া বাওয়া বা দেওয়া
ছিড়্—ছিন্ন হওয়া; ছেদন করা
ছিনা—কাড়া
ছিপ—গোপন করা
ছু—স্পর্শ করা
ছুট—দৌড়ান; চলিয়া বাওয়া
ছুটা—ছাড়িয়া দেওয়া; দৌড় করান;
কাটা
ছুড়—ছোড়া
ছুপ (গ)—চাপিয়া ধরা
ছুবা—প্রস্তুত করা
ছুল—খোসা বাহ দেওয়া; পরিষ্কার করা
ছেক—ছাঁকা
ছেচ্—ছেঁচা; ভাঙ্গা; অধিক আঘাত
করা; (জল) সেক করা; (জল)
নিঃসারণ করা
ছেতলা (গ)—দলিত করা
ছেদ (প)—ছেদন করা
ছেঁচা (প)—জলশোচ করা
ছোপা, ছোবা—(বস্ত্রাদি) রঙ করা
ছোব্লা—কামড়ান
ছেঁয়া—স্পর্শ করান
জড়া—সজত হওয়া; জড়ান; গুটান
জয়—উৎপন্ন হওয়া; জয়গ্রহণ করা
জপ—জপ করা; সর্বদা আলোচনা করা

জপা—প্রবর্তিত করা; যজ্ঞপা দেওয়া
জয়—একত্র হওয়া; অধিক শীতল হওয়া;
জমিয়া বাওয়া; জমাই হওয়া (পান
জমিয়াছে)
জবা—সকর করা; জমাই করা; একত্রিত
করা; তরল পদার্থকে কঠিন করা
জব্কা—জাঁকান
জব্—জীর্ণ হওয়া
জল্ প্ (প)—বলা
জাক্—বাড়া; উন্নতিলাভ করা; হুড়
ভাবে থাকা
জাঁকা—জমকান
জাগ—জাগরিত হওয়া; প্রবুদ্ধ হওয়া
জাগা—জাগরিত করা; উদ্বোধিত করিয়া
রাখা
জাচা, জাচ্—বাচাই করা
জাত, জাঁত্—চাপা; নিপীড়িত করা
জান্—জানা
জাপ্টা—দুই হাতে আঁতের শরীর ধরা;
আলিঙ্গন করা
জারা, জরা—জীর্ণ করা
জি—বাঁচা; বেঁচে থাকা
জিত—জয় করা; প্রধান হওয়া
জিন্—ঐ ঐ
জিরা (গ)—বিশ্রাম করা
জীব (প)—জীবিত থাকা
জীয়া—জীবিত রাখা; বাঁচাইয়া রাখিবার
উপায় করা
জুঁক—পরিমাপ করা
জুট, জুঠ, জুড়—মিলিত হওয়া; সংগৃহীত
হওয়া; যুঁঠা, মিলান
জুঠা—মিলান; সংগ্রহ করা, যুঁঠান
জুড়া—শীতল হওয়া বা করা
জুতা—পাছুকাগ্রহার করা

জুৰ্ভা—ডোবান; ভোঁবা; অত্যাসক্ত হওয়া
 জর—জ্বরোগগ্রস্ত হওয়া
 জল—প্রজলিত হওয়া; উজ্জল হওয়া;
 জালা করা
 জাল—প্রদীপ্ত করা; প্রজলিত করা
 জালা—কষ্ট দেওয়া; জালাইয়া দেওয়া
 জক্—প্রদীপ্ত হওয়া; কিরণ দেওয়া
 জটকা (গ)—থরা; ছাঁটা
 জড়কা (গ)—সুস্থ হওয়া; কড়কান
 জর—করিত হওয়া; থনা, পড়া
 জরা—জরান; বাহির করা
 জলকা (গ)—প্রদীপ্ত হওয়া
 জলসা—পোড়া; পোড়ান; অর্জ দক্ষ হওয়া
 বা করা
 জাঁক—চাপ দেওয়া
 জাঁকড়া—প্রসারিত হইয়া পড়া
 জাঁট—সম্মার্জিত করা
 জাঁটা—জাঁটা মারা; সম্মার্জিত করা
 জাড়—জাড়ি; পরিষ্কার করা
 জাড়া—পরিষ্কৃত করান; জাড়ান; বুঝান;
 তূতাপসারণ করা; বিষাগসারণ করা
 জাঁপ—ঢাকা দেওয়া
 জাঁপা—লাকু দেওয়া; ছাপাইয়া বাওয়া
 জাঁপটা—জাঁপটা মারা
 জামর, জামরা (গ)—পূর্ণ হওয়া; অভিজ্ঞত
 হওয়া
 জাল—সেরামত করা; ধাতুপাত্রাদি ঘোড়া
 জালা—জালান; জাল দেওয়া; ভাল
 করিয়া আরম্ভ করা
 জিম—তল্লাবিষ্ট হওয়া
 জুক্—ঝোঁকা; একদিকে হেলা বা প্রবল
 হওয়া
 জুড়—কাটিয়া পরিষ্কার করা; কাটিয়া
 দেওয়া

জুল্—জোলা, বিলম্বিত হওয়া
 টক্—পচিয়া অন্নরস হওয়া
 টল্—চঞ্চল হওয়া; বিচলিত হওয়া
 টপ্ (গু)—বিন্দু বিন্দু পড়া
 টপ্কা—লাকাইয়া চলিয়া বাওয়া
 টস্কা—কর হওয়া
 টহ্লা (গ)—পাচারণ করা
 টাঁক্—সেলাই করা; কামনা করা
 টাঙা—ঝোলান; লট্কাইয়া দেওয়া
 টাট্, টাটা—ব্যথায়ুক্ত হওয়া
 টান্—আকর্ষণ করা; ঝোঁকা
 টাল্ (গ)—(উত্তর) পূর্ণ করা
 টাঁস্ (গে)—কামনা করা; স্ততপ্রায়
 হওয়া; মরা
 টাঁক্—হারী হওয়া; রক্ষা পাওয়া
 টিপ—সর্জন করা, টিপিয়া দেওয়া
 টু (গ) প্রবর্তিত করা
 টুক্—সংক্ষেপে লেখা; আঙে আঙে
 বাওয়া; সেলাই করা
 টুট্ (গ)—ভাঙ্গা
 টুপ্—করা, বিন্দু বিন্দু পড়া
 টেঁক্—হারী হওয়া; রক্ষা পাওয়া
 টোপা—বিন্দু বিন্দু পড়া
 ঠক্—বকিত বা প্রতারিত হওয়া; পরা-
 জিত হওয়া
 ঠকা—প্রতারিত করা
 ঠাওরা—হির করা, নির্ণয় করা
 ঠার (গ)—ইঙ্গিত করা
 ঠাস্—ঠাঙ্গা; সবলে মাথা; দলিত করা
 ঠিক্কা—বিকীর হওয়া; চটা
 ঠুক্—আঘাত করা; বা দেওয়া
 ঠুক্কা—চুৎ হারা আঘাত করা; ঠোঁক
 মারা
 ঠুস্ (গ) পোরা; বাওয়া; মারা

ঠেক্—আটকাইয়া বাওয়া, বাধা পাওয়া ;
বিপর্যয় হওয়া

ঠেকা—লাগাইয়া দেওয়া ; আটকান ;
বিপর্যয় করা

ঠেলা—প্রহার করা, লাঠিঘারা দাওয়া

ঠেল্—ঠেলা, সবলে সরানো দেওয়া

ঠেলা (গ)—অগ্রসর বা বিমুখ হইয়া থাকা

ঠেস—চাপা ; ঠেলা ; থেস

ঠেসা—বক্রভাবে লক্ষ্য করা বা দোব
দেওয়া ; চাপান

ঠোকরা—চকুঘারা আঘাত করা, ঠোকর
দাওয়া

ভর, ডরা (গ)—ভর করা ; ভর পাইওয়া

ভল—পেয়া ; বিস্তৃত করা, ভলা

ভাক্—আহ্বান করা ; শব্দ করা

ভাল—দেওয়া ; কেলা ; [কলম ডালা =
লেখা]

ভাশা—পক্ষপ্রায় হওয়া

ভাঙা, ভাঙ্গা—অতিক্রম করা

ভুক্—চীৎকার করা

ভুব্—মগ্ন হওয়া ; ভিতরে প্রবেশ করা

ভল্—অচেতন হইয়া পড়া ; কোন দিকে
প্রবণ হওয়া

ভলা—নিজের দোষ প্রকাশিত করা

ভল্কা (গ)—প্রবণ হওয়া

ভাক—আচ্ছাদিত বা আবৃত করা ;
গোপন করা

ভাল্—ভরল পদার্থ স্থানান্তরিত করা,
গড়ান ; গলাইয়া ছাঁচে ফেলা

ভিলা (গ)—প্রহার করা

ভিলা (গ)—লোঠ প্রহার করা

ভুক্—(গ)—প্রবেশ করা ; অন্তর্নিবিষ্ট
হওয়া

ভুড়্ (গ)—অবেশন করা

ভুল্—ভ্রান্তিবিষ্ট হওয়া, ভ্রমান

ভুলা—কাটিয়া সরাইয়া দেওয়া ; সরান
নাড়া ; বাতাস করা

ভুসা (গ)—গুঁতান ; আঘাত করা

ভেউয়া—ভাসাইয়া দেওয়া

ভেকা (গ)—ঠেলিয়া বাহির করা

ভব্—পার হওয়া ; উদ্ধার হওয়া

ভরা, ভারা—উদ্ধার করা

ভর্জ (প)—ভর দেখান

ভর্প (প)—তৃপ্ত করা ; তর্পণ করা

ভলা—ডুবিয়া যাওয়া ; নোচে গড়া ; ভাল
করিয়া বুঝা

ভাওঁ—পালন করা ; তাপ দেওয়া

ভাক্, ভাকা—চকু উন্মীলন করা, দেখা

ভাস্—লক্ষ্য করা ; আশায় থাকা

ভাঙড়া—সংগ্রহ করিয়া রাখা ; সঙ্কলন
হওয়া

ভাড়া—ভাড়া দেওয়া ; যারা ; বাহির করিয়া
দেওয়া ; সত্রে কোণ কাজ করা

ভাড়া—ভাড়াইয়া দেওয়া ; ভাড়া দেওয়া

ভাঁত—উঞ্চ হওয়া ; রাগ

ভাতা—উঞ্চ করা

ভাপ (গ)—তাপ দেওয়া

ভাব্—জ্ঞান করা, রক্ষা করা

ভাস্, ভাশা—ভাস বাটা বা গুহান

ভিউড়া, ভেউড়া—(কাঠাবি) বাঁকিয়া
যাওয়া

ভিত (গ)—সিদ্ধ হওয়া

ভিলা—পঙ্কিত হওয়া

ভিঠ—স্থির হইয়া থাকা ; আশায় থাকা

ভুল্—ভোলা ; উঠাইয়া রাখা, চরন করা

ভুল (গ)—ভুলনা করা

ভুবড়া—ভুবড়াইয়া যাওয়া

ভুব্—ভুট করা

ফুল (প)—ওজন করা
 জৌল—ঐ
 ত্যজ (প)—ত্যাগ করা
 ত্রস্ত (প)—ভয় পাওয়া
 ত্রাস (প)—ভয় পাওয়া ; ভয় দেখান
 থত্, থতা—অপ্রস্তুত হওয়া ; ভাবড়ে বাওয়া
 থমক্—থমে বাস্তব
 থাক্—থাকা
 থাবড়া (প)—চড় মারা
 থান্—নিবৃত্ত হওয়া
 থাস্—দলিত করা
 থিঠা—(যলিনাংশ নীচে পড়িয়া) নিম্নল
 হওয়া
 থু—রাখা
 থুড়া (প)—রগড়ান ; (মুখ) খুবড়াইয়া
 পড়া বা দেওয়া
 থুন্—কুচি কুচি করিয়া কাটা ; খোঁরা
 থুন্ (প)—বীরে বীরে সিদ্ধ হওয়া
 থেতলা (প)—দলিত করা
 থোড়া—কুচি কুচি করিয়া কাটা
 থংশ—কামড়ান
 থণ্ড (প)—দণ্ড দেওয়া
 থন্—নিরুৎসাহ হওয়া
 থম (প)—দমন করা
 থম্কা—ভাঙ্গা ; পড়া
 থর্শ—দৃষ্ট হওয়া
 থর্শা—দেখান
 থল—দলিত করা ; বাড়ান
 থহ (প)—পোড়ান ; পোড়ান
 থা—দেওয়া ; বন্ধ করা
 থাগ্—দাগ দেওয়া ; (কামান) ছোড়া
 থাঁড়া—খামা ; দণ্ডায়মান হওয়া ; অপেক্ষা
 করা ; কল হওয়া
 থান্ (প)—দেওয়া

থাপ্, থাব্—দমন করা, খাসন করা
 থাপা, থাবা—দমন করা, হীন করা ; দস্ত
 ভরে বেড়ান
 দীপ (প)—দীপ্তি পাওয়া
 ঢুল্—দোলা
 ঢু, ঢুহ—দোহন করা
 দুব—দোষ দেওয়া, দোষী করা
 দেখ—দেখা ; বুঝা
 দেখা—দৃষ্ট হওয়া ; দেখান
 দো, দোহ—দোহন করা
 দোলা—দোলান
 দোষ (প)—দোষী করা
 দৌড়, দৌড়া—দ্রুত গমন করা, দৌড়ান
 খড়কড়া (প)—ছটকট করা
 থম্কা—তিরস্কার করা
 থন্—ধারণ করা ; তাণ্ডান ; আটকান
 থন্—ভাসিরা বাওয়া ; নষ্ট হওয়া
 থস্কা—ঐ
 থা—বেগে বাওয়া, দৌড়ান
 থাদ—ক্ষরে বাওয়া
 থাব্ (প)—দৌড়ান
 থান্ (সকর্ষক)—ঋণগ্রস্ত হওয়া
 থান্সা (প)—অতিরিক্ত প্রহার করা
 থু—ধোত করা
 থুক্, থুক—কটে নিখাস ফেলা ; বৃত্তপ্রায়
 হওয়া
 থুন—(তুলা) ধোনা ; নাড়া ; প্রহার করা
 থুয়া, থুঁরা—সধুম হওয়া
 থুঁরা—অঙ্গে অঙ্গে উন্নতি লাভ করা
 থেরা—ধ্যান করা
 থবন্—লক্ষ করা
 থবন্স (প)—নাশ করা ; খেয়ে ফেলা
 থোয়া—ধোত করান
 থড়্—নড়া ; বাওয়া

নয় (প) —প্রণয় করা
 নয়মা —নয়ম হওয়া, হোনতা স্বীকার করা
 না —প্রান করা
 নাচ —নৃত্য করা
 নাট (প) —নৃত্য করা ; অভিনয় করা
 নাড —স্থানান্তরিত করা, বিচলিত করা
 নাড়া —স্থানান্তরিত করান ; বিচলিত
 করা ও করান ; সরান
 নাদ (প) —শব্দ করা
 নাদ —(গবাদির) মলত্যাগ করা
 নাব্ —অবতীর্ণ হওয়া ; নামা
 নাম —ঐ ; প্রবৃত্ত হওয়া
 নামা —অবতীর্ণ করা ; প্রবৃত্ত কল্প
 নার (প, প) —না পারা
 নাশ্ (প) —বিনাশ করা
 নাহ্ —প্রান করা
 নি —জওয়া
 নিকা —(গৃহাদিতে) লেপ দেওয়া
 নিঙ ড়, নিঙড়া —জলাদি নিঃসারণ করা
 নিড়া —ভূমি চইতে তৃণাদি উঠাইয়া কেলা
 নিমান (প) —শব্দ করা
 নিম্ (প) —নিম্ম করা
 নিব্, নিভ্ —নির্বাপন হওয়া
 নিবা —নির্বাপন করা ; শেষ করা
 নিবার (প) —নিবারণ করা
 নিব্ড়া, নেব্ড়া —অপরিহার্য ভাবে
 লেপন করা
 নিমীল (প) —(চক্ষু) বৃজান
 নিষোজ (প) —ষোড়া, নিযুক্ত করা
 নিফাণ (প) —বাহির করা
 নিস্তার (প) —উদ্ধার করা, রক্ষা করা
 নীরব (প) —নীরব হওয়া
 নু —মত হওয়া, বঁাকা
 নেংটা (প) —খুঁড়াইয়া চলা

নেংড়া (প) —খুঁড়াইয়া চলা
 নেতা —লতাইয়া বাওয়া
 নেলা —(কুতুরাদিকে) ধংশদার্থ উৎ-
 সাহিত করা
 নেহার, নিহার (প) —দেখা
 নোয়া —নত করা ; বঁাকান
 পচ্ —পচা ; পরিপাক হওয়া
 পট্কা (প) —রথ ও দুর্কল হওয়া
 পঠ (প) —পাঠ করা
 পড়্ —পঠিত হওয়া ; পাঠ করা ; বটা ;
 আক্রমণ করা
 পড়া —লিখান, পাঠ করান
 পড়ুন (প) —(গৃহাদির) নিদ্রাণারম্ভ করা
 পর —পরিধান করা
 পরধ্ —পরীক্ষা করা
 পরা —পরিধান করান
 পরশ্ —স্পর্শ করা ; পরিবেশন করা
 পরাজব (প) —পরাজিত করা
 পরিহর, পরিহার (প) —ত্যাগ করা ;
 এড়ান
 পরিহাস (প) —উপহাস করা
 পর্যট (প) —ভ্রমণ করা
 পল্কা (প) —(কাঠাদি) জীর্ণ হওয়া
 পলা —পলাইয়া বাওয়া
 পশ (প) —প্রবেশ করা
 পসার (প) —প্রসারিত করা
 পস্ত, পস্তা —অমৃত্যাপ করা, দুঃখ করা
 পা —পাওয়া ; চাপা (ভূতে পাইরাছে)
 পাক —পক হওয়া ; আসন্ন হওয়া ;
 শুখাইয়া বাওয়া
 পাকা —পক করা, সিদ্ধ করা ; পাক্
 দেওয়া ; পাকাইয়া জড়ান ; শুখাইয়া
 বাওয়া
 পাক্ড়া —ধরা, রদ্ধ করা

পাখলা—খোওয়া ; মাড়াচাড়া করা
 পাঁচা (প)—আরম্ভ করিয়া ধরা
 পাছড়া—বাধাইয়া ধরা ; আছাড় দেওয়া ;
 কাড়া
 পাঁজা (প)—সাজান
 পাঠা—শ্রবণ করা
 পাড়—নাশান, পাতিত করা ; পরিষ্কার
 করা ; বাধা ; জব্দ করা ; বিভূত করা
 পাড়া—(পাশার দান) ফেলা ; (ঘুম) পাও-
 রান ; পাতিত বা অবভারিত করান
 পাত্—পাতা ; বিভূত করা ; (দই)
 বসান ; প্রস্তুত করা (উনান পাতা)
 পাতা—স্থাপন করা, (সম্পর্ক) পাতানু
 পাত্—উদয়স্থ বায়ু নিঃসারিত করা
 পাবা (প)—জব্দ করা
 পান, পানী—(গবাদির) দুগ্ধ দিতে উদ্বুদ্ধ
 হওয়া
 পার্—সমর্থ হওয়া
 পারা—পার হওয়া
 পাল—পালন করা
 পালী—পলারন করা
 পাল্টা—করা ; কেরান ; উল্টা পাটা করা
 পাশ— { পাশ কাটাইয়া বাওয়া ; (তাস
 , পাশা— { খেলার) ভিন্ন রঙের তাস দেওয়া
 পাশর—ভুলা ; সংবরণ করা
 পাশ্‌ট্, পাশ্‌টা—আরম্ভ করা, বাগান ;
 পান ফেলা
 পি (প)—পান করা
 পিছ্—পশ্চাৎ যাওয়া ; নিবৃত্ত হওয়া
 পিছা—ঐ ; পশ্চাতে তৈলিয়া দেওয়া
 পিছলা—খলিতপদ হওয়া
 পিঁজ—(তুল) ছিঁড়িয়া পরিষ্কার করা
 প্লিট—মাঝা ; বা মাঝা
 পিধান (প)—বস্ত্রাদি ধারা ঢাকা

পিব্—গুঁড়া করা ; ডলা , বাটা ; পেবা ;
 অভ্যস্ত গ্রহণ করা
 পীড়্ (প)—পীড়া দেওয়া
 পুছ (প)—জিজ্ঞাসা করা
 পুঁছ, পুঁচ—মুছিয়া ফেলা
 পুড়—পোড়া ; জ্বলা
 পুত—ভূনিহিত করা, গোর দেওয়া ,
 (ব্রহ্মাদি) রোপণ করা
 পুন্—পালন করা ; রাখা
 পুবা, পোবা—পর্যাপ্ত বা সজত হওয়া ;
 পর্যাপ্ত করিয়া দেওয়া
 পুজ (প)—পূজা করা
 পূন্—পূর্ণ হওয়া ; পূর্ণ করা
 পূরা—পূর্ণ করা, সফল করা ; পোষাইয়া
 দেওয়া
 পেঁচ্—পেঁচ দিয়া ধরা
 পেঁচা—পেঁচ দিয়া ধরা ; বাঁকান ; দোলা
 বাঁধান
 পোহা, পুহা—প্রভাত হওয়া ; তাপ গ্রহণ
 করা
 পেঁহ, পঁহ—গম্ভব্য স্থানে উপস্থিত
 হওয়া ; বাওয়া
 প্রকাশ (প)—প্রকাশিত হওয়া বা করা
 প্রচার (প)—প্রচারিত করা
 প্রজল (প)—প্রজলিত হওয়া, জ্বলা
 প্রজাল (প)—জ্বালা
 প্রণয় (প)—প্রণয় করা
 প্রতিহিংস (প)—দাঘ ভোলা, প্রতিশোধ
 লওয়া
 প্রদর্শ (প)—দেখান
 প্রবেশ (প)—ভিতরে বাওয়া
 প্রবোধ (প)—প্রবুদ্ধ হওয়া বা করা
 প্রভাত (প)—পোহান
 প্রমাথ (প)—বিপর্যস্ত করা

প্রলোভ (প)—লোভ দেখান
 প্রশংস (প)—প্রশংসা করা
 প্রশম (প)—নির্বাপন হওয়া বা করা ;
 শান্তনা করা ; নিবারণ করা
 প্রসার (প)—তুলে করা
 প্রহার (প)—মারা
 বক (প)—বিকল হওয়া
 কড়কড়া (প)—অধিক কথা বলা
 কব্জা—নিবন্ধক রাগ করা
 কল—কলবৃত্ত হওয়া, সফল হওয়া
 কলা—সকল করা ; উপবৃত্ত বা উজ্জল
 করা (রঙ, কলান)
 কন্দা—বিকল হইয়া বাওয়া
 কাট—বিদীর্ণ হওয়া ; কাটা
 কাটা—ভাঙ্গা ; ছেঁড়া ; বিদীর্ণ করা
 কাড়—কাটা, চেলান
 কাঁদ—বাধান
 কাঁপ—ফীত হওয়া ; বৃদ্ধি পাওয়া
 কাঁপা—বাড়ান
 কাঁসা—বার্ষ করা
 কিল—ভ্রমণ করা ; প্রত্যাগমন করা ;
 অভিযুগ হওয়া ; উল্টাইয়া বাওয়া
 কির—বদলান ; ঘুরান ; প্রত্যাগত করা
 কুক— } কু দেওয়া ; মজ পড়া বা মজ
 কুকা— } দেওয়া
 কুকর— } চৌকর করা, লষ্ট করিয়া
 কুকার— } বলা
 কুকার—ডুকরাইয়া উঠা
 কুট—একটু হওয়া ; সজ্জিত হওয়া ;
 সজ্জিত হওয়া ; কুট ধরা ; সিন্ধুপ্রায়
 হওয়া ; (মুখ কুটা—কথা বলা)
 কুটা—সিন্ধু করা ; একটু হওয়া, কোটান
 কুড়—বিদ্ধ করা ; ছিন্ন করা ; ভেদ
 করিয়া উঠা

কুপ, কুপা— } নীরবে কান্দা, নাক বাঁড়া ;
 কুকা (প)— } কুপান
 কুন্—সকল হওয়া ; প্রকাশ হওয়া
 কুরা—শেষ হইয়া বাওয়া, নিঃশেষ হওয়া ;
 ধর চুক্তি করিয়া দেওয়া
 কুল—ফীত হওয়া ; বাড়া ; পুণ্ডিত হওয়া
 কুলান—বাড়ান ; ফীত করা
 কুস কুসা (প)—চুপি চুপি কথা বলা
 কুসলা (প)—মজা দেওয়া ; প্রবর্তিত করা
 কেনা—কেনবৃত্ত করা, কেনাইয়া কুলান
 কেরা—বদলান ; কিরাইয়া দেওয়া ; কিরান
 কেল—মিক্ষেপ করা
 কেঁড়া—ছিন্ন করান
 কোপা—চাপিয়া কান্দা
 ব—বচন করা ; সহ করা ; অসংপথে
 বাওয়া
 বক—বলা ; তিরস্কার করা ; অধিক বা
 অনর্থক কথা বলা
 বকা—অধিক কথা বলিতে বাধ্য করা
 বড় (প)—বড়না করা, বাগন করা
 বদল—পরিবর্তিত হওয়া
 বদলা—পরিবর্তিত করা ; কিরান
 বধ (প)—বধ করা
 বন—মেল, উপবৃত্ত হওয়া
 বনা—মিলাইয়া চলা ; প্রস্তুত করা ; কাঁটা
 বন্দ (প)—বন্দন করা
 বর—বরণ করা
 বর্জ (প)—বর্জন করা, ত্যাগ করা
 বর্ণ (প)—বর্ণনা করা
 বৎ—খাটা ; বাঁচা ; ঘট
 বর্ধ—বৃদ্ধি হওয়া ; বর্ধন করা
 বল—বলা
 বলকা—বলক উঠা ; বৃদ্ধি উঠিয়া
 ফোলা

বস—উপবেশন করা ; বাস করা ; কাঁপ
বুঢ়িয়া বসিয়া যাওয়া ; নীচু হওয়া ;
(গাছ) জন্মান ; জলা

বসা—উপবিষ্ট করান ; বসাইয়া দেওয়া ;
অবসন্ন করা ; পাতা ; হোপণ করা

বহ—বহন করা ; সহ করা ; চলে যাওয়া ;
প্রবাহিত হওয়া (নদী বহিয়া বাই-
তেছে ; বায়ু বহিতেছে)

বহা—স্থানান্তরিত করান ; বাহিত করা

বা—(মোকাদ্দিম) চালান, দাঁড় চান্না

বাওলা (প)—কুলার বাতাস দিয়া পরি-
কার করা, ঝাড়া

বাক—বক্র হওয়া ; বিকল্প হওয়া

বাকা—বক্র করা

বাণা (প)—বাখ্যা করা ; বিস্তৃতরূপে বলা

বাগ্ন—আবস্তাধীন হওয়া

বাগা—বশে আনা ; আবস্তাধীন করা

বাচা—পরীক্ষা করা, অনুসন্ধানে তথ্য
নির্ণয় করা

বাঁচ—জীবিত থাকা ; রক্ষা পাওয়া ;

উদ্ধার হওয়া ; উদ্ধৃত হওয়া

বাঁচা—রক্ষা করা ; জীবিত রাখা ; সঞ্চয়
করা

বাহ—পৃথক করা ; পরিষ্কার করা ; মনো-
নীত করা

বাজ—ধ্বনিত হওয়া, বাজা ; প্রচারিত
হওয়া ; বাণ্য লাগা

বাজা—বাণ্য করা ; পরীক্ষা করা

বাজ্জ (প)—ইচ্ছা করা

বাট—পেচণ করা

বাঁচ—জাগ করিয়া দেওয়া ; বিতরণ করা

বাড়্—বৃদ্ধি পাওয়া ; বাঁচা ; পরিবেশন
করা ; ঐচ্ছ্য হওয়া ; বেশি হওয়া

বাড়া—বর্দ্ধিত করা

বাতা—(মশারি) ঠিক করিয়া ওড়াইয়া
দেওয়া

বাধ্—বটা ; আটকাইয়া যাওয়া

বাধ, বান্ধ—বন্ধন করা ; আটকান

বান—গড়া ; কোটা ; তৈয়ার করা

বার্ (প)—ঢাকা, আবৃত করা

বাস্—মনে করা ; বাস করা ; (ভাল
বাসা = স্নেহ কর্ণা)

বাহ (প)—বহন করা ; চালান ; দাঁড় টান

বাহির (প)—বাহির হওয়া বা করা

বি, বিউ (প)—প্রসব করা

বিকশ (প)—ফোটা ; প্রকাশ পাওয়া

বিকা—বিক্রয় হওয়া ; সগোরবে গৃহীত
হওয়া

বিকাশ (প)—প্রকাশ পাওয়া ; ফোটা

বিগড় } —নষ্ট হওয়া, দূষিত হওয়া

বিগড়া } অসংগেহে যাওয়া

বিচল (প)—বিচলিত হওয়া

বিচার (প)—বিচার কারিয়া দেখা

বিছড়া (প)—ছড়ান ; দলিত করা

বিছা—বিস্তার করা ; ছড়ান

বিড়া—বমনোদ্ভূত হওয়া ; বেটন করা

বিড়্/বিড়া—অস্পষ্ট কথা বলা

বিতর (প)—বিতরণ করা

বিদর্ (প)—বিদীর্ণ হওয়া

বিদার (প)—বিদীর্ণ করা

বিধ, বিদ্ধ—বিদ্ধ হওয়া বা করা ; বিধ
করা

বিনা—রচনা করা ; বিস্তার করা

বিনাশ (প)—বিনাশ করা

বিবাদ (প)—বিবাদ করা

বিরচ (প)—রচনা করা

বিরম (প)—খামা

বিরোধ (প)—বিরোধ করা

বিলা—বিতরণ করা

বিষা—বিষযুক্ত হওয়া, যন্ত্রণাদায়ক হওয়া

বিসর্জ—বিসর্জন করা

বিস্তার (প)—বিস্তার করা

বিহার, বিহার (প)—বিহার করা

বুল্—পূর্ণ হওয়া; বন্ধ হওয়া, নিম্নলিভ হওয়া

বুল্কা—পূর্ণ করা, নিম্নলিভ করা

বুল্—বুঝা

বুড়—জলপ্রাবিত হওয়া; ডোবা

বুড়া—ডুবাইয়া দেওয়া

বুল্—বপন করা; বয়ন করা

বুল্—বেড়ান

বুল্—অবমর্ষণ করা; আন্তে আন্তে স্পর্শ করা

বৈক—বীকা

বেগড়া—বিগড়াইয়া যাওয়া

বেচ—বিক্রয় করা

বেড়—বেষ্টন করা; বেড় দেওয়া

বেড়া—ভ্রমণ করা; প্রহার করা

বের্, বেরা—বাহির হওয়া

বেল—(কটি লুচি) বিস্তৃত করিয়া ঢলা

বেশা—অতিরিক্ত হওয়া

বেষ্ট (প)—বেষ্টন করা

ব্যাদান (প)—মুখ হাঁ করা

ব্যাপ—বিস্তৃত হওয়া; ঢাকা

ভক (প)—ধাওয়া

ভজ—ভজনা করা; আশ্রয় করা

ভড়্কা—ভয়ে পলায়ন করা; ভীত হওয়া

ভণ (প)—বলা; বর্ণনা করা

ভনুভনা—অনর্থক বকা

ভন্—পূর্ণ করা

ভৎস্ (প)—তিরস্কার করা

ভাগ—পলাইয়া যাওয়া

ভাগা—তাড়াইয়া দেওয়া; ভাগ করা

ভাগ, ভাগ—উল্লেখন করা; ভেঙ্গে ফেলা

ভাঙ্গা, ভাঙা—ভঙ্গ করান; অধিক মূল্যের মুদ্রা অল্প মূল্যের মুদ্রায় পরিবর্তিত করা বা করান; যন্ত্রণা দিয়া স্বপক্ষে আনা

ভাঙ্—ভুট করা

ভাঙে—মোড়া; পাট করা; অত্যাশ করা (মুগুর ভাঙা)

ভাঁজা—নিকট দ্রব্য মিশাল দেওয়া

ভাঁটা—ভাঁটার দিকে নোকা বহিয়া যাওয়া, নিম্নদিকে যাওয়া, অধোগতি পাওয়া

ভাঁড়া—সত্য গোপন করা; অস্বীকার করা

ভান্—শস্ত্রের তুষ ছাড়ান

ভাপসা—যক্ষ্মাক্ত হওয়া

ভাব—চিন্তা করা

ভাবা—উষ্ণবাপ্পের তাপ দেওয়া; চিন্তিত করা

ভাব্—ভারি হওয়া; ভারপীড়িত হওয়া

ভাব (প)—বলা

ভাস্—ভাসিয়া থাকা বা যাওয়া; সাঁতা-রান

ভাসা—জলে ভাসাইয়া দেওয়া; বিসর্জন করা; লম্বাছবৎ ভাগ করা

ভিজ্—সিক্ত হওয়া; আর্দ্র হওয়া; প্রসন্ন হওয়া

ভিজা—সিক্ত করা; প্রবর্তিত করা

ভিড়্—নিকটে আসা; তীরে আসিয়া লাগা

ভিড়া—তীরে লাগান; ফিরান

ভুগ—অমুত্তব করা; ভোগ করা; কষ্ট পাওয়া

ভুগ্ (প)—ভোগ করা

ভুন্ (গ)—ভাজা

ভুল—ভুল করা ; বিস্মরণ হওয়া
 ভুলা—ঠকান ; অস্তম্বক করা
 ভেঙা, ভেঙ্‌চা (গ)—মুণ্ডিত করা, অমু-
 করণ করা
 ভেদ (প)—ভেদ করা, বিচ্ছিন্ন করা
 ভেবড়া, ভেবরা (গ)—ভর পাওয়া, পতিরে
 বাওয়া
 ভোগা—কষ্ট দেওয়া ; ঠকান
 ভ্রম (প)—বেড়ান
 ম—মহন করা
 মচ্‌কা—অন্ন ভাজা ; বাঁকিয়া বাওয়া
 মজ্‌—অবসন্ন হওয়া ; আসক্ত হওয়া ;
 ডোবা ; হৃৎক হওয়া ; মিশ্রা
 স্থখাদ্য হওয়া
 মজা—মজান
 মজুর (গ)—মুহুরিত হওয়া
 মট্‌কা—মোড়া ; অক্ষুণ্ণগ্রন্থিগুলি মুড়িয়া
 লক করা ; ভাজা
 মড়্‌কা (গ)—মচ্‌কান, ভাজা
 মড়্‌মড়া—মলকে ভাজা
 মথ—মহন করা ; ছল পূরক লাভ করা
 মত্ত (প)—মত্তণা করা
 মত্ত (প)—মহন করা
 মত্ত—মত্ত হওয়া ; মিয়মাণ হওয়া ; অতি
 কুরুত্ব করা
 মর্দ (গ)—মর্দন করা, দলন করা
 মর্দ (গ)—মহন করা ; অমা করা
 মল—মলা ; দলা
 মহ—মহন করা
 মাথ—লেপন করা ; মর্দন করা ; মিশান ;
 তরল পদার্থের সহিত মিশান
 মাগ্‌, মাজ—প্রার্থনা করা ; তিকা করা
 মাজ—মসৃজিত করা ; পরিকার করা ;
 ঘসা

মাড়—গুড়া করা ; রসপূত্ব করা
 মাড়া—পদমলিত করা
 মাত—মত্ত হওয়া ; অভ্যাসিত হওয়া বট
 হওয়া
 মাতা—উৎসাহিত করা
 মাথা (গ)—হস্তার্ণণ করা
 মান্—মান্ত করা ; স্তীকার করা ; মনে
 করা ; দিবার অস্ত্র মনন করা (পূজা
 মানিয়াছে)
 মানা—যোগ্য হওয়া ; স্বীকার করান ;
 সামঞ্জস্য করা (মানাইয়া চলা)
 মাগ—পরিমাণ করা ; গণন করা ;
 দৈর্ঘ্যাদি নির্ণয় করা
 মাগা—মুঠান ; পরিমাণ করান
 মান্—গ্রহণ করা ; বধ করা ; ঠুসা
 মিট্—মীমাংসা হওয়া ; পূর্ণ হওয়া ; শেষ
 হওয়া
 মিটা—মীমাংসা করা ; পূর্ণ করা
 মিরা (গ)—নিষ্ক্রেজ হওয়া, সৈতাইয়া বাওয়া
 মিল্—মিলিত হওয়া ; একমত হওয়া ;
 যোঠা ; সমান হওয়া ; মিশা
 মিলা—তুলনা করা ; সংযোজিত করা ;
 মুটান ; মিশান ; লীন হওয়া ; অদৃষ্ট
 হওয়া
 মিশ—মিশ্রিত হওয়া ; মিলা
 মিশা—মিশ্রিত হওয়া ও করা
 মুগ্‌রা (ন)—মুগ্‌গর গ্রহণ করা
 মুহ্‌—মুহুরিত করা ; মুগ্‌ টিপিয়া হাসা
 মুচ্‌ড়া—বাঁকান ; মুচ্‌ড়ান
 মুহ্—পুঁছে ফেলা ; মার্জিত করা
 মুছা—পুঁছান
 মুড়্—ভাজা ; মোড়ক করা ; ঢাকা ;
 বাঁকান (পা মোড়)
 মুড়া—মুণ্ডিত করা ; শাখাগ্রাদিমুণ্ড করা

মুদ—(চক্ৰ) বুলান ; বন্ধ করা
 মুদ্রা—সঙ্কুচিত হওয়া ; নিরুদ্যম হওয়া
 মুক্ত—প্রশ্রাব ভাগ করা
 মুচ্ছ (প)—মূচ্ছিত হওয়া
 মেলা—বিছান ; হুড়ান
 মোহ (প)—মূচ্ছিত হওয়া বা করা
 বজা—অস্ত্রের বজ্রমুদ্রা সম্পাদন করা ;
 পৌরোহিত্য করা
 বড়া—সংগ্রহ করা
 বা—বাওয়া ; হওয়া
 বাচ—প্রার্থনা করা
 বাচা—ঔষ্যের গুণমূল্যাদি নির্ণয় করা ;
 পরীক্ষা করা ; অনুসন্ধান পূর্বক নির্ণয়
 করা
 বাঁত—চাপা
 বাঁতা—চাপান
 বাপ (প)—কাটান
 বুক—মালা, পরিনাম করা
 বুল—বুদ্ধ করা ; আয়াস পূর্বক খাণ্ডা
 বুট, বুঠ—মিলিত হওয়া ; মিশা, সংগৃহীত
 হওয়া ; উপস্থিত হওয়া
 বুড়—সংযুক্ত হওয়া ও করা ; বোজন
 করা ; ব্যাপা ; মিশা
 বুড়া—শীতল হওয়া, হ্রস্ব হওয়া ; সংযো-
 জিত করা
 বোগা—বোগান দেওয়া ; উপস্থিত হওয়া
 বা করা ; সরবরাহ করা
 ব্র—খাণ্ডা ; নিবৃত্ত হওয়া
 ব্রক্ষ (প)—ব্রক্ষা করা
 ব্রগড়া—বধা ; কলোন ; পীড়াপীড়ি করা
 ব্রজ, ব্রজ—ব্রজিত হওয়া ; আনন্দে বা
 নেশায় মত্ত হওয়া ; অমুরক্ত হওয়া
 ব্রজা, ব্রজা—ব্রজিত করা
 ব্রচ—ব্রচনা করা ; নষ্ট করা

ব্রজ (প)—ব্রজান ; আনন্দিত করা
 ব্রট—(কথা) প্রচারিত হওয়া
 ব্রটা—(কথা) প্রচারিত করা
 ব্রম (প)—বিহার করা
 ব্রস—ব্রসবৃত্ত হওয়া ; পচা
 ব্রসা—ভিজান ; হুঁসান করা
 ব্রহ—খাণ্ডা ; নিবৃত্ত হওয়া
 ব্রা-কাড় (প)—উত্তর দেওয়া
 ব্রাথ—ব্রক্ষা করা ; খোওয়া ; ছাড়া
 ব্রাগা—কুঙ্ক হওয়া
 ব্রাগ—কুঙ্ক করা, ক্ষেপান
 ব্রাট—আনন্দে বা নেশায় মত্ত হওয়া ;
 • অমুরক্ত হওয়া
 ব্রাটা—ব্রজিত করা ; উজ্জল করা
 ব্রাজ (প)—শোভা পাওয়া
 ব্রাধ—পাক করা
 ব্র—রোপণ করা
 ব্রধ—কুঙ্ক হওয়া
 ব্রগ—রোগ ভোগ করা ; দুর্বল হওয়া
 ব্রচ—ভাল লাগা
 ব্রব (প)—কুঙ্ক হওয়া
 ব্রোধ (প)—আটকান ; ব্রদ্ধ করা
 ব্রোপি (প)—রোপণ করা
 ল—গ্রহণ করা ; স্বীকার করা
 লওয়া—প্রবৃত্তি করা
 লক্ষ (প)—লক্ষ্য করা
 লজ্ব—লজ্বন করা ; অতিক্রম করা
 লটকা—টানান ; ধরা
 লড—বুদ্ধ করা ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা
 লতা—লতার দ্বার বাওয়া
 লপটা—লোটান ; বাগাইয়া ধরা
 লভ (প)—লাভকরা, পাওয়া
 লহ—গ্রহণ করা, স্বীকার করা
 লাগ—সংলগ্ন হওয়া ; প্রবৃত্ত হওয়া ; সহ-

কক হওয়া ; বাধা বোধ হওয়া ;
বিরোধ করা

লাগা—ঠিকায় করা ; বিবাহ বাধান ;
সংলগ্ন করা ; বাঁধা ; যাত্রা

লাঠা (ন)—লাঠি মারা

লাধা (ন)—লাধি মারা

লাফা (ন)—লাফ দেওয়া

লাল—লালন করা

লিখ—লেখা

লুক, লুকা—ঊষ্যভাবে থাকি

লুকা—গোপন করা

লুট, লুটা, লোটা—গড়াগড়ি দেওয়া ; অব-
সন্নভাবে পাড়িয়া যাওয়া

লুঠ—ঐ ; লুঠন করা ; বজ পূর্বক লওয়া

লুঠ (প)—গড়াগড়ি দেওয়া ; লুঠ করা

লুক—লুকিয়া লওয়া

লুঘ (গ)—খাওয়া

লেভা (গ)—বিশোধ হওয়া

লেপ—লেপন করা

লেলা—(দংশনার্থ কুকুরাদিকে)-প্রবর্তিত
করা

লেহ (গ)—চাটা

লেভ (গ)—লেভ করা ; লুক করা

লপ (প)—লাপ দেওয়া

লম (প)—নিবারণ করা

লাগা—লাগ দেওয়া ; তীক্ষ্ণ করা

লাপ্ত (প)—লাপ্ত করা

লাপ!—লাপ দেওয়া

লাস—লাসন করা

লাস—ভয় দেখান ; তিরস্কার করা

লিখ—লিখা করা

লিখা—লিখা দেওয়া ; বশীভূত করা

লু—লরন করা ; পরাজিত হওয়া

লুক, লুঘ—লুগ লওয়া

লুখা—লুক হওয়া ও করা ; (জল) লুখাইয়া
যাওয়া ; জলশূন্য করা

লুট, লুটকা—রসশূন্য হওয়া ; লুখাইয়া
যাওয়া

লুঘ—পারিশোধ করা

লুঘা—সংশোধিত হওয়া বা করা

লুন্—প্রবণ করা

লুনা—প্রবণ করান ; বাহাতে লুনিতে
পরি, একপে বলা

লুঘ—লুক হওয়া বা করা ; মুখ দিয়া
বায়ুর সহিত টানিয়া লওয়া

লোথ—পারিশোধ করা

লোয়া—দ্বারিত করা ; নোয়ান ; পরাজিত
করা

লোভ (প)—লোভা পাওয়া

লোব—লুবিয়া লওয়া

লুস—মৃতপ্রায় হওয়া ; (প) নিখাস ফেলা

ল—সংগ্রহ করা (জল সওয়া) ; সহ করা

লুক (প)—লুকয় করা

লুস্তর (প)—সাঁতার দেওয়া ; সাঁতার
দিয়া পার হওয়া

লুপ—সমর্পণ করা

সমর্প (প)—ঐ

সংবর—গোপন করা ; সামলাই

সম্ভব—সম্ভব হওয়া ; খাটা

সলু—সলিয়া যাওয়া ; চলিয়া যাওয়া ;
নড়া ; (ঘাট, বাসন) ব্যবহার করা

সরা—স্থানান্তরিত করা

সলা—মগ্ণা দেওয়া

সহ—সহ করা

সহা—সাহায্যে সহিতে পারে, তদনুসরণ
কাজ করা

সাজ—সজ্জিত হওয়া ; বেশ ধারণ করা,
(পান, তামাক) প্রস্তুত করা

সাজা—সজ্জিত করা
 সঁটি—টানা
 সাতা—আত্মনাৎ করা
 সঁতার—সঁতার দেওয়া
 সাঁৎসা—সংবরণ দেওয়া
 সাধ—অনুন্নয় করা ; সম্পাদন করা ;
 অভ্যাস করা ; আদার করা ; পরিকার
 ও পুষ্ট করা (গলা)
 সাঁধা—অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়া
 সাপটা—আরম্ভ করা
 সামলা—সাবধান হওয়া ; সাবধানে রাখা ;
 গুছাইয়া রাখা না উঠা
 সার—সম্পন্ন করা ; সংশোধন করা
 সারি—মেরামত করান ; যোগমুক্ত করা
 সি, সি, সিঙা—সেলাই করা
 সিঁকটা—নাক ও মুখ উর্দ্ধে কৃক্কিত করা
 সিঞ্চ (প)—সেচন করা
 সিজা—নিদ্ধ করা
 সিঁধা, সেঁধা—অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়া
 সিহর, নিউর—চমকে উঠা ; পুলকিত
 হওয়া
 স্থা—জিজ্ঞাসা করা
 স্থজ (প)—স্থষ্টি করা
 সেক—উত্তাপ দেওয়া ; উত্তাপে পক
 করা
 সেচ (প)—সেচন করা
 সেঁতা—ভিজা হওয়া
 সেব (প)—সেবা করা
 সেলা (গ)—সেলাই করা
 স্তম্ভ (প)—স্তম্ভ হওয়া
 স্থাপ (প)—স্থাপন করা
 স্পর্শ (প)—স্পর্শ করা
 সন্ (প)—সন্ করা
 স্মরণ—স্মরণ করা

হ—হওয়া ; থাকা
 হট, হঠ—সরিরা বাওয়া ; পরাজিত হওয়া
 হর—বল পূর্বক লওয়া ; চুরি করা ;
 লওয়া ; ভাগ করা
 হাঁক—ডাকা ; চীৎকার করা
 হাঁকা—তাড়াইয়া দেওয়া ; (গাড়ি) চালান
 হাঁকার—উচ্চস্বরে ডাকা ; চীৎকার করা
 হাঁকরা—চীৎকার করা
 হাগ—মলভ্যাগ করা
 হাঁচ—হাঁচা
 হাঁজ—জলে পচিয়া যাওয়া ; হীন হওয়া
 হাঁট—চলা
 হাঁটা—বুধা যাতায়াত করান
 হাঁৎড়া—না জানিয়া অব্বেষণ করা ; হাত
 দিয়া ঘাঁটা
 হাতা (ন)—হস্তগত করা
 হান (প)—ক্ষণণ করা ; প্রয়োগ করা ;
 আঘাত করা
 হাঁপা, হাঁকা—ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলা
 হাঁপান
 হাঁব্ড়া—অবসন্ন হওয়া ; পক্ষমন্ন হওয়া
 হামলা—(গবাদির) ডাকা
 হার—পরাজিত হওয়া ; লোকসান করা
 হারা—পরাজিত করা ; হারাইয়া ফেলা
 হাস—হাস্য করা ; উপহাস করা
 হাসা—কাটা
 হিংস (প)—হিংসা করা
 হিচ্কা, হেচ্কা—সহসা সবলে টানা
 হিচ্ড়া—সবলে টানিয়া লওয়া
 হড়, হড়া—ঠকান
 হেদ, হেদা—বিচ্ছেদকাতর হওয়া
 হেরু—দেখা
 হেল—নত হওয়া ; বাকা
 হেলা—বাকান ; অগ্রাহ্য করা

